পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 351 Saturday, 15 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা ❋ ২৭ কার্তিক ১৪৩২, শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বিধানসভায় লাড্ডু বিলি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ বিহারের জয়ে উজ্জীবিত বঙ্গ বিজেপি। এবার টার্গেট বাংলা। অঙ্গ (বিহার), কলিঙ্গ (ওড়িশার) পর এবার বঙ্গ। বললেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে যখন বিহারে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হচ্ছে, তখন অন্যদিকে, বাংলায় বিধানসভায় লাড্ডু বিলি করলেন শুভেন্দু। ওড়ালেন আবিরও। শুভেন্দু বললেন, অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম নির্বাচন হয়েছে। মানুষ দুহাত ভরে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য মোদির ওপর আস্থা রেখেছেন, বিহারের নীতীশ কুমারের ওপর আস্থা রেখেছেন। শুভেন্দু আরও বলেন, ''বিহার-বাংলা, ১৯০৫-এর আগে আমরা এক ছিলাম। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। অঙ্গ হয়ে দিয়েছে, কলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে বঙ্গ।'' এদিন শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়করা লাড্ডু বিলি করেন, আবির ওড়ান। বিধানসভার বাইরেও বিহারের উচ্ছ্বাসের ছবি রয়েছে। শুভেন্দু নির্দেশ দিয়েছেন, বিভিন্ন মণ্ডলেও যেন এই জয়ের উৎসবের মতো পালন করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, বিহারের ফল বঙ্গ বিজেপিকে অনেকটাই অক্সিজেন জুগিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল একটি অ্যানিমেশন পোস্ট করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে, বাংলায় কী হবে, তা তুলে ধরা হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপি ক্ষমতায় এলে, পুজোতেও নজরদারি চলবে, বোনের সঙ্গে রাস্তায় বেরলে, প্রশ্ন তুলবে বিজেপি। ভালবাসাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। অ্যানিমেশনে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছে রাজ্যের শাসকদল। শুভেন্দুর এই লাড্ডু বিলিকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, ''বিহার নির্বাচনের ফলের কোন সম্পর্ক বাংলায় নেই। এখানে লাড্ডু বিলি হচ্ছে কেন? বাংলায় তৃণমূল আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে জিতবে। বিহার দেখিয়ে যারা বাংলা দখলের কথা বলছেন, তাদের বলি বেল পাকলে কাকের কী?''

'জঙ্গলরাজ উপড়ে দেব'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বরঃ বিহারের জয় নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভাষণেও উঠে এল পশ্চিমবাংলার কথা। বললেন, ''আমি বলতে চাই, গঙ্গা কিন্তু বিহার থেকেই বাংলায় যায়। বিহার বাংলা জয়ের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে।'' এখানেই না থেমে মোদি বলেন, ''বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়েই রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব।'' বিহার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বাংলার রাজনৈতিক ময়দানও উত্তপ্ত। গেরুয়া শিবিরে উৎসবের আবহ-মোদির কুশপুতুল, ব্যানার নিয়ে কর্মীদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গ দখল হবেই। তারপরে মোদির বক্তব্যে বাংলার কথা উঠে আসায় পদ্ম শিবিরের কর্মীরা বাড়তি উৎসাহিত। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিহার বিধানসভা ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই যে অবধারিত ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর কতটা প্রভাব পড়তে পারে বাংলায়। তৃণমূল কি উদ্বেগে, ভয় পাচ্ছে? ইতিমধ্যে যার জবাবে গেরুয়া উৎসবের মাঝেই পাল্টা অঙ্ক কষে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খোঁচা, সেগুড়ে তো বালি! বিজেপির আনন্দ করার কিছু নেই। যে অঙ্কে বিহারে বিজেপি জিতেছে, সেই অঙ্কে বাংলায় তৃণমূলও জিতবে। এদিন কল্যাণ বলেন, ''বিহারে কী হয়েছে? যারা সরকারে ছিল তাঁরাই ফিরেছে। কোনও প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রবণতা ছিল না। বাংলাতেও তাই- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, এবং ফিরেও আসবে।'' তিনি আরও যোগ করেন-''বিহারে বিজেপি-নীতীশ দু'পক্ষের সংগঠনই মজবুত। বাংলায় তৃণমূলের সংগঠন দুর্দান্ত, বিজেপির খুবই দুর্বল। বামেরা কোথাও নেই। অঙ্ক ধরলে বিজেপির খুশি হওয়ার মতো কিছু নেই।'' তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ-আইনজীবী টেনে এনেছেন এসআইআর এর প্রসঙ্গও। কল্যাণ বলেন, ''বিহারে এসআইআর ছিল না। বাংলায় যেভাবে এসআইআর করে বিজেপি বাঙাল আর মতুয়াদের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করেছে, সেই অঙ্কেই তো ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে।''

বিহারে বিজেপির ভোট বাক্সে কি সুনামি?
সাকুল্যে ভোট বাড়ল ০.৬১ শতাংশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বরঃ বিহার ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর শুক্রবার সন্ধেয় বিজেপির সদর দফতরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফুল, মালা, গোলাপের পাপড়িতে তাঁকে স্বাগত জানানোর পর সটান মঞ্চে উঠে গলার উত্তরীয় উঁচিয়ে ধরে ঘোরাতে শুরু করেন তিনি। অনেকটা লর্ডসের মাঠে যেভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জার্সি ঘুরিয়েছিলেন। বিহারে দু'শ পার করার পর এই ছবিটা অতিশয় প্রত্যাশিত। এক কথায় ঐতিহাসিক ফলাফল। বিরোধীদের প্রায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে এনডিএ। আপাত ভাবে এই ছবিটা দেখে এই ধারণাই হতে পারে যে বিহারে বিজেপির ভোট বাক্সে সুনামি আছড়ে পড়েছে। বিপুল ভোট বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করেছেন, তা সেই ধারনা জোরালো হতে পারে। তবে বাস্তব হল, বিহারে এই নির্বাচনে গত ভোটের তুলনায় বিজেপির ভোট বেড়েছে মাত্র ০.৬১ শতাংশ (রাত ৯.০৫ পর্যন্ত হিসাব। সূত্র নির্বাচন কমিশনের রেজাল্ট ওয়েবসাইট)। ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিহারে বিজেপি পেয়েছিল ১৯.৪৬ শতাংশ ভোট। তা বেড়ে হয়েছে ২০.০৭ শতাংশ ভোট। এক কথায় জবাব দিলে বলা যায়, নীতীশ কুমারের ঘাড়ে চড়ে। বিহারে নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দলের ভোট বরং বেড়েছে ৩.৮৬ শতাংশ অর্থা

প্রায় ৪ শতাংশ। ২০২০ সালে বিহার বিধানসভা ভোটে জেডিইউ পেয়েছিল ১৫.৩৯ শতাংশ ভোট। তা বেড়ে এবার হয়েছে ১৯.২৭ শতাংশ ভোট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অধিকাংশের মতে, ভোটের আগে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যে ১০ হাজার টাকা করে পাঠিয়েছে নীতীশ সরকার, তার অভিঘাতেই বিহারে এবার মহিলাদের ভোটদানের হার এক লাফে ১২ শতাংশ বেড়েছে। এরই বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন নীতীশ। এ ছাড়া গত বিধানসভা ভোটে লোক জনশক্তি পার্টি এনডিএ-তে ছিল না। তাদের ৫ শতাংশ ভোটও জুড়েছে। এবং সেই ফরমিডেবল বা মজবুত জোট রসায়নের কারণেই বিহারে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে জিতেছে এনডিএ। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই ভোটে ট্র্যাজিক নায়ক হলেন আরজেডি-র তেজস্বী যাদব। বিহারে তাঁর দল এবার সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। গত ভোটের তুলনায় আরজেডি-র ভোট কমেছে মাত্র ০.১২ শতাংশ। ২০২০ সালে বিধানসভা ভোটে আরজেডি পেয়েছিল ২৩.১১ শতাংশ ভোট। তা কমে হয়েছে ২২.৯৯ শতাংশ ভোট। আবার কংগ্রেসের ভরাডুবি হলেও বিহারে তাদের ভোট যে অনেকটাই কমে গেছে তা নয়। এমনিতে বিহারে কংগ্রেসের বেশি ভোট ছিল না। ২০২০ সালে কংগ্রেস পেয়েছিল ৯.৪৮ শতাংশ ভোট। তা কমে হয়েছে এবার ৮.৭২ শতাংশ। অর্থাৎ তাদের ভোট ০.৭৬ শতাংশ কমেছে। এবং মহাজোটের এই দুই বড় শরিক মিলে ভোট কমেছে ০.৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ ১ শতাংশেরও কম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেদর একাংশের মতে, এটা ঠিক রাজনীতিতে রাহুল গান্ধির ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। তবে এও ঠিক, বিহারে কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত করার মৌলিক দায়িত্ব স্থানীয় নেতাদের। শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপ ঘোষরা বাংলায় বিজেপির সংগঠন তৈরি করতে না পারলে যেমন নরেন্দ্র মোদির শত চেষ্টাতেও ভোট সাফল্য আসা মুশকিল, তেমনই বিহারেও। দ্বিতীয়, মহাজোটের শরিকদের মধ্যে সারা বছর ধরে যৌথ কর্মসূচি তথা সমষ্টিগত চেষ্টার অভাব। ভোটের সময়ে জোট, ভোট পেরোলেই ঘোঁট। তৃতীয়ত, কংগ্রেস তাদের মুরোদের বেশি সংখ্যক আসনে লড়ার জন্য দরকষাকষি করেছে। ৬০টির বেশি আসনে লড়েছে। ততটা শক্তিও কংগ্রেসের নেই। চতুর্থত, হায়দরাবাদ থেকে উড়ে এসে বিহারে মুসলিম ভোটে থাবা বসিয়ে বহু আসনে কংগ্রেস ও আরজেডি-র যাত্রা ভঙ্গ করেছে মিম। তা ঠেকাতে পারেননি রাহুল-তেজস্বী। তবে দিনের শেষে গেম চেঞ্জার হয়েছে ১০ হাজার টাকার ডাইরেক্ট ট্রান্সফার। এই ভোটে সেটাই সবচেয়ে বেশি ফারাক গড়ে দিয়েছে।

ট্র্যাজিক নায়ক তেজস্বী

মহাজোটের বিপর্যয়েও যাদবকুলের 'তেজ' ধরে রাখলেন

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৪ নভেম্বরঃ বিহার বিধানসভা ভোটের ট্র্যাজিক হিরো তেজস্বী যাদব। দিনভর ব্যাপক টানাপড়েনের পর শেষমেশ ১১ হাজার ভোটে জয় ছিনিয়ে এনেছেন তেজস্বী। কিন্তু, তাঁর নেতৃত্বে মহাগাঁটবন্ধন একেবারে ধসের মুখে পড়েছে বিহারে। মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন লালুপ্রসাদ-রাবড়ি দেবীর পুত্র। বাবা-মা দুজনেই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ, এবার শেষ ফলে শেষ হাসি হেসেছে নীতীশ-মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটই। সেই সব দিক থেকে তেজস্বী যাদবই হলেন, পাটলিপুত্র মহাযুদ্ধের একমাত্র করুণরসের নায়ক। রাঘোপুর আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল প্রথম দফায়। ভোট পড়েছিল ৬৪.০১ শতাংশ। ভারতীয় জনতা পার্টি এই আসনে প্রার্থী করেছিল একদা রাবড়ি দেবীকে পরাস্ত করা প্রার্থী সতীশকুমার যাদব। জন সুরজ প্রার্থী ছিলেন চঞ্চল সিং। দিনভর তেজস্বী বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন সতীশ যাদবের থেকে। দশম রাউন্ডের পর থেকে চিত্রটা বদলাতে শুরু করে। রাঘোপুর বরাবরই যাদব পরিবারের খাসতালুক। অতীতে এই কেন্দ্র থেকেই জিতে এসেছেন লালুপ্রসাদ যাদব ও রাবড়ি দেবী। এবারে জন সুরজ পার্টি তেজস্বীর জয়ের পথে প্রথম থেকেই কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। তবে তেজস্বীর সবথেকে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে মহাজোটের মহা পরাজয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাজোট মাত্র ৩৩টি আসনে জয় পেয়েছে বা এগিয়ে রয়েছে। মাত্র ২৩টি রয়েছে আরজেডির দখলে। তার থেকেও করুণ দশা কংগ্রেস ও বামেদের। অথচ গোড়া থেকেই তেজস্বী এবার সরকার বিরোধী জোর প্রচার চালিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভোট অধিকার যাত্রা করেছেন। সে সময় বিপুল জনসমর্থন পেয়েছেন দুজনে। তা সত্ত্বেও শুক্রবার দিনের শেষে সূর্য ডুবে গিয়েছে মহাজোটের। শেষ পর্যন্ত দাঁত কামড়ে লড়াই চালিয়েও সরকার বদল করতে ব্যর্থ হয়েছেন জোট সেনাপতি। যদিও শুক্রবার সকালে ভোটগণনা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগেও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব তাঁর বাবা লালুপ্রসাদ এবং দিদি লোকসভা সদস্য মিসা ভারতীকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন, ''আমরা জিততে চলেছি। সকলকে ধন্যবাদ। পরিবর্তন আসতেই চলেছে। আমরা সরকার গড়তে চলেছি।''

২০ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ল এনডিএ

সংবাদ সংস্থা, পটনা, ১৪ নভেম্বরঃ বিহারের ভোট গণনা শেষ। এনডিএ-র ঝুলিতে এসেছে ২১৪টি আসন ২০২০-র ১২৫ থেকে প্রায় ডবল। কিন্তু যে পরিসংখ্যানটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের চোখ কপালে তুলে দিয়েছে, সেটা হল ভোটশেয়ার। এনডিএ এবার পেয়েছে ৪৯.৬ শতাংশ ভোট-বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে গত ২০ বছরে কোনো জোট এত ভোটশেয়ার পায়নি। ২০০৫-এর নভেম্বর নির্বাচনেও এনডিএ-র ভোট ছিল ৩৭.২ শতাংশ। এমনকি ২০১০-এ নীতীশ-মোদি জুটির সুবর্ণ সময়েও ৪০ শতাংশ-এর গণ্ডি পেরোয়নি। এবার প্রথমবার ৫০ শতাংশ-এর গোড়ায় পৌঁছে গেল এনডিএ। বিহার যেন বলছে 'আমরা সরকারকে ফিরিযে আনতে চাই'। নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত তথ্য অনুসারে, বিজেপি একাই পেয়েছে ২২.৬ শতাংশ ভোট (৯৩ আসন), জেডিইউ ১৮.৪ শতাংশ (৭৪ আসন), লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ৫.৮ শতাংশ (২৮ আসন), হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা ২.১ শতাংশ (১১ আসন) এবং অন্যান্যরা মিলিয়ে মোট ৪৯.৬ শতাংশ। অন্যদিকে মহাজোটের ভোটশেয়ার মাত্র ২৮.৯ শতাংশ আরজেডি ১৮.১ শতাংশ, কংগ্রেস ৫.৪ শতাংশ, বামপন্থীরা ৪.২

শতাংশ। ২০২০-এ মহাজোটের ভোট ছিল ৩৭.২ শতাংশ। মাত্র পাঁচ বছরে ৮ শতাংশেরও বেশি ভোট হারাল তেজস্বী যাদবের জোট। এই জয়কে বিজেপি 'প্রো-ইনকাবেলির ঝড়' বলে অভিহিত করেছে। দলের জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন, ''বিহারে এটা শুধু জয় নয়, ভরাট সমর্থন।'' জনগণ ভালো শাসন, উন্নয়ন এবং বিকশিত বিহার-বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্নে সিল মেরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করেছেন, বিহার দাঁড়িয়েছে মোদির সঙ্গে। মহিলা ও যুবশক্তির জয় এটা। সত্যিই তাই। এবারের নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের ভূমিকা অভূতপূর্ব। মোট ভোটারের ৫২ শতাংশ মহিলা, আর তাঁদের ভোট পড়েছে ৬৮.৪ শতাংশ-পুরুষদের চেয়ে ৮ শতংশ শতাংশ বেশি। নীতীশ সরকারের 'জীবিকা' প্রকল্প, মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ পঞ্চায়েত সংরক্ষণ, সাইকেল যোজনা সব মিলিয়ে মহিলারা এনডিএ-কে আশীর্বাদ করেছেন। যুব ভোটাররাও (১৮-৩৫ বয়স) ৬২ শতাংশ এনডিএ-কে ভোট দিয়েছেন বলে এক্সিট পোলের তথ্য। 'সাত নিশ্চয় যোজনা', নতুন চাকরির প্রতিশ্রুতি কাজে লেগেছে। আঞ্চলিকভাবেও ছবিটা চমকপ্রদ। মিথিলাঞ্চল, মগধ, ভোজপুর সর্বত্র এনডিএ-র ঝড়। সীমাঞ্চলের জেলাগুলোতে (যেখানে নেপাল সীমান্ত) বিজেপি-জেডিইউ মিলে ৮৫ শতাংশ আসন জিতেছে। শহুরে এলাকায় বিজেপির দাপট, গ্রামে নীতীশের জাদু-দুয়ের মিশ্রণে এই ঐতিহাসিক জয়। মহাজোটের পরাজয়ের কারণও স্পষ্ট। তেজস্বী যাদবের '১০ লক্ষ চাকরি' প্রতিশ্রুতি গতবার কাজ করলেও এবার মানুষ বলছেন, পাঁচ বছরে কত দিলে? কাস্ট সেনসাস ইস্যুতে আরজেডি আটকে থাকায় যাদব-মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের বাইরে ছড়াতে পারেনি। কংগ্রেসের ৯টি আসন-যা ২০১৯ লোকসভার ১টি থেকে বাড়লেও বিধানসভায় লজ্জাজনক। বিহারের এই ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতেও বড় বার্তা। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিহারে ৩০টি আসন পেয়েছিল। এবারের বিধানসভা ফল তা আরও মজবুত করল। বিজেপি নেতারা বলছেন, এটা ২০২৯-এর লোকসভার ট্রেলার। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরে হতাশা। রাহুল গান্ধি বলেছেন, লড়াই চলবে। কিন্তু বিহারে তাঁদের লড়াই এখন অনেক কঠিন।

শর্তসাপেক্ষে প্যারাটিচারদের অবস্থান বিক্ষোভে অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ শর্ত সাপেক্ষে প্যারাটিচারদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান করার অনুমতি আদালতের। শুক্রবার অনুমতি দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ১৭ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর শান্তিপূর্ণ অবস্থান করা যাবে। রোজ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন প্যারা টিচাররা। ৫০০ জনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না বলেও আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া ফুটপাথে অবস্থান করা যাবে। আদালতের আরও নির্দেশ, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউন্ড কন্ট্রোল বোর্ডে'র নিয়ম মেনে মাইক ব্যবহার করা যাবে। রাস্তা ব্লক করা যাবে না। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা কোন ভাবে সরকারি আধিকারিক দের আক্রমণ করা যাবে না। কোনওরকমের বিদ্বেষ ও প্ররোচনামূলক মন্তব্য অবস্থান মঞ্চ থেকে করা যাবে না। কম করে ৫ জন আয়োজকের ফোন নম্বর পুলিশকে দিয়ে রাখতে হবে। প্যারাটিচারদের দাবি, ২০১৮ সালে শেষবার বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর সেই নিয়ে কোনও রকম পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, শূন্যপদ পূরণ ও ইপিএফ চালু করারও দাবি দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে এর আগে নবান্ন অভিযানেরও ডাক দিয়েছিলেন প্যারাটিচাররা। এক প্রতিবাদী পার্শ্ব শিক্ষক বলেন, চলতি বছরের আগস্ট মাসেই বিকাশ ভবন থেকে বেতন বৃদ্ধির ফাইল নবান্নে পাঠানো হয়েছে। ওরা হাত তুলে দিয়েছে। সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাদের আর কোনও করণীয় নেই। এবার বেতন বৃদ্ধি নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা মুখ্যমন্ত্রীই নেবেন।

শুরু থেকেই 'অন্যায় ভোট', বিহারে ভরাডুবির পর রাহুলের বার্তা 'লড়াই থামবে না'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বরঃ বিহারে মহাজোটের লজ্জাজনক ভরাডুবির পর অবশেষে মুখ খুললেন কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভায় বিরোধী নেতার পদে থাকা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ,

এই নির্বাচন শুরু থেকেই ন্যায্য ছিল না। শুক্রবার এক্স-এ প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাহুল লেখেন, 'বিহারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাজোটের উপর যে আস্থা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই ফল সত্যিই বিস্ময়কর। শুরু থেকেই এই নির্বাচন ন্যায্য ছিল না, তাই আমরা প্রত্যাশিত জয় আনতে পারিনি।' ভোট চুরি প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু না বললেও ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিহার জুড়ে তাঁর 'ভোটাধিকার যাত্রা'-র পরেও কেন মহাজোট ৪০-র গণ্ডিও পেরোতে পারল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এই লড়াই সংবিধানের সুরক্ষা এবং গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই, লিখে রাহুল জানান, কংগ্রেস ও আইএনডিআইএ জোট ফলাফল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং গণতন্ত্রের লড়াই আরও জোরদার করা হবে। ২০২০ সালে ৭০টির মধ্যে ১৯টি আসন জিতেছিল কংগ্রেস। এ বার ৬১টি আসনে লড়ে জিতল মাত্র ৬। জোটের বড় দল আরজেডির অবস্থাও করুণ-১৪৩টি আসনে লড়ে জিতেছে মাত্র ২৫, যা গতবারের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। অন্যদিকে এনডিএ-র ঝুলিতে গেছে ২০০-র বেশি আসন, কার্যত একতরফা ম্যাচ। রাহুলের ঠিক পরেই এক্স-এ প্রতিক্রিয়া দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও। তাঁর অভিযোগ-'গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে যেভাবে সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপব্যবহার করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই।' তিনি জানান, 'বিহারের রায় সম্মান করি। কিন্তু কেন এই ফল হল, তা খতিয়ে দেখা হবে। একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হবে।' কর্মীদের উদ্দেশে খাড়্গের মনোবল-বাড়ানো বার্তা, 'হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনারাই আমাদের গর্ব। আপনারাই শক্তি। আমরা মানুষের মধ্যে থেকেই সংবিধান রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাব। এই লড়াই দীর্ঘ-কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব।'

তিলোত্তমার মায়ের কথা শুনে সিবিআই অফিসারের চোখে জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ ঘটনার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গিয়েছে। তিলোত্তমা মামলার শুনানিতে ফের প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়লেন তিলোত্তমার বাবা-মা। সিবিআই-এর প্রতি রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। একযোগে আদালতে তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে তিলোত্তমার পরিবার। সিবিআই ডিরেক্টরের বিরুদ্ধেও এদিন অভিযোগ তুলেছেন তিলোত্তমার বাবা। বিচারককে তিলোত্তমার মা বলেন, ''আমি কেন কোথাও কিছু বলতে পারব না? মেয়েটা হারিয়েছে আমার।'' তিলোত্তমার বাবা বলেন, ''আমার আপনার কাছে একটাই আবেদন। সিবিআই দেশের সেরা এজেন্সি। যখন হস্টেলে যাওয়া হয়েছিল, সিবিআই কী কী পেয়েছে, জিজ্ঞেস করুন তো।'' তিলোত্তমার বাবা আরও জানান, ঘটনার পর, গত বছরের ৭ আগস্ট যখন তাঁরা সিবিআই অফিসে গিয়েছিলেন, তখন সিবিআই ডিরেক্টর প্রথমে তাঁদের বলেছিলেন, ''আমরা কেস ছেড়ে দেবো। পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেব।'' তিলোত্তমার পরিবারের দাবি, চার মাস হয়ে গেল, এখনও হল না। এটা একটা বিশাল বড় ক্রাইম। দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আবেদনও জানানো হয়েছিল পরিবারের তরফে। সেটা হয়নি। সিবিআই-এর উপর কার্যত আস্থা হারিয়ে তিলোত্তমার বাবা বলেন, ''আমি জানতে চাই, আমার মেয়ে কোথায় ছিল? সেমিনার হলে আমার মেয়ে গেল কীভাবে। কেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমার মেয়ের মুখ দেখতে হল। আমরা হাসপাতালে যাওয়া পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ চাই। এরা (সিবিআই) নির্লজ্জ।'' শুনানিতে তিলোত্তমার মা যখন কথাগুলি বলছিলেন, তখন তদন্তকারী অফিসারের চোখেও জল চলে আসে। শুনানির শেষে আদালতের বাইরে বেরিয়ে সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার চোখে জল নিয়ে বললেন, 'আমিও মা।' আগামী ১৭ জানুয়ারি এই মামলার স্টেটাস রিপোর্ট জমা পড়বে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে জমা পড়েছে সপ্তম স্টেটাস রিপোর্ট। জানা গিয়েছে, গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে আজ ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে।

শনিবার গুজরাট সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার গুজরাট সফর করবেন। এই সফরে তিনি সুরাটে বুলেট ট্রেনের নির্মীয়মাণ স্টেশনের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই স্পিড রেল করিডোর (এমএএইচএসআর)-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। ৫০৮ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই রেলপথের ৩৫২ কিলোমিটার গুজরাট এবং দাদরা ও নগর হাভেলির মধ্যে দিয়ে এবং ১৫৬ কিলোমিটার মহারাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত। এই করিডোরটি সবরমতী, আহমেদাবাদ, আনন্দ, ভদোদরা, ভারুচ, সুরাট, বিলিমোরা, ভাপি, থানে এবং মুম্বইয়ের মতো প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত করবেজানা গেছে, এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুলেট ট্রেনটি মুম্বই থেকে আহমেদাবাদে ভ্রমণের সময় প্রায় দুই ঘণ্টা কমবে। এটি ভ্রমণকে আরও দ্রুত, আরও আরামদায়ক এবং আরও সুবিধাজনক করে তুলবে। করিডোরটি বাণিজ্য, পর্যটন এবং অর্থনৈতিককর্মকাণ্ডকেও উৎসাহিত করবে।

বড় পদক্ষেপ, কাশ্মীরে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল উমরের বাড়ি

পুলওয়ামা, ১৪ নভেম্বর ঃ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ধরপাকড় চলছে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে ঘাতক গাড়ির চালক উমর উন নবীর সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এবার লালকেল্লা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত উমর উন নবীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় উমরের বাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে প্রশাসন।দিল্লি বিস্ফোরণের অভিযুক্ত উমর নবীর বাড়ি রাতভর অভিযানের সময় বিস্ফোরক ব্যবহার করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী মডিউলগুলির বিরুদ্ধে উচ্চ সতর্কতা এবং তীব্র অভিযানের মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ‘ সেই গাড়ির চালক হল উমর।কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা উমর পেশায় চিকিৎসক ছিল। শ্রীনগরের এক মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারির পড়াশোনা করেছিল ৩৬ বছর বয়সি উমর। ২০১৭ সালে এমবিবিএস পাশ করে। পরিবারের দাবি, খুবই শান্ত এবং চুপচাপ স্বভাবের ছিল উমর। সব সময় পড়াশোনা নিয়েই থাকত। এ হেন ছেলে কী ভাবে এমন চক্রে জড়িয়ে পড়ল, ভেবে পাচ্ছেন না পরিজনেরা।

পুণের নাভলে ব্রিজে আবারও দুর্ঘটনা, পরিদর্শনে মন্ত্রী মুরলীধর মোহল

মুম্বই, ১৪ নভেম্বরঃপুণের নাভলে ব্রিজে বিগত আট বছরে অন্তত ২১০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ গেছে কমপক্ষে ৮২ জনের। তারপরও ব্রিজের নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আরও একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এখানে। তারপরেই আবার প্রশ্ন উঠেছে, এই ব্রিজ কি ক্রমেই ‘ হয়ে উঠছে।শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুণে পৌরসভার কমিশনার-সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা ব্রিজের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন। মন্ত্রী জানান, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ এই সড়ক ইতিমধ্যেই উচ্চঝুঁকির হয়ে প।ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , পুণের নাভলে ব্রিজে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ১৫ জন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভেটেরান্স ডে-তে ট্রাম্প-ওবামার একসুরে দেশপ্রেমের বার্তা

ওয়াশিংটন,১৪নভেম্বরঃআমেরিকার জাতীয় ক্যালেন্ডারে ভেটেরান্স ডে শুধুই আর একটি দিন নয়, এটি সেই সময় যখন দেশ তার অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত সৈনিকদের প্রতি মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানায়। মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার) সেই দিনটি আরও এক অন্য মাত্রা পেল যখন দেশের বর্তমান ও প্রাক্তন দুই প্রেসিডেন্ট - ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বারাক ওবামা- একসঙ্গে দেশপ্রেম, শ্রদ্ধা এবং ঐক্যের বার্তা দিলেন। রাজনৈতিক অমিল থাকা সত্ত্বেও একই সুরে যখন তাঁরা দেশের জওয়ানদের অবদানকে সম্মান জানালেন, তখন আমেরিকার জাতীয় আলোচনায় সৃষ্টি হল নতুন এক আবেগঘন মুহূর্ত।ওয়াশিংটনের আরলিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রি-এই স্থানটি যেমন আমেরিকার সাহসী শহিদ সেনাদের অমর ঠিকানা, তেমনই জাতির শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতীক। সেখানেই দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার সকালে শহিদ জওয়ানদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনিক পদাধিকারীরা এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা। সামরিকক্ষেত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে যখন ট্রাম্প তাঁর বক্তব্য রাখলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে উঠল আবেগ। তিনি বলেন, দেশের জন্য যারা সর্বোচ্চ আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের সেই অবদান কোনও দিনই মুছে যাবে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হয়ে থাকবেন। তাঁর বক্তব্যে ছিল জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, পাশাপাশি ছিল দেশের ঐক্যের বার্তা।ভেটেরান্স ডে-র অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের উপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেল তাঁর বক্তব্যে দেশপ্রেম এবং সেনাদের প্রতি ব্যক্ত করা কৃতজ্ঞতা। বর্তমান মার্কিন রাজনীতির বিভাজনের পরিবেশে তাঁর এই বার্তা বহু মানুষের কাছে খানিকটা হলেও ঐক্যের আশা জাগাল। বিশেষত সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে ট্রাম্পের এই সুরকে অনেকেই ইতিবাচক বলে মনে করছেন। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দিনটি কাটালেন প্রবীণ জওয়ানদের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেখানে বসে থাকা প্রবীণ সেনাদের মুখে ছিল বর্ণনা-কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি, হারানোর বেদনা, আবার কখনও দেশের প্রতি আনুগত্যের গর্ব। সেই আবহে ওবামা তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশের সেনারা যে ত্যাগ করেছেন, তার ঋণ শোধ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অনন্তকাল ধরে থাকবে। ওবামার কণ্ঠে ছিল রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা। তিনি আরও বলেন, আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে এই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা কোনও স্বাভাবিক প্রাপ্তি নয়। এর পিছনে আছে বহু অজানা-অশ্রুত বীরের অবদান। ওবামার বক্তব্যে আরেকটি দিকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে-যুদ্ধ থেকে ফেরা জওয়ানদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক পুনর্বাসন। তিনি বলেন যে দেশের দায়িত্ব শুধুই তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো নয়, বরং তাদের ফিরে আসার পর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করাও সরকারের কর্তব্য। প্রবীণ জওয়ানদের সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা নিয়ে তিনি আরও জোরদার পদক্ষেপের আহ্বান জানান।এ বছরের ভেটেরান্স ডে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে। সেই কারণে বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের একসঙ্গে দেশপ্রেম এবং সেনাদের ত্যাগের কথা উচ্চারণ-এই সার্বজনীন বার্তা আমেরিকার জনগণের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে।আরলিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রিতে ট্রাম্পের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং একই দিনে ভিন্ন স্থানে ওবামার হৃদয়ছোঁয়া বক্তব্য-এ দুটি দৃশ্য যেন আমেরিকাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিল, মতাদর্শে ভিন্ন হলেও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। দুই জন আলাদা রাজনৈতিক শিবিরের সদস্য হলেও ভেটেরান্স ডে-তে তাঁদের বক্তব্যে মিল ছিল একটাই-জাতির নিরাপত্তার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারা দেশের চিরন্তন নায়ক। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো কোনও রাজনীতির বিষয় নয়, বরং এটি দেশের সার্বজনীন কর্তব্য।ভেটেরান্স ডে-র দিনটি আমেরিকার রাস্তাঘাটেও দেখা গেল একই আবেগ। অনেক শহরে অনুষ্ঠিত হল প্যারেড, স্মরণসভা এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিবারে-পরিবারে স্মরণ করা হল সেই প্রিয়জনদের, যারা কোনও দিন ফিরে আসেননি আবার যারা ফিরেছেন সংগ্রাম শেষে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হল।বছর বছর ভেটেরান্স ডে আসে এবং কেটে যায়, কিন্তু এ বছরের দিনটিকে বিশেষ করে তুলল এই মুহূর্ত-দুই প্রাক্তন ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দেশকে ঐক্যের বার্তা দেওয়া। যখন দেশের রাজনৈতিক বিভাজন চরমে, তখন এই ধরনের সমবেত কণ্ঠস্বর আমেরিকান সমাজে নতুন করে আশা জাগায় যে, দেশপ্রেম কোনও দলের নয় এটি সমগ্র জাতির চেতনাকে গা তোলে। আজকের দিনটি তাই আমেরিকাবাসীর মনে আরও একটি শিক্ষা রেখে গেল-বিভাজনের উপরে রয়েছে তাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা, এবং সেই শ্রদ্ধাই একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।এই দিনের শেষে আমেরিকা শুধু তার শহিদ এবং প্রবীণ সেনাদেরই স্মরণ করল না, বরং দেশকে ঐক্যের পথে ফেরারও বার্তা পেল। ভেটেরান্স ডে-তে ট্রাম্প ও ওবামার একসুরে তোলা এই দেশের প্রতি শ্রদ্ধার শপথ তাই ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে পারে।

জন্মবার্ষিকীতে নেহরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধা নিবেদন কংগ্রেস নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।কংগ্রেস নেতৃত্বও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। এদিন সকালে দিল্লির শান্তি ভানে গিয়ে নেহরুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আরও অনেক কংগ্রেস নেতৃত্ব।

“আগামী দিনের আলো,” শিশু দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা শিশুদের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ শিশু দিবসে সকল শিশুদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাদের আগামী দিনের আলো বলে অভিহিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিশুরা আগামী দিনের আলো। তিনি শিশু দিবসে সকল শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কামনা করেছেন , শিশুদের জীবন সু ন্দর সাফল্য এবং অগ্রগতিতে ভরে উঠুক।তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, শিশুরাই আগামী দিনের আলো,শিশু দিবসে সকল শিশুকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।তাদের সুন্দর জীবনের অনেক উন্নতি হোক।প্রসঙ্গত, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন উপলক্ষে এই শিশু দিবস পালিত হয়। তিনি ‘ চাচা নেহেরু’ নামেও পরিচিত। প্রথম থেকেই শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। শিশুরাও তাঁকে চোখে হারাত। তাই নেহেরুর জন্মদিন উপলক্ষে শিশু দিবস, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যম।

বিহারে ভোটের ফলাফল এসআইআর প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন, দাবি অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন সমগ্র দেশকে দেখিয়ে দিয়েছে যে নির্বাচন কতটা স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু হতে পারে। এমনটাই দাবি করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল।শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, বিহারের জনগণ আবারও বিজেপির উপর আস্থা রেখেছে। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। বিহার স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে যে প্রকৃত উন্নয়নের জন্য একটি দ্বি-ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, জনগণ এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। রাজ্যকে জাতির উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। ধন্যবাদ, বিহার!

বাংলায় বিহারের ভোটের প্রভাব পড়বে নাঃকুণাল

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ বিহারে এনডিএ-র বিপুল ব্যবধানে জয়ের মধ্যেই এ বার পরবর্তী লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ বলে হুঙ্কার দিতে শুরু করেছেন বিজেপির অনেক নেতা। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গের সমীকরণ অন্য, এমনই দাবি করে পাল্টা সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস।শুক্রবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ওটা বিহারের সমীকরণ। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বাংলায় এর প্রভাব পড়বে না। বাংলায় উন্নয়ন, ঐক্য, সম্প্রীতি, অধিকার, আত্মসম্মান মূল বিষয়। ২৫০-এর বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কুণালের এও সংযোজন, বিহারকে দেখিয়ে বাংলাকে হুমকি দিয়ে বিজেপির যে নেতারা বিবৃতি, হুমকি দিচ্ছেন, তাঁরা অকারণ সময় নষ্ট করছেন।পাশাপাশি, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও কমিশনের ‘ এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ‘ বিরুদ্ধে নিবি। জনসংযোগে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। এর সঙ্গেই বিহারে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলকে সামনে রেখে কুণালের দাবি, বিজেপি বিরোধিতায় কংগ্রেস যে ব্যর্থ, তা প্রমাণিত হল আবার।

শ্রীভূমিতে ১৫ নভেম্বর জনজাতীয় গৌরব দিবসের আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি

অসম,১৪নভেম্বরঃঅসমের শ্রীভূমি জেলা আগামী ১৫ নভেম্বর সাজছে এক বিশেষ উদ্‌যাপনের জন্য। ভারতের কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী, জনজাতির গর্ব ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০-তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে সেদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করা হবে জনজাতীয় গৌরব দিবস। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ঘোষিত জনজাতীয় গৌরব বর্ষ পক্ষ উপলক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনও সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেদিন ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করছে।জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের প্রেস বিবৃতি থেকে জানা যায়, লোয়াইরপোয়া ব্লকের ছাগলমোয়া ট্রাইবাল এমই স্কুলকে কেঃদ্র করে সকাল ১০টা থেকেই শুরু হবে জনজাতীয় গৌরব দিবসের কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের সূচনা হবে ভগবান বিরসা মুণ্ডা এবং দেশের অন্যান্য জনজাতিভুক্ত সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন দিয়ে। জনজাতি সমাজের অবদান স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরাই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।এই উপলক্ষ্যে জেলার পাঁচজন সফল জনজাতি উদ্যোক্তাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। তাঁদের কাজ এবং সমাজগঠনে তাঁদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা প্রশাসন এই বিশেষ সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি জনজাতীয় ঐতিহ্যবাহী খাদ্য প্রস্তুত এবং তার জনপ্রিয়তা বাড়াতে থাকবে ফুড স্টল ও সরাসরি রন্ধন প্রণালীর প্রদর্শনী। স্থানীয় জনজাতিদের তৈরি নানা সামগ্রীর প্রদর্শনী এবং অস্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্রও থাকবে, যেখানে নিজেদের শিল্পকর্ম তুলে ধরার সুযোগ পাবেন বহু কারিগর।শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, দিনটি হবে স্বাস্থ্যসচেতনতারও বার্তাবাহী। আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের। জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই স্বাস্থ্য শিবিরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক পরিষেবা অনেক সময় তাঁদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে সেই ব্যবধান কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা।জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জনজাতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে দিনের শেষে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য, সঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র-সব মিলিয়ে জনজাতি সমাজের সমৃদ্ধ শিল্পরূপ সেখানে প্রতিফলিত হবে। একইসঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে আরও নিবি। সম্পর্কে বাঁধতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও থাকছে দিনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে।

এই বৃহ আয়োজনকে সফল করতে ইতিমধ্যেই শ্রীভূমির জেলা উন্নয়ন আয়ুক্তের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জেলা উন্নয়ন আয়ুক্তের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি সমজেলা আয়ুক্ত অমৃতপ্রভা দাস, সহকারী আয়ুক্ত বিপ্লব সেংগুং, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুমনা নাইডিং, বিদ্যালয় পরিদর্শক নিলমজ্যোতি দাস, অসম রাজ্য জীবিকা মিশনের ডিপিএম মোনালিসা দাস, ডিআইপিআরও ইফতিখার জামান, বন বিভাগের এসিএফ সামসউদ্দিন লস্কর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সহকারী নির্বাহী বাস্তুকার নবারুণ দাস সহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিনিধি। প্রতিটি বিভাগের আধিকারিককে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যাতে দিনটির প্রতিটি কার্যসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, এই দিনটি যেন জনজাতি সমাজের গর্ব ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এক নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন হিসেবে দাঁড়ায়। প্রয়োজনীয় সব লজিস্টিক সাহায্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্কুল কার্যক্রম সমন্বয় করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ছাগলমোয়া অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ ছাড়াও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে বলে আশা।শ্রীভূমি জেলার সাধারণ মানুষকেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের

“সত্যের জয় হবে,” বাড়ি ফিরে প্রিয়জনদের দেখে ফের কেঁদে বললেন পার্থ

কলকাতা, ১৪নভেম্বর ঃ জেলমুক্ত হওয়ার পর প্রথম বার মুখ খুললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জানালেন, আগামী দিনে সত্যের জয় হবে।একই সঙ্গে ওই বিবৃতিতে বিধায়ক পার্থবাবু নিজের বিধানসভার কেন্দ্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, আমি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা আমাকে স মানুষ মনে করে পর পর পাঁচ বার নির্বাচনে জিতিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছেই বিচার চাইতে যাব।প্রসঙ্গত, পার্থবাবু বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের পাঁচ বারের বিধায়ক। ২০০১ সাল থেকে ওই কেন্দ্রে টানা জয়ী হয়ে আসছেন তিনি। বিবৃতির শুরুতেই পার্থ বলেন, আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সত্যের জয় হয়েছে। আগামী দিনে সত্যের জয় হবে।মঙ্গলবার সাড়ে তিনবছর পর নাকতলার বাড়িতে ফেরেন পার্থ। তাঁকে স্বাগত জানাতে হাসপাতাল চত্বরে ব্যানার-পোস্টার হাতে অপেক্ষায় ছিলেন অনুগামীরা। বাড়ির সামনেও ছিল অনুগামীদের ভিড়২০২২ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তল্লাশিতে প্রচুর অর্থ উদ্ধার হয় তকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে। এরপরই ইডির হাতে প্রথমে গ্রেফতার হন অর্পিতা, পরে পার্থবাবুকেও গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করার পর তাদের তরফে পার্থবাবুকে ‘ অ্যারেস্ট’ বা গ্রেফতার করা হয়। সেই থেকে জেলবন্দি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

বিহারের ফলাফল হতাশাজনক, নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শকঃঅশোক গেহলটের তোপ

জয়পুর,১৪নভেম্বরঃবিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যখন নানা বিশ্লেষণ চলছে, ঠিক তখনই কংগ্রেস নেতা এবং রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট সেই ফলাফলের প্রতি প্রকাশ্যে হতাশা ব্যক্ত করলেন। জয়পুরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিহারের ফলাফল তাঁর দলকে শুধু আঘাত করেনি, বরং গণতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কেও নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অর্থের প্রভাব, প্রশাসনিক নীরবতা এবং বিরোধী শিবিরের আর্থিক অসুবিধার প্রসঙ্গ।গেহলট এদিন বলেন, বিহারের ফলাফল হতাশাজনক, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সেখানে আমি যে পরিবেশ দেখেছি তা উদ্বেগজনক। মহিলাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছিল-প্রচারের মাঝেও সেই টাকা দেওয়া হয়েছে। এ সবই প্রকাশ্যে ঘটেছে। তাঁর কথায়, এই ঘটনাগুলি শুধু নৈতিকতার অভাব নয়, বরং নির্বাচনী আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ-নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁর দাবি, কমিশন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে।তিনি বলেন, কেন কমিশন এই কার্যকলাপ বন্ধ করেনি? তাদের হস্তক্ষেপ করাই উচিত ছিল। কিন্তু তারা নীরব থেকেছে। এর অর্থই হল, রাহুল গান্ধী যে ভোট চুরির কথা বলেছিলেন-এটাই সেই ভোট চুরি। গেহলটের অভিযোগ অনুযায়ী, এই নীরবতা শুধু প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, শাসক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ‘ ইঙ্গিত বহন করছে।বিরোধী শিবিরের অর্থাভাব এবং তাতে যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অসমতা তৈরি হচ্ছে, তাও তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উঠে আসে। গেহলট বলেন, আজকাল অর্থের অপব্যবহার ভয়াবহ রকমের। মহারাষ্ট্রে প্রার্থীদের কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি ও এনডিএ নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু কংগ্রেস ও আরজেডির কাছে সেই আর্থিক ক্ষমতা নেই। ফলে লড়াইটি সমতল ময়দানে হচ্ছে না। তাঁর মতে, এই অবস্থায় দেশের গণতন্ত্রই সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মুখে।মোদী সরকারের ধারাবাহিক তিন মেয়াদ এবং এনডিএ-র বিজয় সম্পর্কে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেন গেহলট। তিনি বলেন, নির্বাচন জেতা এক জিনিস। এনডিএ জিতেছে, সরকারও গঠন করবে। মোদীজি তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন-এটা বাস্তব। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি দেশের ভবিষ্যতের জন্য কংগ্রেসের আদর্শই সবচেয়ে জরুরি। আজকের ভারত কংগ্রেসকে প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে অর্থের আধিপত্য, প্রশাসনিক নীরবতা এবং নির্বাচনী খেলার অসমতা-সব মিলিয়ে বিরোধী দলগুলির সামনে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত কঠিন।এই সমস্ত অভিযোগের মধ্য দিয়ে গেহলট শুধু বিহারের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নিজের হতাশা জানালেন না, বরং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগও প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে, যেভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় টাকা, ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক প্রভাব ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। গেহলটের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করবে এবং রাজনৈতিক আলোচনায় আরও তীব্রতা আনবে।

প্রকাশিত মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিলের ফল, পাশের হার ৯৩.৩৮

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃরাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে প্রকাশিত হল ফাজিল (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) পরীক্ষার ফলাফল। এবছর প্রথমবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয় পর্ষদ। পরীক্ষা শেষের মাত্র ১৫ কার্যদিবসের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হয়। পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন জানান, গতবারের তুলনায় এবার পাশের হার সামান্য বেড়েছে।৭৭টি মাদ্রাসায় ৩৮টি সেন্টারে পরীক্ষা হয়েছিল। মোট পরীক্ষার্থী ৫,৮৯৪ জনের মধ্যে পাশ করেছে ৫,৫০৪ জন, পাশের হার ৯৩.৩৮ শতাংশ। ছাত্রদের পাশের হার ৯৬.০৬ ও ছাত্রীদের ৯০.০৯। এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৫.০৬।প্রথম স্থান অধিকার করেছে মুর্শিদাবাদ জেলার হোসেন নগর দারুল ওলুম সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র কামরান (২২৪ নম্বর)। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রিহান পিয়াদা ও হুগলির মির্জা মহম্মদ আলাউদ্দিন (২২২ নম্বর)। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন হুগলির শেখ শাহিম আলি ও মুর্শিদাবাদের মুরসেলিম (২২১ নম্বর)।মেধাতালিকায় মোট ১৭ জনের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে দশম স্থানে রয়েছেন একমাত্র ছাত্রী আফরিন মন্ডল (উত্তর ২৪ পরগনা)। জেলা ভিত্তিক ফলাফলে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ১০০ পাশের হার নিয়ে।

সিওনিতে ক্যামেরাবন্দি বিরল প্রজাতির পতঙ্গ

সিওনি, ১৪ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্কে এক ফরেস্ট গার্ড শুক্রবার সকালে নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় একটি বিরল প্রজাতির পতঙ্গ দেখতে পান এবং তা ক্যামেরাবন্দি করেন।জানা গেছে, পতঙ্গটি জেলটিন শুঁয়োপোকা নামে পরিচিত। একে জেলি বিন ক্যাটারপিলার বলা হয়। এটি তার চটচটে, স্বচ্ছ দেহ এবং উজ্জ্বল নীল-হলুদ ধবধবে রঙের জন্য সহজেই নজরে আসে। বনপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রজাতি অরণ্য জীবনের পরিবেশ এবং বায়োডাইভার্সিটির সূচক, যা গভীর অরণ্য ও আর্দ্র বনাঞ্চলে দেখা যায়।

আইপিএল নিলামের তারিখ ও ভেন্যু চূড়ান্ত

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর ঃচূড়ান্ত হল আইপিএলের নিলামের তারিখ ও ভেন্যু। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে ১৬তম আসরের নিলাম। এই নিয়ে টানা তৃতীয় বারের মতো বিদেশের মাটিতে হবে আইপিএলের নিলাম। ২০২৪ সালে প্রথমবার দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইপিএলের নিলাম। গত বছর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয় মেগা নিলাম।এবারের মিনি নিলাম হবে আবু ধাবিতে। আগামী ১৫ নভেম্বর দুপুর ৩ টার মধ্যে দলগুলোকে জানিয়ে দিতে হবে, ২০২৬ আসরের জন্য কোন খেলোয়াড়দের ধরে রাখবেন তাঁরা। সেই তালিকা আবার পাঠাতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। তালিকা পাওয়ার পর দলগুলির কাছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পাল্টা একটি তালিকা পাঠাবেন। সেখানে তাঁদের নাম থাকবে যারা নিলামে নামবেন। সেই তালিকা দেখে নিজেদের পরিকল্পনা ঠিক করে নেবে দলগুলো। ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মে-র মধ্যে আগামী আইপিএল হওয়ার কথা। তার আগে দল গোছানোর লড়াইয়ে নামবে ১০ দল।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বিশেষ করে আপনার সামগ্রিক জীবনের ক্ষেত্রে।
বৃষঃ আপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আস্তে পারে। শুভ দিন হবে।
মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন। এই দিন আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চালিত হবে, যা আপনার চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্টতা আনবে।
কর্কট রাশি ঃ ঢাকা না দেওয়া খাবার খাবেন না- এতে অসুস্থ হয়ে প।বেন। নতুন চুক্তিগুলি লাভজনক মনে হতে পারে কিন্তু আকাঙ্খিত অনুযায়ী লাভ আনবে না- আর্থিক বিনিয়োগের সময় কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী বাচ্চারা জীবনযাপন না করায় আপনি হতাশ হতে পারেন।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব শুভ এবং ইতিবাচক দিন হবে। আপনার চারপাশে একটি দুর্দান্ত শক্তি বজায় থাকবে যা আপনাকে আনন্দ এবং তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেবে। পরিবেশটি আপনার জন্য খুবই অনুকূল এবং আপনি মানুষের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সফল হবেন।
কন্যা ঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। কেবল বিচক্ষণ বিনিয়োগই পরিশোধ আনবে- সুতরাং আপনি আপনার কষ্টার্জিত পয়সা কোথায় লাগাচ্ছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি উজ্জ্বল এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আপনি আপনার চারপাশে একটি আকর্ষণীয় শক্তি অনুভব করবেন, যা কেবল আপনার সামাজিক মিথস্ক্রিয়াই নয় বরং আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গুলিকেও উন্নত করতে সহায়তা করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। যেহেতু তারা এই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বস্বরূপ। আপনি নিজেই সতেজ অনুভব করবেন।
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি স্বাভাবিক জীবনে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।
মকরঃ অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। করতে পারেন। আজকে করা বিনিয়োগ লাভজনক হবে কিন্তু সঙ্গীদের কাছ থেকে সম্ভবত আপনি কিছু বাধা পাবেন। আনন্দদায়ক সফর সন্তোষজনক হবে।শুভদিন।
কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই ইতিবাচক হবে। আপনি যা কিছু করবেন তাতেই আপনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কাজের সুযোগ।
মীনঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শীতের আমেজ, কনকনে না হলেও ঠান্ডা বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। আরও ২-৩ দিন একই রকম পরিস্থিতি থাকবে। তিনদিন পর আগামী সপ্তাহের শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আপাতত কলকাতায় ১৭-১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৩ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে তাপমাত্রা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, অবাধে ঢুকছে পশ্চিমের শীতল হাওয়া। কোনও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা নেই। শীতল পশ্চিমী হাওয়ায় রাজ্যের তাপমান নেমেছে অনেকটাই। শনিবার পর্যন্ত এরকমই থাকবে আবহাওয়া। রবিবার থেকে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা থাকবে। উপকূলের জেলা এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম বলে মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

বিহার থেকে বাংলায় জয়ের বার্তা? সুকান্তকে পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের

স্বদেশ সরকার, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-এনডিএ জোটের জয়ের ঢেউ পৌঁছে গেল বঙ্গ রাজনীতিতে। আগামী বছরই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন, আর তার আগেই বিহারের বিজয়কে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্ব ঘোষণা চোখে পড়ার মতো। বিহারের ভোটগণনা এগোতেই স্পষ্ট হয়, বিরোধীদের কুপোকাত করে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। দুপুরের পরেই ফলাফল কার্যত নিশ্চিত। বিহারের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রাণ ফিরে পায় বঙ্গ বিজেপি। কলকাতায় ও বিভিন্ন জেলা দফতরে বাজি ফাটিয়ে,

করলেন-এবার লক্ষ্য 'মিশন বেঙ্গল'। দলের প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরি বললেন, বিহারের পর পালা বাংলার। তবে তাঁর এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে-বাংলার রাজনীতি বিহারের মতো এক নয় উন্নয়নই তাঁদের মূল অস্ত্র, বিজেপির কোনও প্রচেষ্টা ফল দেবে না। শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যে রাজনীতির বাতাসে উত্তেজনা ছিল পতাকা উড়িয়ে শুরু হয় উৎসব। বিহারের জয়ের পর বাংলায় জয়ের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল করতে মরিয়া নেতারা। এই আবহেই সুকান্ত মজুমদার বলেন, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-বাংলা, বিহার, ওড়িশা। কলিঙ্গ আমাদের সঙ্গে, বিহারও আমাদের হলো। এবার বাংলা। বাংলার মানুষ জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি চাইছেন। তৃণমূল অবশ্য এই হুঙ্কারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিহার আর বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা এক নয়। এই তুলনা করে বিজেপি বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে। বাংলার জন মেনডেট উন্নয়নের পক্ষে-বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-যেখানে তাদের জিতে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানেও মানুষ প্রশ্ন তুলছে। এবার আবার বাংলা নিয়ে দিবাস্বপ্ন? ২০১৯ এবং ২০২১-দুই নির্বাচনের মাঝেই বঙ্গ বিজেপির উত্থান-পতন নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রেকর্ড ফলের পর বাংলায় বিজেপির উত্থান ঘটেছিল প্রধানত দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে। 'বয়' তকমা পাওয়া দিলীপের নেতৃত্বে সংগঠন গোছানো হয়েছিল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রথমবার ৭৭টি আসন পায়-যা বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে তাদের জন্য সর্বোচ্চ। কিন্তু তারপর থেকেই সমীকরণ বদলাতে থাকে। দিলীপ ঘোষকে ক্রমশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আড়াল করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। দলীয় কর্মসূচি থেকে তাঁকে দূরে রাখা হয়, নতুন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদও দেওয়া হয়নি। এমনকি নিজের কেন্দ্রেও তাঁকে লড়াইয়ের সুযোগ না দিয়ে অন্য প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়-এরকম অভিযোগ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। এদিকে সংগঠনের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের লড়াই, গ্রুপবাজি-সব মিলিয়ে বঙ্গ বিজেপির ভিত নড়বড়ে হতে শুরু করে। একের পর এক পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে উপনির্বাচন পর্যন্ত ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। কার্যত শব্দটাই এখন দলীয় মহলে শোনা যায়। নেতৃত্ব বদলালেও পরিস্থিতি বদলায়নি। রাজ্য কমিটি পূর্ণ করতে না পারা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলার সমস্যা, ঘরোয়া বিভাজন-এসবই বিজেপির ভোট প্রস্তুতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে। একসময় বিজেপির আশা ছিল-এসআইআর মামলাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে বড় ক্ষতি করা যাবে। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সেই ইস্যু প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং বিজেপির মধ্যে এখনই প্রশ্ন উঠছে, বিহারের সাফল্যের জোয়ার বাংলায় আদৌ কোনও লাভ এনে দেবে কি না। কারণ কর্মীরা মানছেন, মাঠে নেমে তৃণমূলের সঙ্গে লড়তে গেলে সংগঠন শক্তিশালী থাকা প্রয়োজন-আর সেখানেই রয়েছে প্রধান ঘাটতি। অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য-বিহারের ফলাফল নিয়ে বিজেপি যে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে, তা মূলত হতাশা ঢাকার চেষ্টা। বাংলার নির্বাচন উন্নয়নমুখী, স্থানীয় সমস্যা নির্ভর, এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিও আলাদা। ১৩ বছরের শাসনে তৃণমূল সরকার বার্তা দিয়েছে-ডুয়োর টাকার সরাসরি হস্তান্তর, মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রকল্প-এগুলোই ভোটের মূল ভিত্তি। তাই বিহারের সফলতা বাংলায় করা যাবে না বলেই তৃণমূলের বিশ্বাস। তাঁদের বক্তব্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করবে-এই ভয় দেখিয়ে বিজেপি বাংলায় আসতে চাইছে। মানুষ বলবে, দরকার নেই। আগামী বছরের ভোটকে সামনে রেখে সব দলই সংগঠন শক্তিশালী করতে ব্যস্ত। তৃণমূল বুথ কমিটি থেকে শুরু করে কর্মী যোগাযোগ বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বামেরা চেষ্টা করছে ক্ষেত্র ফিরে পাওয়ার। কংগ্রেসও জোটের পথে হেঁটে জায়গা করে নিতে চায়। কিন্তু বিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-নিজেদের ঘর সামলানো ও দলে ঐক্য ফিরিয়ে আনা। বিহারের জয় সাময়িক প্রাণসঞ্চার করলেও দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের জন্য সংগঠনের ভিত শক্ত করতে হবে-এ কথাই বারবার উঠে আসছে দলের অভ্যন্তরে। এই অবস্থায় সুকান্ত মজুমদারের 'মিশন বেঙ্গল' ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে নতুন উত্তাপ যোগ করেছে ঠিকই, কিন্তু রাজ্যের ভোটমাঠে তা কতটা কার্যকর হবে-সেটাই এখন দেখার। বাংলার ভোট যে সবসময়ই স্বতন্ত্র, বহুমাত্রিক এবং আবেগমথিত-তা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তাই বিহারের ফলের উচ্ছ্বাসে বিজেপির আত্মবিশ্বাস বাড়লেও, ২০২৫-এর বাংলার ভোট যে অন্য সমীকরণের-এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

বিহারে এনডিএ জয়-বারাকপুরে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উদযাপন অর্জুন সমর্থকদের

চিত্তজিৎ দত্ত,কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় জয়কার। ফলাফলের প্রবণতাই স্পষ্ট করছে যে বিহারে ফের ক্ষমতায় আসছে এনডিএ জোট। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পদ্মশিবির, আর এই আনন্দে বিজেপি নেতারা বিজয় উদযাপন শুরু করেছেন। দিকে দিকে লাড্ডু বিতরণের ধুম চলছে। বিহারের এই জয়ের প্রভাব বাংলাতেও পড়েছে। কলকাতার ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনের বিজেপি দপ্তর যথারীতি উদযাপনের মুডে, বঙ্গ বিজেপি নেতারা সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছেন। এমনকি অর্জুনগড়ের ভাটপাড়াতেও মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং উচ্ছ্বসিত, তিনি দাবি করেছেন যে বিহারের জয় বাংলার মানুষকেও ভাবিয়ে তুলবে এবং তার প্রভাব বাংলাতেও পড়বে। তবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের মতে, বাংলায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা। বিহারে জনতার রায় কার্যত স্পষ্ট হতেই বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া আবির খেলতে ময়দানে নেমে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এমনকী পথ চলতি মানুষকে করানো হয় মিষ্টিমুখ। প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে বাজি ফাটিয়ে. জয়ের আনন্দে মাতেন কর্মীরা। এরপরেই প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং বলেন, বিহারে এনডিএয়ের বিপুল জয় নিশ্চয় একবার হলেও বাংলার মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। এমনকী নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে বলেও আশাবাদী বিজেপি নেতার। শুধু তাই নয়, এই জয় কর্মীদেরও বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মত তাঁর। যদিও বিজেপিনেতার মন্তব্য গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ পালটা দিয়ে বলেন, ওটা বিহারের সমীকরণ। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বাংলায় প্রভাব পড়বে না। বাংলায় উন্নয়ন, ঐক্য, সম্প্রীতি, অধিকার, আত্মসম্মান ফ্যাক্টর। ২৫০ আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেন, বিহার দেখিয়ে বাংলাকে হুমকি দিয়ে বিজেপির যে নেতারা বিবৃতি দিচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন, তাঁরা অকারণ সময় নষ্ট করছেন। বাংলার মানুষের অধিকার, আত্মসম্মানকে আঘাত করে, শুধু অন্য রাজ্য দেখিয়ে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। এখানে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা। বিহার-সহ বহু রাজ্য তাঁর উন্নয়নের মডেল ফলোও করছেন। বাংলার মানুষ সার্বিক স্বার্থেই তৃণমূলকে সমর্থন করেন এবং করবেন।

নিয়োগের দাবিতে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে সরকারি ডাক্তারদের যৌথ চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সহ সরকারি শিক্ষক ও চিকিৎসক নিয়োগে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ উঠেছে। আগে এই দাবি জানিয়েছিলেন সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স, যা বোর্ডের চেয়ারপার্সনকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার একই দাবি তুলে সরকারি চিকিৎসকদের আরেকটি সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামও চেয়ারপার্সনকে চিঠি দিয়েছে। ফোরামের চিঠিতে শুধু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নয়, সকল সরকারি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর নিয়োগে নিয়মিত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার দাবি জানানো হয়েছে। ফোরামের সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাসের সই করা চিঠিতে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কাছে তিন দফা দাবি জানানো হয়েছে। প্রথমত, চিকিৎসক নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ন্যায্য প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আবেদন করতে গিয়ে প্রার্থীদের কোনও ভুলত্রুটি হলে তা যাচাই না করে সরাসরি প্রার্থিত্ব বাতিল করা যাবে না। আর তৃতীয়ত, রাজ্যে প্রতি বছর অন্তত একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে, যাতে চিকিৎসক-সঙ্কট মেটানো যায়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুতর চিকিৎসক-সঙ্কট চলছে। বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকায় রোগী পরিষেবা ও মেডিক্যাল শিক্ষায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এ দিকে চিকিৎসকরাও সরকারি চাকরি পাচ্ছেন না। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সজলের বক্তব্য, পরিষেবা ও রোগীদের স্বার্থে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সময়ের দাবি। প্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয় তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও ভেঙে পড়বে।' তাঁর প্রশ্ন, প্রার্থী নির্বাচনে যে ৮৫ নম্বরের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবে না তো? ইন্টারভিউয়ের ১৫ নম্বরেও অতীতে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে বলে জানান তিনি। একাধিক চিকিৎসক সংগঠনের বক্তব্য, ডোমেইন এক্সপার্ট হিসেবে কিছু চিকিৎসকের নাম রয়েছে একাধিক স্পেশালিটির বিশেষজ্ঞ হিসেবে, যা থাকা কখনওই কাম্য নয়। আবার কিছু চিকিৎসকের নাম রয়েছে, তিনি যে স্পেশালিটির বিশেষজ্ঞ, তার বাইরে অন্য স্পেশালিটির বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

বালি পাচার মামলায় বড় ফাঁস-স্টক মিলছে না, ইডির জালে ব্যবসায়ী

অনিকেত নস্কর, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ বালি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া কলকাতার ব্যবসায়ী অরুণ সরাফকে শুক্রবার বিচার ভবনে পেশ করা হয়। গত কয়েক দিন ধরে তিনি ইডি হেফাজতেই রয়েছেন। এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী অরিজি চক্রবর্তী আদালতে অরুণের পাঁচ দিনের অতিরিক্ত ইডি হেফাজতের আবেদন জানান। যদিও অভিযুক্তের পক্ষ থেকে লিখিত জামিনের আবেদন জমা দেওয়া হয়নি, তবে তাঁর আইনজীবী মৌখিকভাবে জামিনের আর্জি পেশ করেছেন। আদালতে দাঁড়িয়ে ইডির আইনজীবী পরিষ্কার জানান, এই বিপুল দুর্নীতির কাজ এক জনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বালি পাচার ও আর্থিক নয়ছয়ের ক্ষেত্রে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বলে সংস্থার দাবি। শহরের একটি স্বনামধন্য মাইনিং সংস্থার শীর্ষ পদে রয়েছেন অরুণ সরাফ। ফলে তাঁকে গ্রেফতারের পর ব্যবসায়িক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়ায়। ইডির অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে বালির পরিমাণ কম দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকৃত বালিমজুত লুকিয়ে ফেলা ও আর্থিক নথিতে ভুল তথ্য তুলে ধরার প্রমাণও তাদের হাতে এসেছে। সংস্থার দাবি, টাকার প্রবাহ এবং বালির হিসাবের গরমিল কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়-এতে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে। তাই অরুণকে সামনে রেখে তদন্ত এগোলে এই চক্রের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম উঠে আসবে বলেই মনে করছে ইডি। বিচার ভবনে এদিন অরুণের হাজিরা কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। তদন্ত

অরুণের ইডি হেফাজতের সময়কালে তদন্তকারীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৩টি জায়গায় বালির স্টক যাচাই করেন। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, খাতায়কলমে থাকা হিসাবের সঙ্গে বাস্তবের মজুতের ব্যাপক গরমিল রয়েছে। অর্থাৎ বালির পরিমাণ এবং আর্থিক হিসাব কোনওটাই মিলছে না-আর এই অসামঞ্জস্যই তদন্তকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইডির পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয়, অভিযুক্তের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তাঁদের দাবি, বালির লেনদেনের সমস্ত কাজ সামলাতেন অরুণ নিজেই এবং তিনিই ছিলেন মূল বেনিফিশিয়ারি। টাকা কোথায় যেত, কী ভাবে লেনদেন হতো-এসব বিষয়ে কর্মচারীরা স্পষ্ট করে জানালে তদন্ত অনেকটাই এগিয়েছে। এই কারণেই তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, অরুণকে মুখোমুখি জেরা করে আরও নথি এবং তথ্য যাচাই প্রয়োজন। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ইডির হেফাজতেই রাখা জরুরি বলে দাবি করে তারা। অন্যদিকে অরুণ সরাফের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, তাঁর মৌখিকভাবে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। তবে লিখিত আবেদন না থাকায় আদালত বিষয়টি নিয়ে তৎক্ষণাত কোনও পর্যবেক্ষণ দেয়নি। এ মাসের শুরুতেই বালি পাচার এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অরুণকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, বালি ব্যবসার নামে প্রায় ৭৮ কোটি টাকার নয়ছয়-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে বেশ কিছু প্রমাণ ও নথিও উদ্ধার করা হয়েছে। এমনকি বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থও তাঁর কাছ থেকে মিলেছে এগোতে থাকায় আরও তল্লাশি, নতুন নথি যাচাই এবং আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। ইডির দাবি, বালি পাচারের এই মামলাটি শুধু আর্থিক নয়ছয় নয়, বরং বৃহত্তর দুর্নীতি চক্রের অংশ। তাই অরুণ সরাফের মতো প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে জেরা করে গোটা চক্রের ছবি পরিষ্কার হবে। এর মধ্যে আদালত পাঁচ দিনের অতিরিক্ত ইডি হেফাজত দেবেন কি না, সেই সিদ্ধান্তই এখন মুখ্য। তদন্তকারী সংস্থা আশাবাদী যে আরও প্রশ্নোত্তর এবং নথি খতিয়ে দেখলেই দুর্নীতির বহু অজানা দিক সামনে আসবে। অন্যদিকে অভিযুক্তের আইনজীবীরা দ্রুত জামিনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ৭৮ কোটি টাকার আর্থিক গরমিল ও বালি স্টকের বৈষম্য-এই দুই বড় অভিযোগই এই মামলাকে গুরুতর স্তরে নিয়ে গিয়েছে। ইডির মতে, বালি দুর্নীতির এই মামলায় অরুণ সরাফই মূল সঞ্চালক। আর তাঁর জেরাই গোটা চক্রের হদিস পাওয়ার চাবিকাঠি। তাই তাঁকে নিয়ে তদন্ত যে আরও গভীরে যাবে-তা বলাই বাহুল্য।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Six Months Ended		Previous Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Un-Audited			Un-Audited		Audited
	PART-I						
1	Revenue from operation	10966	10415	10650	21381	20792	43125
2	Other Income	3	6	12	9	20	70
3	Total Income from operation (1+2)	10969	10421	10662	21390	20812	43195
4	Expenses						
	a) Cost of materials consumed	9021	8006	8230	17027	15725	33513
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	(577)	(170)	(122)	(747)	314	(301)
	c) Employee benefits expense	510	495	528	1005	966	1914
	d) Finance Cost	302	267	264	569	489	1037
	e) Depreciation and amortisation expense	111	122	94	233	181	343
	f) Other expenses	1245	1387	1349	2632	2491	5408
	Total Expenses	10612	10107	10343	20719	20166	41914
5	Profit(+) / Loss(-) before exceptional items (3-4)	357	314	319	671	646	1281
6	Exceptional Items	—	—	—	—	—	—
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	357	314	319	671	646	1281
8	Tax Expenses						
	(1) Current tax	87	78	82	165	165	308
	(2) Deferred tax	(6)	—	(1)	(6)	—	(21)
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	276	236	238	512	481	994
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	—	1	1	1	2	(2)
11	Total Comprehensive Income for the period (9+10)	276	237	239	513	483	992
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Re.1/- each)	800	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—	—
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)						
	a. Basic	0.35	0.30	0.30	0.64	0.60	1.24
	b. Diluted	0.35	0.30	0.30	0.64	0.60	1.24

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. in Lacs)

	PARTICULARS	30-Sep-2025 Unaudited	31-Mar-2025 Audited
A	ASSETS		
1	Non-Current Assets		
	a) Property, Plant & Equipment	2573	2718
	b) Capital Work-in-progress	1205	426
	c) Intangible Assets	15	19
	d) Right of use Assets	754	407
	e) Financial Assets		
	i) Loans	55	40
	ii) Other Financial Assets	7	48
	f) Deferred Tax Assets (Net)	22	28
	g) Other Non-Current Assets	2083	2068
	Sub-total Non-Current Assets	6714	5754
2	Current Assets		
	a) Inventories	5009	4056
	b) Financial Assets		
	i) Trade Receivable	2903	3544
	ii) Cash & Cash Equivalents	726	1006
	iii) Other Bank Balances	694	650
	iv) Loans	9	9
	v) Other Financial Assets	234	65
	c) Other Current Assets	1841	1999
	Sub-total Current Assets	11416	11329
	TOTAL ASSETS	18130	17083
B	EQUITY AND LIABILITIES		
1	Equity		
	a) Share Capital	800	800
	b) Other Equity (Reserve & Surplus)	7996	7497
	Total Equity	8796	8297
	Liabilities		
2	Non-Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	75	186
	ii) Other Financial Liabilities	508	222
	b) Provisions	42	68
	Sub-total Non-Current Liabilities	625	476
3	Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	5018	4732
	ii) Trade Payable		
	total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	32	37
	total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	2483	2676
	iii) Other Financial Liabilities	154	76
	b) Other current liabilities	927	699
	c) Provisions	23	18
	d) Current Tax Liabilities (net)	72	72
	Sub-total Current Liabilities	8709	8310
	Total Liabilities	18130	17083

NOTES :
1 The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 14th November, 2025 for the quarter and half year ended 30th September, 2025 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2025.
2 The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3 The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com** , NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
4 Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by Rs. 69 Lacs for the half year ended 30th September, 2025.
5 These Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

Place : Kolkata
Date : 14.11.2025

For Century Extrusions Ltd.
Shivanshu Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN : 05252910

প্রাণ বাঁচলো দুধের শিশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ রাতের শহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বুদ্ধির জোরে সন্তানকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও ট্রাকের চাকার নিচে প্রাণ হারালেন এক মহিলা। বৃহস্পতিবার রাতে কৈখালি-এয়ারপোর্টমুখী লেনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। রাতেই পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং ট্রাক চালককে আটক করে। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম পূজা মণ্ডল। হাতিয়াড়ার ঝিলবাগানের বাসিন্দা ওই বধূ। স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার। বৃহস্পতিবার রাতে সন্তানকে নিয়ে স্কুটিতে করে ওই দম্পতি বেরিয়েছিল। সেটাই কাল হল। এদিন কৈখালি থেকে হলদিরামের দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় স্কুটিটি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনজনই। সন্তানকে বুকে জড়িয়েই রাস্তায় পড়ে যান বধূ। এদিকে ব্যস্ত রাস্তায় দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়ি। আচমকা পূজা দেখেন দ্রুতবেগে একটি ১০ চাকার ট্রাক ছুটে আসছে তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগান তিনি। ছুড়ে দেন কোলের সন্তানকে। পথচারীরা শিশুটিকে ধরে ফেলে। এদিকে ট্রাক চালক পরিস্থিতি বুঝে ব্রেক কষেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। ঠিক সময়ে থামানো যায়নি দ্রুতগতিতে থাকা ট্রাকটিকে। গাড়িটি পিষে দেয় পূজাদেবীর মাথা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পূজাদেবীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে, মৃতার স্বামী ও সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক ও ট্রাকচালককে আটক করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMPS/EO/4055/NIT-132/25-26 Dt. 07.11.2025 for **Sl. no. 1** to **3** for different schemes at **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name of Work - Sl. no. 1 to 3 for different Schemes. Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity.

Bid Submission date Started on **15.11.2025 at 05.00 P.M.** (As per server clock) and Bid Submission End date **10.12.2025 at 09.00 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **12.12.2025 at 09.00 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity, South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/2305/NIT-131/25-26 Dt. 07.11.2025 for **Sl. no. 1** to **12** for different schemes **BDO,Thakurpukur Maheshtala, Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name: Sl No. 01 to 12 for different Schemes..Thakurpukur Maheshtala Development Block.

Bid Submission date Started on **15-11-2025 at 5.00 P.M.** and Bid Submission End date on **10-12-2025 at 9.0 A.M.** details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in** & e mail No. **bdothakurpukur@gmail.com.**

Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

AXIS BANK

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক একটি নতুন লোকালয়ে যাচ্ছে

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের দক্ষিণেশ্বর শাখা একটি নতুন লোকালয়ে চলে যাচ্ছে 19ই জানুয়ারী, 2026 থেকে

পুরানো ঠিকানা:

জীবন কুঞ্জ, 48/1 এফ, আর এন ঠাকুর রোড
দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - 700076

নতুন ঠিকানা:

কৃষ্ণ কুঞ্জ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রিমাইসেস নং.23,
ওয়ার্ড নং.13, কুমুদ ঘোষাল রোড,
পিএস - দক্ষিণেশ্বর, পিও- আড়িয়াদহ,
জেলা - 24 পরগণা (উ), পিন কোড - 700057

আমরা আমাদের নতুন ঠিকানায় থাকব আপনাদের অপেক্ষায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫১, সংখ্যা, শনিবার ২৯ কার্তিক ১৪৩২

বাংলা গানের প্রেমিক মহম্মদ রফি

তাঁর গান মুগ্ধ শ্রোতাদের হৃদয়কে ধাক্কা দেয় ভাললাগার সাথেও একটি বিরহের পরিবেশ তৈরি হয়। শূন্যতা গ্রাস করে আমাদের মনে করায় রফির বিকল্প নেই। মহম্মদ রফির গান মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন একজন দৃষ্টিহীন গুণমুগ্ধ শ্রোতা। একসময়ে অনুষ্ঠান শেষ হল, ভক্ত প্রিয় গায়কের কাছে এসে বললেন যত দিন আমার কান শুনতে পাবে আপনার গান, তত দিন এ জগতে আমার চোখের প্রয়োজন হবে না। এই প্রাপ্তি একজন সংগীতশিল্পীর কাছে বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

মহম্মদ রফি মানে কালজয়ী সব গান।সুরের উপরে বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণ। নায়িকার জন্য বিরহী নায়কদের যাবতীয় দুঃখকষ্ট গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে, শ্রোতা এবং দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করার মতো এমন গায়কি অন্য কোনও গায়ক দেখাতে পেরেছেন কি? দিনের পর দিন? বছরের পর বছর? তাঁর কণ্ঠে কালজয়ী একটি গানের কথা একটু মনে করি,' লিখে জো খত তুঝে' ছবির নাম 'কন্যাদান'। অদ্ভুত সুন্দর একটি গান রফির কণ্ঠে শুনতে শুনতে অন্য আবেশ অন্য এক অনুভূতি হয় হৃদয়ে, মননে। অথবা 'খোয়া খোয়া চাঁদ, খিলা আসমান' এ গানের জনপ্রিয়তা আজও এতটুকু কমেনি। ১৯৪৮-এ 'দুলারি' ছবিতে রফি গাইলেন এমন এক গান যা আজও আধুনিক, আজও অমলিন। 'সুহানি রাত ঢল চুকি, না জানে তুম কব আওগি'। একটু মনে করুন 'বাহারো ফুল বরসাও' এই গান গেয়ে মহম্মদ রফি বেস্ট প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন। বান্দ্রার ভেন্ডি বাজার থেকে রোজ সকালে হেঁটে চলে আসতেন দাদারে। তার পরে এক দিন কারদার স্টুডিয়োয় প্রবাদ প্রতিম সুরকার নৌশাদের দেখা পেলেন। লম্বা রেসের ঘোড়াটিকে চিনতে ভুল হয়নি কিংবদন্তি সুরকারের। 'পহলে আপ' ছবিতে 'হিন্দুস্তান কে হম হ্যায়' গান দিয়ে রফির কদম কদম চলা শুরু হয়েছিল স্বপ্ননগরী মুম্বইয়ে। কোন ভাষায় গান গাইতে বাদ রেখেছেন! 'তোমার নীল দোপাটি থেকে শুরু করে 'ওই দূর দিগন্তের পাড়ে' রফির বাংলা গানগুলি শুনে দোলা লাগে সংগীত প্রেমীদের হৃদয়ে। এক কথায় মহম্মদ রফি মোস্ট কমপ্লিট সিঙ্গার। সংগীত জীবনে ক্লাসিকাল থেকে বলিউডের সিনেমার গান, পপ, গজল, কাওয়ালি, ডিস্কো সব ধরনের গান তিনি গেয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আদ্যন্ত মার্জিত, অজাতশত্রু মহম্মদ রফি ছিলেন সবার প্রিয়। জীবনে এমন কী পুরস্কার নেই,যা তিনি পাননি? এক জীবনে এক জন গায়ক এক বার জাতীয় পুরস্কার ,বার কয়েক ফিল্মফেয়ার পেয়ে থাকেন, তো তাঁর আর চাইবার কী-ই বা থাকতে পারে? ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। রফি অনন্য, অসাধারণ, কিংবদন্তি। সংগীত বিশেষজ্ঞরা বলেন রফি তালিম নেওয়া একজন গায়ক। ফলে তাঁর গাওয়া গানের জন্য যে সুর, তাল, ছন্দের দরকার হয়, সেটা রীতিমতো চর্চা না করলে গাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কালোত্তীর্ণ হওয়ার নেপথ্যে এটা বিরাট বড় একটা কারণ। এবার চলুন মানুষ রফির সাথে পরিচয় করি অজাতশত্রু মানুষ। শোনা যায় পারিশ্রমিক নিয়ে বড় উদার, বাড়তি চাহিদা ছিল না, সর্বোপরি বিরাট মাপের শিল্পী হয়েও বাড়তি পারিশ্রমিক নিতেন না।

দেশপ্রেমিক যোদ্ধা

বীর যোদ্ধা কুনওয়ার সিং। অগ্নিযুগের অমর সেনাপতি। আজও ইতিহাসের ধুলোমাখা পাতায় লুকিয়ে আছে এমন কিছু নাম, যাদের বীরত্বের কাহিনী শুনলে বুক ভরে ওঠে গর্বে, চোখ ভিজে আসে শ্রদ্ধায়। যিনি ৮০তে পেরিয়েও তরবারি হাতে লড়েছেন স্বাধীনতার যুদ্ধে, মৃত্যুর মুখেও যিনি হার মানেননি ; তিনি হলেন আমাদের অমর বীর, কুনওয়ার সিং। ১৭৭৭ সালের ১৩ই নভেম্বর বিহারের ভোজপুর জেলার জগদীসপুরে মহারাজা শাহাবজাদা সিং ও মহারাণী পাঁচরতন দেবীর ঘরে জন্ম নেন কুনওয়ার সিং। তিনি ছিলেন উজ্জয়নিয়া রাজপুত বংশের সন্তান। ব্রিটিশ কর্মকর্তা তাঁকে এক লম্বা, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা মানুষ বলে বর্ণনা করেছিলেন ; মুখে প্রশস্ত হাসি, চোখে অদম্য আত্মবিশ্বাস। ঘোড়ায় চড়া আর শিকার ছিল তাঁর শখ, কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর প্রকৃত নেশা।১৮২৬ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি জগদীসপুরের রাজা হন। কিছুদিন ভাইদের সঙ্গে জমির বিরোধ থাকলেও পরে মিলেমিশে যান। তিনি গয়া জেলার ধনী জমিদার রাজা ফতেহ নারায়ণ সিংয়ের কন্যাকে বিয়ে করেন, যিনি রাজপুতদের সিসোদিয়া বংশের বংশধর ছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শুরু হলে, মঙ্গল পাণ্ডের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে জেগে ওঠে বিপ্লবের আগুন। বিহারের দানাপুর, রামগড়, মিরাট, কানপুর, লখনৌ, দিল্লি ; সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার অগ্নিশিখা। এই আগুনে নেতৃত্ব দেন কুনওয়ার সিং, তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মেকু সিং ও অসংখ্য দেশপ্রেমিক সৈনিক। ২৭শে এপ্রিল ১৮৫৭ সালে ভোজপুরি ও দানাপুরের সৈন্যদের নিয়ে তিনি আরা নগর দখল করেন। ব্রিটিশরা শত চেষ্টায়ও তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। পরে যখন আরাতে ব্রিটিশ আক্রমণ নামে, কুনওয়ার সিং ও তাঁর ভাই অমর সিং বাধ্য হন জগদীসপুর ছেড়ে যেতে। কিন্তু যুদ্ধ থামেনি ; আজমগর, বানারস, গাজীপুর, গোরখপুর ; সর্বত্রই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বিদ্রোহী বাহিনীকে। একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ হোমস্ লিখেছিলেন, ওই বুড়ো রাজপুত অদ্ভুত বীরত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যদি তাঁর বয়স কিছুটা কম হতো, তবে ১৮৫৭ সালেই হয়তো ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে হতো। ২৩শে এপ্রিল ১৮৫৮ সালে জগদীসপুরের যুদ্ধে তিনি আবার ব্রিটিশ সেনাকে পরাজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধে গুরুতর আহত হন। গঙ্গা পার হওয়ার সময় ব্রিটিশ সেনারা গুলি চালালে তাঁর হাতে গুলি লাগে। সেই আহত হাত তিনি নিজেই তরবারির এক কোপে কেটে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেন যেন দেশমাতার কাছে নিজ-অর্পণ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু. সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দান কারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান।

বিশ্ব কপার লিওনেল মেসি এখনই ফুটবল জগত থেকে অবসর গ্রহণ করার কথা ভাবছেন না

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী খোলায়াড় মেসি কবে অবসর গ্রহণ করছেন তা নিজেই বলতে পারছেন না। তবে তিনি এখনও পর্যন্ত মাঠে নেমে খেলছেন এবং রেকর্ড সংখ্যক গোল করছেন। এবারে পরিস্কার করে তিনি বলেছেন, আজও ফুটবল আমাকে মন থেকে সাড়া দিয়ে থাকে। প্রতিটি খেলাকে তিনি উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রতি

খেলা দেখে তার মধ্যে থেকে তৈরি করে নেবেন ফুটবল খেলার কৌশল। প্রতিটি খেলাকে মনের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন। এত তার মধ্যে থেকে যে কৌশলটা গ্রহণীয় তাকে রপ্ত করবেন। এবং তাঁর পরবর্তী খেলায় সেই কৌশলকে মাঠের বিরোধী দলের সঙ্গে খেলার সময়ে প্রয়োগ করবেন। তিনি বলেছেন ইউরোপ কার থেকে শুরু করে কোপা আমেরিকার ফুটবল খেলাকেও তিনি উপভোগ করে থাকেন। বিশ্বের প্রতিটি খেলাকে তিনি নির্জন ঘরে বসে পর্যালোচনা করেন। তবে তিনি যখন কোনও ফুটবল খেলাকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে থাকেন তখন তাঁর পরিবারের কেউই তাঁর কাছে উপস্থিত থাকেন না। এমনকী তাঁর কোচও উপস্থিত থাকেন না। তার কারণ তিনি মানসিক দিয়ে সেই সব খেলারকে উপভোগ করার পাশাপাশি কৌশলকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে নেন। পরে তিনি সেই সব কৌশলকে মাঠের মধ্যে অনুশীলন করে তাকে প্রত্যক্ষভাবে মাঠে বিরোধী দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সময়ে প্রয়োগ করেন। তাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রায় কেন অধিকাংশ সময়ে সাফল্য এসেছে। তার কৌশলকে বিরোধী দলের কোনও খেলোয়াড় ধরতে পারে না। তার ফলে পরাস্ত হয়। আসলে ফুটবল এখনও আমাকে এবং আমার পরিবারকে প্রেরণা দান করে থাকে। যার ফলে কবে অবসর গ্রহণ করবো ফুটবল থেকে তা বলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সবাই চাইছে আমি আরও খেলি। আর খেলার কৃতিত্ব অর্জন করি। আমার দেশ আমাকে প্রশিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। আমি দেশের প্রশিক্ষক হয়ে ভাবিকালের ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করবো। তবে যতদিন মন ফুটবল খেলাকে মাঠে খেলার জন্য আমাকে সায় দিতে থাকবে ততদিন খেলা চালিয়ে যাবে। খেলা থেকে এখনও অবসর গ্রহণ করা কথা ভাবছি না। তখন বুঝতে পারবো আগের মতো খেলা খেলতে পারছি না। যখন দেখবো যে ফুটবলকে উপভোগ করতে পারছি না এবং সতীর্থদের সাহায্য করতে পারছি না তখনই ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করবো। তার আগে ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা নেই। কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল জিতে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কিংবদন্তী ফুটবল খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই মত পরিবর্তন করেন মেসি। তবে মেসি আত্মসমালোচনা করতে ভালোবাসেন। আত্মসমালোচনা করতে পারেন বলেই তিনি ভালো খেলতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্বের সব ফুটবল খেলোয়াড়ের আত্মসমালোচনা করার অভ্যাস থাকা উচিত। তাহলে সে তাঁর নিজের ভুল কোথায় এবং তাকে কীভাবে সংশোধন করতে হবে তা ঠিক করতে পারবেন। তার ফলে ভুলের সংশোধন হবে। প্রতিটি খেলার পর আমি কোথায় কতখানি ভুল করেছি তার বিশ্লেষণ নিজের মনের মাধ্যমে। কোথায় কতখানি ফাঁক থেকে গিয়েছে তার উৎস খুঁজে বের করতে থাকি। কীভাবে বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড় আমার পায়ের বলকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল আমি একেবারে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখলাম কেন তার নিয়ে আত্মসমালোচনা করে থাকে। পরবর্তী খেলায় সেই ধরনের ভুল যাতে না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখি। নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে পারি বলে আজকে আমি মাঠে এখনও ভালো ফুটবল খেলে সবাইকে উপহার দিতে সক্ষম হচ্ছি। ফুটবল খেলতে এসে আমার বয়স কত হল সেটা কোনও বিষয় নয়। আমি ভালো ফুটবল খেলতে পারছি কিনা সেটাই প্রধান বিষয়। আমি পেলে বা মারাদোনা হতে চাই না। আমি আমার মতো থাকতে চাই। এটাই হচ্ছে আমার মনের বাসনা। কেউ কেউ আমাকে পেলে এবং মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করে সমালোচনা করে থাকেন। আমি তাতে বিরক্ত বোধ করি। পেলে পেলের যুগে বড় খেলোড় হয়েছেন। মারাদোনা মারাদোনার যুগে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। আর আমি আমার যুগে বিশ্ব খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। এর বেশি কিছু চাওয়া বা পাওয়ার অধিকার আমার নেই। আমার ফুটবল খেলা দেখে সবাই উপ ভোগ করে আনন্দলাভ করে এটাই আমার কাছে অনেক পাওয়া। ঈশ্বর পাওয়ার মতো ব্যাপার বলা যেতে পারে। এখন অবসর গ্রহণ করার কথাটাকে আর মনে স্থান দিতে পারছি না। কারণ মাঠে এখনও ভালো করে ফুটবল খেলতে পারছি। সতীর্থদের মাঠে সাহায্য করতে পারছি। একটা সুনামের মধ্যে বিরাজ করছি। এর থেকে আর জীবনে কী পাওয়ার আছে। ফুট বলকে ভালোবেসে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। আর কিছুই পাওয়ার নেই। আমাক ঘরে এত শংসাপত্র রয়েছে আর ট্রফিতে ভরে গিয়েছে অতিরিক্ত ট্রুফি আর শংসাপত্র কোথায় রাখবো তার জায়গা খুজে বের করতে পারছি না। এদিকে আর্জেন্টিনা সরকার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মেসির নামে একটি ফুটবল মিউজিয়াম তৈরি করা হবে। সেখান মেসির সমস্ত সংগ্রহের শংসাপত্র থেকে শুরু করে তাঁর ট্রফিগুলো স্থান লাভ করবে। মেসির নামানুসারে একটি জাতীয় ট্রফি খেলার আয়োজন করতে আর্জেন্টিনা সরকার। এমনকী জাতীয় স্তরে ভালো ফুটবল খোলায়াড়কে মেসি নামাঙ্কিত মেডল প্রদান করে সম্মান দেওয়া হবে।

'মেসি মানব, বাবা ঈশ্বর' বললেন দিয়াগো মারাদোনার পুত্র সিনাগ্রা। সিনাগ্রা হঠাৎ করে কেন তাঁর বাবার প্রশংসা করতে গেলেন তা নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদের মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। মারাদোনা খেলার মাঠে যে সুনাম ছিল সেই সুনাম নষ্ট করেছে অতিরিক্ত মাদক সেবন করার ফলে। বহুবার তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এমনকী মাদক সেবনের জন্য বিপুল অর্থ জরি মানাও করা হয়েছিল। এক সময়ে ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বহু সমর্থকেরা মনে করতেন যে ফুটবলের জাদুকর পেলের চেয়ে ডিয়াগো মারাদোনা উন্নত মানের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল জগতটা পরিবর্তন শীল। প্রতিটা মূহর্তে ফুটবল খেলার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রতিটি খেলোয়াড়ের নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলে। পেলে যখন ফুটবল খেলতেন তখন তিনি নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলতেন। সেই সময়ে পেলের ফুটবল টেকনিকে কেউ ধরতে পারতো না। ফলে মাঠে পেলে ফুটবল খেলতে আসলেই তাঁকে ঘিরে রাখার জন্য একটি ছোট দল তৈরি হয়ে যেত বিপক্ষ দলের খোলায়াড়দের মধ্যে। সবার লক্ষ্য থাকতো যে পেলে যাতে কোনও রকমভাবে পায়ে ফুটবল না পায়। পায়ে ফুটবল পেলেই নিশ্চিত পেলে গোল দিয়ে তবেই ফিরবে। সেই কারণে পেলে মাঠে নামলেই তাঁকে ঘিরে রাখতো বিপক্ষ ফুটবল দলে কয়েকজন খেলোয়াড়রা। পেলে যে ধরনের খেলা খেলতেন সেই খেলার মধ্যে কৌশল। কৌশলকে অবলম্বন করেই পেলে মাঠে ফুটবল খেলতেন। মারাদোনাও তাঁর নিজস্ব কৌশলে ফুটবল খেলতেন। তাঁকে মাঠে খেলার সময়ে বহু বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ঘিরে রাখতো। তার মধ্যে থেকেই মারাদোনা বিপক্ষের গোল পোস্টের জালে বল গিয়ে গোল করে আসে জয়ের হাসি হাসতেন। আজকে মেসিকেও সেই দৃশ্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। মেসিও তাঁর নিজস্ব টেকনিক নিয়ে মাঠে ফুটবল খেলেন। তিনি বলেছেন তাঁর প্রতিটি খেলা হচ্ছে এক একটি পরীক্ষা। প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। পরীক্ষা পাশ করলে যে আনন্দ লাভ করা যায় আজকে ফুটবল খেলায় বিরোধী দলকে পরাস্ত করে জয় পেলে সেই আনন্দ আমাকে ঘিরে ধরে। মানসিক তৃপ্তি লাভ করি।

তখন ফুটবল নিয়ে এতে গবেষনা হয়নি। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কীভাবে ফুটবল খেলছে বা আগামী দিনে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা পেলের বিরদ্ধে কোনও ধরনের কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে তা নিয়ে এত প্রশিক্ষণ ছিল না। মাঠে নেমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো পেলে কী ধরনের এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে। পেলে সব সময়ে আক্রম নাত্মক ফুটবল খেলতে ভালো বাসতেন। তিনি বল পেলেই কীভাবে এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে বিপক্ষ শিবিরের রক্ষণভাগকে একেবারে তছনছ করে দেবে সেটা পরিস্থিতি বলে দেবে।

সমাপ্ত হল ৩১ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব

দেব হালদার

একসপ্তাহ ব্যাপী সিনে উৎসবের সমাপ্তি। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। গৌতম ঘোষ, শান্তনু মৈত্র, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, ইন্দ্রনীল সেন, মহুয়া মৈত্র এবং দেব-সহ বাংলা সিনে দুনিয়ার একাধিক শিল্পীর উপ স্থিতিতে বিজেতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জীবনকৃতী সম্মানে সম্মানিত করা হল পরিচালক গৌতম ঘোষকে। উল্লেখ্য, চলতিবছর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। অন্যদিকে 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগে সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হল 'পড়শি'। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা থেকে বিদেশি ভাষার ছবিও পুরস্কৃত হল কলকাতা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। চমক, আবেগ আর মন খারাপের মন্তাজে শেষ হল সাতদিন ব্যাপী ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সেরা চমক ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি। উজ্জ্বল আবেগ আর মন খারাপের মন্তাজে শেষ হল সাতদিন ব্যাপী ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সেরা চমক ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'আমার আসার কথা ছিল না। আমি এখানে সারপ্রাইজ ভিজিট করতে এসেছি।' পুরস্কার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে চলচ্চিত্র শিল্পকেও যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'চলচ্চিত্র শিল্পকে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে এবার থেকে যুক্ত করা হবে। কিফ জনগণের উৎসব। পরের বছর আরও বড় করে উৎসব হবে।' দেশি-বিদেশী অতিথি তথা জুরি সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের এ রাজ্যে সিনেমা তৈরির আহ্বান জানান মমতা। মঞ্চে সেরা ছবি, পরিচালকের নাম ঘোষণা করে রয়াল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডেভিড বিম পরিচালিত কিউবার ছবি 'টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা' পেয়েছে সেরা ছবির পুরস্কার ও ৫১ লক্ষ টাকা। শ্রীলঙ্কার পরিচালক ললিত রাত্নায়েকে পেলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার ও ২১ লক্ষ টাকা, 'রিভারস্টোন' ছবির জন্য। এই বিভাগে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেল ক্রোয়েশিয়ার ছবি 'বিউটিফুল ইভনিং, বিউটিফুল ডে'। ফিপ্রেসকি জীবনকৃতি সম্মান পেলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। পুরস্কার হাতে দৃশ্যত ভেঙে পড়েন গৌতম। তাঁর সদ্য প্রয়াত স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষকে উৎসর্গ করেন এই সম্মান। 'টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা'ও পেল ফিপ্রেসকি পুরস্কার। হীরালাল সেন মেমোরিয়াল শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেল ত্রিবেণী রাই পরিচালিত ছবি 'সেপ অব মোমো'। এই বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেলেন প্রদীপ কুরভা 'হা লিংখা বেং' ছবির জন্য। বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে সেরা ছবি নির্বাচিত হল চন্দ্রাশিস রায়ের 'পড়শি'। এশিয়ান সিলেক্ট (নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড) পেল শিবরঞ্জনি পরিচালিত ছবি 'ভিক্টোরিয়া'। সেরা শর্ট ফিল্ম জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজয়ী যাপনের পটকথা'। এই বিভাগে 'জিলিপিবালার বন্ধুরা' ও 'মাই লাস্ট ফেস কুংবারা' পেল বিশেষ জুরি পুরস্কার। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যানুষ্ঠান ছিল শেষদিনের বিশেষ আকর্ষণ। এদিন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজ করেছেন এমন শিল্পীদের সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ঋত্বিকের পরিবারের সদস্যরাও। আগামী বছরের জন্য কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। আগামী বছরে আরও উজ্জ্বলতর চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিশ্রুতি।

ছবি ঃ সৌরভ দত্ত

চট্টগ্রাম আন্দোলনের বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

তরুণ বিশ্বাস

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে আলিপুর জেলে আনা হলো। শুরু হল। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। জানা গেল রাম কৃষ্ণের জন্ম ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে। সে ১৯২৮ সালে পুরো চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে মেট্রিকে প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। বাড়ি সারোয়াতলী। অবাক হলেন অফিসাররা। কোন আগুনের পরশমনির ছোঁয়া লাগলে এ ছেলে মসি ছেড়ে অসি ধরে।

বিচারে রামকৃষ্ণর ফাঁসির আদেশ হলো। আর কালীপদর হাজতবাস। এখানেও একটি ঘটনা আছে কালীপদর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো প্রমান ছিল না আর তার দাড়িগোঁফ কিছুই ওঠেনি তাই তাকে অনুর্ধ আঠারো বিবেচিত করে হাজতবাস দেওয়া হল।

রামকৃষ্ণর ঠাঁই হল কনডেমড সেলে। একদিন হঠাৎ জানতে পারল তার পাশের সেলে রয়েছেন রাইটার্স অভিযানের জীবিত যোদ্ধা দীনেশ গুপ্ত। দুই সেলের মাঝের দেয়ালে একদিন সে টোকা মেরে আওয়াজ করে কান পাতল। শোনা গেল ওপাশ থেকেও আসছে টোকার আওয়াজ। এভাবে দুই মৃত্যু পথযাত্রীর সাংকেতিক আলাপ পরিচয় শুরু হল।

যেদিন দীনেশের ফাঁসি হয় সেদিন প্রথম তারা একে অপরকে দেখে। দীনেশের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ সেলের ভেতর থেকে কবিগুরুর কবিতার একটি লাইন পাঠ করে বিদায় জানায়। প্রত্যুত্তরে দীনেশও একটি কবিতার লাইন পাঠ করে তাকে বিদায় জানায়। তার ঠিক একমাস পরেই রামকৃষ্ণর ফাঁসি হয়।

রামকৃষ্ণর ফাঁসির আদেশ প্রাপ্তির পরেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তার সাথে আলিপুর জেলে অমিতা দাস ছদ্মনামে বোন পরিচয়ে দেখা করে। রামকৃষ্ণ এবং প্রীতিলতা দুজনেই খুব মেধাবী ছিলেন। বয়সের ফারাক খুব একটা ছিল না। রামকৃষ্ণর ফাঁসির মঞ্চে আত্মত্যাগ প্রীতিলতার পাহাড়তলী অনুপ্রেরণা দেয়।

৪ ঠা আগস্ট, ১৯৩১ রাত ১২টা... আলিপুর জেলের কনডেমড সেলে প্রহরীর কড়া নাড়া দেওয়ার আওয়াজ। সদ্য একুশে পা দেওয়া ছেলেটির ওপারের ডাক এসে গেছে। তাই তৈরী হয়ে নেওয়ার পালা। কিন্তু বারকয়েক ডাক দিতেও সাড়া মিলছে না যে। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলো প্রহরী। একি....এ যে ধুম জ্বর। মৃদু কাঁপন দিচ্ছে ছেলেটির শরীরে। খবর গেল জেলারের কাছে। জেলার এসে দেখলেন সত্যিই তো। ছেলেটির ধুম জ্বর এসেছে। জেলার খবর পাঠালেন লাল বাজারে। সেখান থেকে খবর এল না কোনো রকম দয়া দেখানো যাবে না। দুজন ব্রিটিশ অফিসার এসে বললেন তুলে নিয়ে চল। অগত্যা প্রায় পাঁজাকোলা করে কোনো রকমে ছেলেটিকে তোলা হল ফাঁসির মঞ্চে। গলায় পরানো হলো ম্যানিলা রজ্জু। তারপর পাটাতন সরে যেতেই....মাত্র একুশ বছর বয়সে জীবনসূর্য অস্ত গেল চট্টগ্রামের স্কলারশিপ পাওয়া এক মেধাবী ছাত্রের। এখানেই শেষ নয়। কানাইলালের ফাঁসির পর ব্রিটিশ সরকার নিয়ম করেছিল যে ফাঁসির সাজা পাওয়া বিপ্লবীর মৃতদেহ জেলের বাইরে আনা যাবে না। তাই ফাঁসিকাষ্ঠের পাশের গাছতলে তার দেহটি ব্রিটিশ সরকার ভোরের আলো ফুটবার আগেই জ্বালিয়ে দেয়।

১৯২৯ সাল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের প্রস্তুতি তুঙ্গে। মাস্টারদার প্রশিক্ষণে সহযোদ্ধারা এক এক করে অস্ত্র বোমা সব কিছুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। ঠিক এমনি একদিন বোমার পরীক্ষার সময় ঘটে গেলো এক দুর্ঘটনা। চূড়ান্ত ভাবে বোমা তৈরির সময় দুর্ঘটনা ঘটে আহত হলো এক যুবক। মাস্টারদার খুবই পছন্দের এক সহযোদ্ধা। যাকে মাস্টারদা নিজে তালিম দিয়ে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের প্রস্তুতির সময়। অগত্যা অনন্ত সিংহ সেই মুহূর্তে সেই যুবককে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কোনো এক দুর্গম গ্রামের উদ্দেশ্যে চিকিৎসার জন্য। এভাবেই সে বঞ্চিত হয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের যোদ্ধা হওয়ার থেকে এবং হয়ে উঠেছিল ফাঁসির মঞ্চে শহীদ বিস্মৃত বিপ্লবী।

তারপর কেটে গেছে অনেকদিন। যুবকটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। কানে আসছে অনেক খবর। জালালাবাদ পাহাড়ে ভ্রাতাসম হরিগোপালের শহীদ হওয়ার খবর, প্রিয় বন্ধু জীবন ঘোষালের চন্দননগরে চার্লস টেগার্ট কতৃক নির্মম হত্যা আরো কত বন্ধুর অকালে শহীদ হওয়ার খবর। না এভাবে চুপ থাকা যাবেনা... বদলা নিতেই হবে। কিন্তু কিভাবে....! সে সুযোগও চলে এলো। মাস্টারদা খবর পাঠালেন তৈরী হওয়ার জন্য। ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগ আসছেন চট্টগ্রাম। তাকে জ্যান্ত ফিরে যেতে দেওয়া যাবে না। অতএব প্রস্তুতি শুরু হলো।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০। চাঁদপুর স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে মাথায় হ্যাট এবং গায়ে লং কোট পরিহিত এক ব্যক্তি নামলেন। সাহেবসুবো গোছেরই মনে হয় দেখে। আর নামা মাত্রই তার সামনে ভুমিফুঁড়ে যেন দুটি ছেলে কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো। তারপর দুম....দুম....দুম..। ওই দুজনের বন্দুক তিনবার গর্জে উঠলো। সাহেবসুবো গোছের মানুষটি তখন ধরণীতে লুটিয়ে পড়েছে। আততায়ীরা পলায়ন করলো। বেশিদূর যেতে পারলোনা তারা। মাইলখানেক দূরে মেহেরকালি স্টেশনে ধরা পড়লো দুজনে। জানা গেলো ওই যুবকদ্বয়ের পরিচয়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালিপদ চক্রবর্তী। আরো কিছুক্ষণ পরে সেখানে উপস্থিত হলো আরো একজন যাকে দেখে ওই দুই যুবকের পায়ের নিচের মাটি সরে গেলো। স্বয়ং ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারা কাকে গুলি করলো? জানা গেলো মৃত ব্যক্তির পরিচয়। সাব ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জী।

বাংলার সশসত্র সংগ্রামে বস চেয়ে বড় ঘটনা হল তিনটি। একটি হচ্ছে আলিপুর বোমা মামলা. ২) রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন এবং ৩) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদের পাহাড়ে ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে মাস্টার দলের যুদ্ধ । এই সব বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম ব্রিটিশ শক্তির ভিতকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলে কঠোর হাতে বাংলার দামাল ছেলেদেরে দমন করতে ব্রিটিশ শক্তি ফাঁসির মঞ্চকে ব্যবহার করে।

পাঠকের দরবার

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

'এলো রে শীতের বেলা'

সে অবশ্য অনেক বছর পর আগাম বার্তা নিয়ে এসেছেন। একটা সময় ছিল যখন কালীপুজো র পর বিশেষ করে মফস্বলের লোকজন সকালে হালকা বৌ টুপি, মাফলার,হাতে বোনা সোয়াটার পরে বের হতেন বাজারে বা কাজে। কালীপুজো যাওয়া মানেই শীতের বেলা, সন্ধ্যা একটু বেলাবেলি আরো গাঢ় হয়ে আসা, আমাদের মতো ব্যবসাদার বাড়িতে খেতে খেতে মহিলাদের চারটে ।খেয়ে উঠেই গা কাপড় ধুয়ে সন্ধ্যা প্রদীপ ধুনো দেখানোর তোরজোড়, বিকালে একফাঁকে কর্তাদের চায়ের যোগান। সন্ধ্যায় কুটু মামের ছোটপিসি (অকৃতদার ছিলেন) প্রধান কাজ ডিম লাইট পরিষ্কার করে সবার ঘরের সামনে, সেই ডিম লাইট জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া। কারণটা নবদ্বীপে তখন কারেন্ট থাকাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, বাড়িতে জেনারেটরের পয়েন্ট বসার বড় ঘরে আর মাম মামার পড়ার বৈঠক খানা ঘরে।বাকি দোতলা তিনতলায়,যাতে হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন না হয় কুটু এই বিষয়ে সদা সচেষ্ট। এরপর কাজ প্রতি ঘরে ধুনো দেখিয়ে মশারি টাঙিয়ে রেখে আসা যাতে, যে যার সময় মতো মশারির মধ্যে ঢুকতে পারে, ছোট দাদুর পালঙ্কে, মাম বড়মার ঘরে আর মামা আর কুটুর ওপরের ঘরের পর,বড়দাদু আর দিদার নীচের ঘরে।রাসে দাদুর বাড়িতে আড়ংয়ের সন্ধ্যা বাঁধা, উপলক্ষ্য সে সময় নবদ্বীপের ছেলে দের মতো মেয়েরা বাপের বাড়ি ফেরে, আমাদের বাড়িতে প্রতি বছর লোকসমাগম এর জন্য মাম কোন বছর পুজোর দিন যেতে না পারলেও আড়ং এর দিন দুপুরে রাতের খাওয়া আয়োজন সেরে বিকালে ওই বাড়ি ওরফে দাদুর বাড়ি ।আড়ং বঙ্গবাণী স্কুলের বিপরীতে গলির মুখে চৌধুরী বাড়ি দাস বাড়ি আর ঘোষ বাড়ির লোকজনদের গেট টুগেদার আড়ং এর অছিলায়। আমরা সামনে দিদারা পেছনে, সঙ্গে শিবু সেন দাদুর আঙুর ভাজা সিঙ্গারা থেকে উত্তম মামার ডিমের ডেভিল হয়ে বিমলার নতুন গুড়ের সন্দেশ। তবে তখন আড়ং মানে শহর নবদ্বীপ অন্ধকার,বড় বড় ঠাকুর এর নিরাপত্তার জন্য কারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হতো। ঘড়িতে নটা বাজতে না বাজতেই দিদা নতুন মাফলার বা বৌ টুপি, হাফহাতা সোয়েটার নিয়ে হাজির গলির মুখে, উপলক্ষ্য একমাত্র নাতনি সারা বছর সর্দি কাশি এলার্জির দোসর। মুখটা বাঙলার পাঁচের মতো করে নতুন বৌ টুপি হাফহাতা সোয়েটার পড়ে আড়ং দেখতে বসা। প্রতি বছর নতুন এই সব জিনিসপত্র নিজের হাতে তৈরি করতো কুটু,মামের ছোটপিসি তার একমাত্র নাতনি র জন্য।ওটাই পাওনা প্রতি বছর নতুন শীত পোশাক কুটুর হাতের,কুটু সেলাই এ ডবল ডিপ্লোমা, অসাধারণ হাতের কাজ, আল্পনা থেকে সেলাই। ঘড়ির কাঁটা দশটা পেরোলেই দিদা একমাত্র নাতনীকে বগলদাবা করে বাড়িতে,ওই বাড়িতে গেলে মাম বাবাই এর দায়িত্ব থেকে দিদার হাতে দায়িত্ব পরিবর্তন ঘটতো। নাতনীকে চাঁদ পাখি দেখিয়ে সেদিন বলতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া কালীন সময় পর্যন্ত,দলা পাকিয়ে ওপরে মাছের কাঁটা বেছে মুখে তুলে দিতো আমার দিদা। এবার পালা কুটুর সে,রাত পোষাক পরিয়ে নিয়ে তার ঘরে সেখানে সদ্য রোদের ওম মাখা সাদা ধবধবে লেপের ওম নেওয়া। মামার বাড়িতে সে সময় সব ঘরে কুটুর নিজের হাতে তৈরি বেডকভার থেকে বালিশের কভার, তবে ওবাড়ি তে সবাই সাদা রং পছন্দ করে বিছানায়,সাদা ধবধবে। বাংলাদেশ থেকে আনা।

জমি বিবাদকে ঘিরে উত্তপ্ত কান্দি, মাথা ফাটল থানার আইসি-র

মিঠুন হালদার, কান্দি, ১৪ নভেম্বর ঃ একটি বিতর্কিত জমিতে ধান চাষ করা এবং সেই জমি থেকে ধান কাটা নিয়ে সংঘর্ষের জেরে শুক্রবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা এলাকার গোকর্ণ -মাঝারের ধার এলাকা। গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন কান্দি থানার আইসি মৃণাল সেনা সহ কমপক্ষে আরও তিনজন পুলিশ আধিকারিক। অন্যদিকে গ্রাম্য সংঘর্ষে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে দু'পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সূত্রের খবর, কিছু গ্রামবাসী আইসি-র মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করেছেন। ঘটনার পর পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল কমব্যাট ফোর্স এবং র‍্যাফ বাহিনী ইতিমধ্যেই গ্রামে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কান্দি থানার আইসিকে চিকিৎসার জন্য কান্দি মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর মাথায় এবং শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর চোট রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। হামলার ঘটনায় এক হোমগার্ডের হাত ভেঙে গেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাঝারের ধার গ্রামে একটি তিন বিঘা চাষের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাজের আলি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই গ্রামের এক মহিলার বিবাদ চলছে। দু'পক্ষেরই দাবি ওই জমি তাদের পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘদিন ধরে ভোগ দখল করে আসছেন এবং এই মুহূর্তে ওই জমির কাগজ তাদের কাছে রয়েছে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর জন্য দু'পক্ষই একাধিকবার কান্দি থানার দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ফল না মেলায় তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বেনুকা খাতুন নামে এক মহিলা বলেন,' আমার বাবা তাজের আলি তার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এই জমি পেয়েছেন। আমাদের পরিবার কয়েকশো বছর ধরে এই জমির ভোগ-দখল করে আসছে। গ্রামের মাঠে আমাদের প্রায় তিন বিঘা জমি রয়েছে, যার মধ্যে ১৮ কাঠা বর্গা জমি।' ওই মহিলা জানান,'গতকাল একটি মামলার রায় আমাদের পক্ষে যাওয়ার পর আজ সকাল থেকে আমার পরিবারের সদস্যরা ওই জমিতে লাগানো ধান কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময় বিরোধী পরিবারের সদস্যরা বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে আমাদের পরিবারের স্ত্রী এবং পুরুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের জমিতে লাগানো ধান কেটে নেওয়ার জন্য বিরোধী পরিবারের সদস্যরা ধান কাটার মেশিন মাঠে নিয়ে এসেছিল।' তিনি দাবি করেন, 'পুলিশের উপর হামলার ঘটনার পর আমার বাবা তাজের আলি এবং আমার স্বামী সাদিকুল রহমান সহ পরিবারের আরও বেশ কয়েকজন সদস্যের খোঁজ পাচ্ছিনা। তারা কোথায় রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে আমি এখনও জানিনা।'

তৃণমূল পরিচালিত কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার বলেন,'ওই গ্রামে একটি পরিবারের কয়েকজন সদস্য এক মহিলার জমির দলিল জাল করে সেই জমি জোর করে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করছিল বলে আমি শুনেছি। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, থানায় জাল দলিল দাখিল করে ওই ব্যক্তি নিজেকে জমির মালিক বলে দাবি করেছিলেন। ওই বিতর্কিত জমির একাংশ ইতিমধ্যেই বিক্রিও করা হয়ে গেছে বলে আমি জানতে পেরেছি।'

পৌষমেলা করবে কর্তৃপক্ষ, ট্রাস্টের সঙ্গে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ১৪ নভেম্বর ঃ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষ মেলা করার সিদ্ধান্ত পুনর্বহাল রাখলো। এব্যাপারে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনা সেরে রেখে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা অনুষ্ঠিত করার কাজ এক ধাপ এগিয়ে রাখলো। তবে পৌষ মেলা হবে পরিবেশ আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে। ২৩ ডিসেম্বর থেকে পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হবে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা । মেলা চলবে ছয়দিন। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সঙ্গে বৈঠক করে প্রাথমিক ভাবে এটাই সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে এবার স্টলের প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রুখতে যথাবিধি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ প্রতি বছর পৌষমেলায় প্লট বুকিংকে কেন্দ্র করে ব্যপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, পৌষমেলা হোক এটা সবাই চাই । কিন্তু, পরিবেশ আদালতকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের নির্দেশ মতোই মেলা করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেলা যেমন হয়, ছয়দিনেরই হবে। তবে প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই কড়াকড়ি করা হয়, এবার আরও কড়াকড়ি করা হবে । উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেসকো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দিয়েছে। এই তকমা পাওয়ার পর এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের আয়োজনে দ্বিতীয় ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা হতে চলেছে। এদিন, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে একটি মেলা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বৈঠক হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা । ছিলেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার ।

রবিবার চারটি স্টেশনে কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ মেট্রোরেল রবিবার ছুটির দিন ব্যস্ত সময় তাদের হাওড়া ময়দান সেক্টর ফাইভ গ্রীন লাইন করিডরে চারটি স্টেশনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি করে বুকিং কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী রবিবার থেকে এই করিডরের সেন্ট্রাল পার্ক, সিটি সেন্টার, মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনে এই কাউন্টার গুলি খোলা থাকবে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে। তবে অন্য সময় এই কাউন্টার বন্ধ থাকবে।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

[illegible]

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

পার্ট-১ (লক্ষে)

ক্রম. নং	বিবরণ (নিচের নোটগুলি দেখুন)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩০.৯.২৫) (অনিরীক্ষিত)	বছর থেকে তারিখ, বছর (৩০.৯.২৫) (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষ (৩০.৯.২৪) (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তি (৩১.৩.২৫) (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	০.৫৫	০.৫৫	১.৮১	১৪৫৭.৩১
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের আগে)	-২০.৫৮	-২৫.১৭	-১.৪৪	১০১.৯৮
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	-২০.৫৮	-২৫.১৭	-১.৪৪	১০১.৯৮
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে*)	-২০.৫৮	-২৫.১৭	-১.৪৪	৭৬.৫১
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	-২০.৫৮	-২৫.১৭	-১.৪৪	৭৬.৫১
৬	ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)				
	১. মৌলিক	-৮.৩২	-১০.১৭	-০.৫৮	৩০.৯১
	২. মিশ্র	-৮.৩২	-১০.১৭	-০.৫৮	৩০.৯১

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন পরিচালনা করেছেন।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. IND AS ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট অনুসারে কোম্পানির শুধুমাত্র একটি 'রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট' রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধনে ২,৪৭,৫০০ শেয়ার রয়েছে যার প্রতিটি ১০ টাকা=২৪,৭৫,০০০ টাকা।
৫. পূর্ববর্তী সমযকাল এবং বছরের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সিএসই এবং এমএসইআই।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
সুরজ কুমার ঝাঁ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০১৯৭৮৫৪

তারিখঃ ১৪.১১.২০২৫
স্থান- কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৪৬, তারিখঃ ১২.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৪৬

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমইডিএসটিএন-৫১-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ অ্যাট স্টেশন)। **বিবরণঃ** পাঁচ (০৫) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া স্টেশনে (ওল্ড কমপ্লেক্স) মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এএ/২, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমইডিএসটিএন-৫২-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ অ্যাট স্টেশন)।** **বিবরণঃ** পাঁচ (০৫) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া স্টেশনে (নিউ কমপ্লেক্স) মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এএ/৩, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-এমইডিএসটিএন-৫৩-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ অ্যাট স্টেশন)।** **বিবরণঃ** পাঁচ (০৫) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের নবদ্বীপধাম স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-398/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KHIRPAI MUNICIPALITY

KHIRPAI, PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- **"Construction of children park and green space development within Khirpai Municipal Area" eNITNo:- WBMAD/A2.0/ULB/KM/25-26-36.** Last date of Submitting Bid:- **08-12-2025 upto 03.30PM** For details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Khirpai Municipality

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE
Tender for- Construction of C.C Drain at various site within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 41**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 04:30 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১৭২_২০২৫-২৬ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/IV/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বীরভূম জেলায় খানা-রামপুরহাট শাখায় কিমি ৩৩/৩৪০-৮৮/০, সাঁইথিয়া-গুমানি শাখায় কিমি ৮৮/০-১৪২/৫০০ এবং রামপুরহাট-দুমকা শাখায় কিমি ১০০/০-১১৪/০, পাকুড় জেলায় সাঁইথিয়া-গুমানি শাখায় কিমি ১৪২/৫০০-১৬১/৫০০, দুমকা জেলায় রামপুরহাট-দুমকা শাখায় কিমি ১১৪/০-১৬২/২০০, পূর্ব বর্ধমান জেলায় খানা-রামপুরহাট শাখায় কিমি ১/০-৩৩/৩৪০ এবং সাহেবগঞ্জ জেলায় সাঁইথিয়া-গুমানি শাখায় কিমি ১৬১/৫০০-১৭২/২০০-তে ল্যান্ড প্ল্যানের ডিজিটাইজেশন এবং সার্টিফিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১২,১২,০৫৬.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৬,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১৭৩_২০২৫-২৬ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে ২ বছর সময়সীমার জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/বোলপুর, এসএসই/পি.ওয়ে/সাঁইথিয়া, এসএসই/পি.ওয়ে/ রামপুরহাটের অধীনে নিয়মিত ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্র্যাক এবং অন্যান্য রেলওয়ে সামগ্রীর লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহন সহ ভেহিকল ভাড়া করা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৮,১৯,৩৪২.৪৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,১৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য), ২৪ (চব্বিশ) মাস (ক্রমিক নং. ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-397/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE
Tender for- Construction of C.C road within Khirpai Municipal area. eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT** 39. Last date of Submitting Bid:-**11.12.2025 up to 03.30 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE
Tender for- Construction of C.C Road at various site within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 40**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 03:30 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডব্লু_এলএলএইচ_১৫_২০২৫-২৬, তারিখঃ ১০.১১.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরী ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য ডেপুটি সিইই (ডব্লু)-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়ায় পেটি ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল সার্ভিসেস ওয়ার্কের জন্য জোনাল কাজ দর চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৬,৬২,১১৯.০২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৭৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-285/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE
Tender for- Connection of CC Road within Khirpai Municipal area eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/CM/25-26/NIT 3**7. Last date of Submitting Bid:-**08.12. 2025 up to 03.00 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE
Tender for- construction of Boundary Wall and Renovation of community hall @ Dinning shade at various site within Khirpai Municipal area eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 38**. Last date of Submitting Bid:- **11.12-2025 up to 03:00 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি যোধপুর

(জাতীয় গুরুত্বের একটি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)
এনএইচ ৬২, নাগোর রোড, কারওয়ার, যোধপুর, রাজস্থান-৩৪২০৩০

Advt. No.: IITJ/OR(NF)/2025-26/62

রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ

নিবন্ধিত (মেয়াদডে/পুটেশনে) পদের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হবে এবং ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে।
বিস্তারিত বিজ্ঞাপন এবং অনলাইন আবেদনপত্র ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **www.iitj.ac.in**

স্বা/-
cbc21305/12/0005/2526 **রেজিস্ট্রার (Offg.)**

ডুয়রোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

নিবন্ধিত অফিসঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ(০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃcorpduroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLC023493
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকা)

	বিবরণ	৩ মাস শেষে			অর্ধবর্ষ শেষে		বর্ষ শেষে
		৩০.৯.২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.৬.২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয়	১০৪৭৮.৯৩	৯৩৭৬.৫৪	৯১০৮.৪০	১৯৮৫৫.৪৭	১৭৬১৩.৩১	৩৭২৭৩.৩৯
২.	সাধারণ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে কার্যকলাপ	২৬৬.৮১	১৮৮.৫০	১১৪.৬৬	৪৫৫.৩১	২৪০.৬৮	৬৮৫.৭৫
৩.	সাধারণ থেকে নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে কার্যকলাপ	২৪০.৮২	১৫৪.৮৫	৪৯.৮৮	৩৯৫.৬৭	৩৮১.৫৩	৭৭৭.০০
৪.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	২৩০.৭৩	১৪৪.৭৪	৩৮.৯৩	৩৭৫.৪৭	৩৫৯.৬৩	৭২২.৬৪
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯
৬.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) (বার্ষিক নয়)						
	মূল	২.৪৩	১.৫৭	১.১৬	৪.০০	২.৪৪	৭.৮৮
	মিশ্র	২.৪৩	১.৫৭	১.০৬	৪.০০	২.২২	৭.১৬

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪ - অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদনে নির্ধারিত স্বীকৃতি এবং পরিমাপ নীতি অনুসারে আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালার সাথে পঠিত, ২০১৫, সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য হিসাবরক্ষণ নীতি।
৫. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য কোম্পানির একক প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ থাকায়, অপারেটিং বিভাগের উপর IND AS 108 এর বিভাগভিত্তিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
৬. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে,
অখিলেশ চিটলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও
DIN 03120474

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

হিন্ডকন কেমিক্যাল লিমিটেড

HIND STRENGTH UPON STRENGTH

সিআইএনঃ এল২৪১১৭ডব্লুবি১৯৯৮পিএলসি০৮৭৮০০
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৬২বি, ব্রণফেল্ড রো, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডিঃ contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি	
		৩ মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,৫৮৬.৮৯	১,৫৩০.৭৯	১,৩৬৯.৬২	৩,১১৭.৬৮	২,৬৯৬.২৫
২.	সময়ের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম#)	৯৭.০৫	১৮৮.৪০	৭৬.৭৬	২৮৫.৪৫	২৬৬.০৪
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম-এর পরে#)	৯৭.০৫	১৮৮.৪০	৭৬.৭৬	২৮৫.৪৫	২৬৬.০৪
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে#)	৭২.২৫	১৩৫.৪১	৫৮.৬৯	২০৭.৬৬	১৯০.২১
৫.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত (ক্ষতি)/লাভ (যার মধ্যে রয়েছে {ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয় এবং অন্যান্য বিস্তৃত (ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয়})	৪৪.১৫	১৫৭.০৬	১৩১.৯৭	২০১.২১	৩৪৬.৭৮
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	--	--	--	--	--
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ২ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)-**					
	মূল	০.১৯	০.৩৫	০.১৬	০.৫৪	০.৫০
	মিশ্র	০.১৯	০.৩৫	০.১৬	০.৫৪	০.৫০

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোনও আইটেম নেই।
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস বার্ষিক নয়।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি	
		৩ মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত
১.	রাজস্ব থেকে মোট আয়	১,৫৩১.৫৯	১,৪৮৭.৫৪	১,২৯৫.৭৮	৩,০১৯.১৩	২,৫৮৭.২৬
২.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে কর-পূর্ব লাভ/ (ক্ষতি)	৯৫.৫০ ১৯	৩.৩৫	৭৬.২৪	২৮৮.৮৫	২৬৫.২৯
৩.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে কর-পূর্ব লাভ /(ক্ষতি)	৭১.৬৬	১৪০.৩৬	৫৯.৯৮	২১২.০২	১৯২.৬৯

মন্তব্যঃ
১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট - (https://www.hindcon.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট - (www.nseindia.com) এ পাওয়া যাবে।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিন্ডকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এলএলপি অর্থাৎ মেসার্স হিন্ডকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০.০৯.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) সম্পর্কে অ-পরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্গঠিত করা হয়েছে।
৫. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোন আইটেম নেই।

বোর্ডের পক্ষে
হিন্ডকন কেমিক্যালস্ লিমিটেড-এর জন্য
স্বা/-
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৮৪৮১৯০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005 GreenPro IS 2645 CM/L - 5479783

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br - III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1) NIT No.-EE-III/35/APAS-11/25-26
Name of the Work: **Sanitary latrine repairing at 165 Beleghata Main Road and its surrounding area in ward no-35;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,47,943.00;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00;** Period of Completion**: 35 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **06.12.2025 - 5P.M.;** Date and Time of opening of Tender : **08.12.2025 - 5 P.M.;**
2) NIT No.- EE-III/35/APAS-13/25-26
Name of the Work: **Repairing of road surface to be disturbed at 6/19 Beleghata Main Road By Water Supply Department in ward no-035;** Estimated cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,40,318.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **35 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **08.12.2025 - 9 A.M;** Date and Time of opening of Tender : **10.12.2025 -9 A.M;**
3) NIT No.- KMC/EE-III/APAS/31/265/1/25-26 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of passage at 1/H/20,1/H/14 S.K Daw Lane in ward no-31;** Estimated cost (including GST and CESS) : **Rs. 4,99,864.00;** Earnest Money **: Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **08.12.2025 upto 10 AM;** Date and Time of opening of Bid : **10.12.2025 after 10 AM;** The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 - 5 PM.**
4) NIT No.- KMC/EE-III/APAS/31/265/2/25-26(1st Call)
Name of the Work : **Renovation of toilet at 1/H/20,1/H/14 S.K Daw Lane in ward no-31;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,839.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**
5) NIT No.- KMC/EE-III/30/23/25-26
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrines of Uattaran areas at A.B lane, M.B Lane and at different places in ward no. 30;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,915.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
6) NIT NO- KMC/EE-III/30/24/25-26
Name of the Work: **Renovation of chokage drain at different places in ward no-30;** Estimated cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,99,944.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
7) NIT No.- KMC/EE-III/30/25/25-26
Name of the Work : **Renovation of passage at Uttaran areas at 12 no. M.B Lane & at different places in ward no.30;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,49,401.00;** Earnest Money : **Rs: 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
8) NIT No.- KMC/EE-III/30/26/25-26
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrine of Uattaran areas at 9/1, Sir Gurudas Road and different places in ward no-30.** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,869.00;** Earnest Money : **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
9) NIT No. KMC/EE-III/32/42/25-26
Name of the Work: **Improvement of passage at 28/1, Muraripukur Road and its surrounding area in ward no-32;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,99,930.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **09.12.2025 upto 9 A.M.** (for Sl. No. 4 to 9); Date and Time of opening of Bid : **11.12.2025 after 9 A.M.** (for Sl. No. 4 to 9); The bid forms and other details are available on and from : **14.11.2025 - 5 P.M** (for Sl. No. 4 to 9); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9);

The Executive Engineer (Civil)/BR-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for following work:
1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/42/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Renovation of sewer line at 37 Nimtala Ghat St (Uttaran) in Ward No-24;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,38,829.00;** Earnest Money: **Rs. 8,800.00;** Period of Completion: **20 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **25.11.2025 - 11 A.M.;** The tender will be opened on: **27.11.2025 - 11 A.M.;** The bid forms and other details are available on and from : **14.11.2025 - 5 P.M.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/049/021/2025-2026
Name of the Work: **Maintenance of bathing platform at different places in ward no-49 under Borough-V;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,47,619.19;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **20 Days;**
2) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/049/025/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work : **Renovation of uttaran privies at 16/4, Noor Md Lane etc. in ward no 49,BR-V;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,38,790.09;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **20 Days**
3) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/048/26/2025-2026
Name of the Work : **Restoration of I.P.S, concrete & paver block passage due to Natural Wear & Tear and cutting by PU Agency at 24 B.R. SIL LN., 193 B.B. Ganguly Street etc. in ward-48,BR-V;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,26,035.01;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion- **75 Days;**
4) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/049/026/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Development of Uttaran Sewer along with sewer adjuncts at 165/1,B.B Ganguly Street etc. in ward no-49 under Borough-V;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,99,162.89;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **25 Days;**
5) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-V/043/APAS248/1//2025-2026
Name of the Work : **Renovation of drainage system at Harinbari 1st Lane Remove Water Logged in ward no-43;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 499,127.98**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**
6) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/037/22/2025-2026
Name of the Work : **Restoration of passage and footpath at 70 APC Road, 37/6 MG Road and other different area in ward 37 under Borough V;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,81,980.73;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
7) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-V/040/29/2025-2026
Name of the Work : **Thorough repairing of IPS passage at 12 Naren Sen Square in ward no 040;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,97,436.33;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **20.12.2025 -11 A.M.** (for Sl. No. 1 to 4) & **06.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 5 to 7); Date and Time of opening of Tender : **22.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1 to 4) & **08.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 5 to 7); The bid forms and other details are available on and from : **25.11.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 4) & **18.11.2025 - 5 P.M** (for Sl. No. 5 to 7). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1) NIT No. X/095/038/2025-2026/APAS
Name of the work: **Maintenance of Asphaltum Road near 8/20C, 8/27 & 8/46 Bijoygarh etc. in ward -95, BR-X (SCHEME ID-APAS/01/152/44/0003);** Estimated Value (including GST and CESS: **Rs. 2,81,818.79;** Earnest Money : **Rs 5,637.00;** Time Of Completion : **45 Days;**
2) NIT No. X/095/037/2025-2026/APAS
Name of the work: **Maintenance of Asphaltum Road near 8/119, 8/71 Bijoygarh etc. in ward -95, BR-X (SCHEME ID-APAS/01/152/45/0003);** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 2,35,101.15;** Earnest Money : **Rs. 4,703.00;** Time Of Completion : **45 Days;**
3) NIT No. X/096/26/2025-2026
Name of the Work: **Repairing of Asphaltum Road near premises 77/1 Ibrahimpur Road in WD-096, BR-X;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 1,66,231.89;** Earnest Money : **Rs. 3,325.00;** Time Of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **09.12.2025 -12 Noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **06.12.2025 -12 Noon** (for Sl. No. 3); Date and Time of Opening of Bid : **11.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **09.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 3); The Bid forms and other details are available on and from : **18.11.2025 from 5 pm** (for Sl. No. 1 to 3); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/073/2025-2026/APAS/133/2
Name of the Work : **Construction of new road and allied works at V-245 Kankhuli Road ward 139. BR XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,41,584.22;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;** Period of Completion: **45 Days**
2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/091/2025-2026/APAS/141/7
Name of the Work: **Construction of passage near W-92 Hazi Ratan Lane in ward no 139 BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,03,759.06;** Earnest Money: **Rs. 8,100.00;** Period of Completion: **45 Days**
3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/090/2025-2026/APAS/141/1
Name of the Work: **Renovation of passage with allied work at W-99, W-99/2 Hazi Ratan Lane in Ward no. 139. BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 3,51,194.14;** Earnest Money: **Rs. 7,100.00;** Period of Completion: **45 Days**
4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/072/2025-2026/APAS/102/4
Name of the Work: **Construction of new passage with allied work near Q-514, Shimpukur Lane in ward no. 139. BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,97,708.60;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **45 Days**
5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/071/2025-2026/APAS/102/3
Name of the Work: **Renovation of concrete passage with allied work near Q-562/B Akra Road in ward no. 139, BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,38,438.58;** Earnest Money: **Rs. 2,800.00;** Period of Completion: **45 Days**
6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/083/2025-2026/APAS/126/4
Name of the Work: **Construction of drain with allied work near Q-583, Q-503 Gulam Molla Lane in ward no-139, BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,30,578.85;** Earnest Money: **Rs. 8,700.00;** Period of Completion: **45 Days**
7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/089/2025-2026/APAS/135/4
Name of the Work: **Improvement of C.C. Passage with allied works at V-46 Karbala Road ward 139, BR XV;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 3,88,086.71;** Earnest Money: **Rs. 7,800.00;** Period of Completion: **45 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **06.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1to 7); Date of opening of tender : **08.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1to 7); The bid forms and other details are available on and from : **18.11.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1to 7); The website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1to 7).

CORRIGENDUM
(1) NIT No. KMC/US/HQ/56/25-26/119(1st Call), (2) NIT No. KMC/US/HQ/58/25-26/118(1st Call) published in this newspaper on 10.11.2025 **(Key No. 1350/25-26)** of **Uttaran Services Department** (for Sl. No. 3 & 4). The Last date and time of submission of bid will be read as **04.12.2025 upto 11 am** (for Sl. No. 2) and **05.12.2025 upto 11 am** (for Sl. no. 1) instead of 24.11.2025 upto 11 am. Bid opening date and time for technical proposals will be read as **06.12.2025 at 11 am** (for Sl. No. 2) and **08.12.2025 at 11 am** (for Sl. No. 1) instead of 26.11.2025 at 11.30 am.

NIT No. KMC/EE(C)/BR-IV/023/E13/25-26/APAS26 published in this newspaper on 15.10.2025 **(Key No. 1205/25-26)** of **Engineering (Civil)/Br-IV Department** (for Sl. No. 16). Last date and time of submission of bid will be read as **19.11.2025 - 11 am** instead of 30.10.2025 - 11 am. Tender will be opened on will be read as **21.11.2025 - 11 am.** instead of 01.11.2025 - 11 am. Other matter will remain unchanged.

(1)NIT No. KMC/ROADS/2025-2026/466 (1st Call), (2) NIT No. KMC/ROADS/2025-2026/538 (1st Call), published in this newspaper on 08.11.2025 **(Key No. 1340/25-26)** of **Roads Department** (for Sl. No. 1 & 2). The Last date and time of submission of bid will be read as **03.12.2025 at 12 Noon** instead of 20.11.2025 at 12 Noon. (for Sl. No. 1 & 2). **1405/25-26**

বিহারে তরুণ রক্তের মশাল জ্বেলে দিলেন ‘মোদির হনুমান’ চিরাগ পাসোয়ান

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৪ নভেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ‘মোদির হনুমান’ চিরাগ পাসোয়ান কি বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) নেতা চিরাগের দল বিহার বিধানসভা ভোটে অভূতপূর্ব ফল করেছে। ২০২০ সালের একটি আসন থেকে এবার চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা পেতে চলেছে এলজেপি। শুধু তাই নয়, শাসক জোটের অভ্যন্তরে তাঁর দলই তৃতীয় বড় দলের মর্যাদা পাচ্ছে। এই অবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে যে, চিরাগ কি দিল্লির রাজনীতি ছেড়ে পাটলিপুত্রের জোট সংসার সামলাতে চলে আসবেন? এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে চিরাগকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করবেন? তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, এনডিএ যদি জেতে তাহলে তাঁর দল উপমুখ্যমন্ত্রী পদ চাইতে পারে। এই ে ভাটে চিরাগের দল আসন সমঝোতায় ২৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে বিকেল চারটে পর্যন্ত ২৩টিতে জেতার অবস্থায় রয়েছে। যদিও চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পরই ছবিটি পরিষ্কার হবে। চিরাগ আরও বলেছিলেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি সবসময় আমার স্ট্রাইক রেট ১০০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে। এবারেও আমি তাই আশা করি। আমার বিশ্বাস, জোটের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ থাকা উচিত। কেউ যদি ভাল ফল করে, তাহলে তাঁকে নিশ্চই পুরস্কার দেওয়া উচিত।’’ তবে তিনি একথাও বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাকে কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করছি কী করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রককে আরও মজবুত করা যায়। একথাও ঠিক যে, আমি নিজে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দলের কারও নিশ্চই পাওয়া উচিত।’’ ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লোক জনশক্তি পার্টির। শুরুতে এনডিএতে থাকলেও গোধরা দাঙ্গার পর জোট ভেঙে বেরিয়ে আসেন দল। ইউপিএতে আসার পর রামবিলাস পাসোয়ান বেশ কয়েকবার মন্ত্রী হন। ২০১৪ সালে এলজেপি ফের এনডিএ জোটে যোগ দেয়। পাসোয়ান ফের নরেন্দ্র মোদির ক্যাবিনেটে চলে আসেন। রামবিলাসের মৃত্যুর পর ছেলে চিরাগের সঙ্গে কাকা পশুপতিকুমার পরসের ঝামেলায় দল ভেঙে যায়। ২০২১ সালের জুন মাসে চিরাগ রামবিলাস পন্থী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালে চিরাগ ও তাঁর দল লোকসভার পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিয়ে পাঁচটিতেই জয়লাভ করে এনডিএ-র কাছাকাছি চলে আসেন।

এলসিসি ইনফোটেক লিমিটেড

CIN:- : L72200WB1985PLCO73196

রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. পি-১৬ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ওয়েবসাইট ঃ www.lccinfotech.in ইমেলঃ corporate@lccinfotech.co.in ফোন নম্বরঃ ০৩৩ ৪০০৩৩৬৩৬ /৩৭

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

(ইপিএস লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্ট্যান্ডালোন					
		৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৫ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০.১০	২.৯৩	০.৮৬	৩.০৩	১.৫০	৩৫.৮৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৬.১০)	(১৪.৫৪)	(৪৫.৭৬)	(২০.৬৩)	(৭৩.১৪)	(১১৩.৯৯)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৬.১০)	(১৪.৫৪)	(৪৫.৭৬)	(২০.৬৩)	(৭৩.১৪)	(২১৫.৮৪)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে)	(৬.১০)	(১৪.৫৪)	(৪৫.৭৬)	(২০.৬৩)	(৭৩.১৪)	(২১৫.৮৪)
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(৬.১০)	(১৪.৫৪)	(৪৫.৭৬)	(২০.৬৩)	(৭৩.১৪)	(২১৫.৮৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো	--	--	--	--	--	(২,৪৮৫.৪৩)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা মুখমূল্য) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
	মূল	(০.০০)	(০.০১)	(০.০৪)	(০.০২)	(০.০৬)	(০.১৭)
	মিশ্র	(০.০০)	(০.০১)	(০.০৪)	(০.০২)	(০.০৬)	(০.১৭)

দ্রষ্টব্য

ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ https://www.lccinfotech.in/

খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।

গ) SEBI (তালিকাভুক্তি এবং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
স্বাক্ষর /-
শ্রীরাম বগলা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 01895499

স্থানঃ কলকাতা

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. ৬ ও ৭, গ্র্যান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২

কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০১৪

CIN : L70101WB1982PLC034928 | admin@vira.in | +91 022 49696464

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	--	--	--	--	--	--
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.০২)	(১.১১)	(০.৬৯)	(৪.১৩)	(২.০০)	(৭.৫৭)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.০২)	(১.১১)	(০.৬৯)	(৪.১৩)	(২.০০)	(৭.৫৭)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে)	(৩.০২)	(১.১১)	(০.৬৯)	(৪.১৩)	(২.০০)	(৭.৫৭)
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(৩.০২)	(১.১১)	(০.৬৯)	(৪.১৩)	(২.০০)	(৭.৫৭)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো						৮৭৪.৪৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা মুখমূল্য) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
	মূল	(০.০২৪)	(০.০০৯)	(০.০০৬)	(০.০৩৩)	(০.০১৬)	(০.০৫৬)
	মিশ্র	(০.০২৪)	(০.০০৯)	(০.০০৬)	(০.০৩৩)	(০.০১৬)	(০.০৫৬)

* কারবার থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিঃদ্র ঃ

১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse. india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।

২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।

৩. SEBI (তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট / সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
প্রতীক জয়েশ বীর
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ১২ ।১১ ।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

নির্বাচনে শোচনীয় হালের জন্য আত্মসমালোচনায় জোর কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বরঃ সংগঠন দুর্বল নাকি কোথাও স্ট্র্যাটেজি কোনও বড় ভুল থেকে গিয়েছে? নাকি টিকিট বণ্টনে কোনও সমস্যা? বিহারে কেন কংগ্রেসের শোচনীয় অবস্থা? এবার আত্মসমালোচনায় পথ অনুসন্ধানের পথে কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণানন্দ পাঠকের মতে, রাজ্যে সংগঠনের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও ঘাটতি থেকে গিয়েছে। এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘সঠিক মানুষের সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। ভুলে হোক বা অবহেলায়-এত ব। ভুল কীভাবে হতে পারে? মানুষ আমাদের কাছে এখনও অভিযোগ জানাচ্ছেন, কিন্তু আমরা মনে করি যে বিষয়গুলো উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো ঠিকমতো জানানো হয়নি।’’ তাঁর মতে, এখনও দলের সংগঠনে নজর দিতে হবে, নাহলে তা গুরুতর সঙ্কটে পরিণত হতে পারে। বিপুল জয়ে বিহারবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেসকে একহাত নিলেন আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি। বললেন, ‘‘বিহারে কংগ্রেসের সরকার আর কখনও ফিরে আসবে না।’’

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১

ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল থেকে উদ্ধৃতাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে আয় (নিট)	২,৯৩৫.৯৫	২,০০২.০২	২,১৭১.২৬	৪,৯৩৭.৯৭	৩,৬৪৬.৬৩	৭,০৮২.৪৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৪৪৫.৯১	১৬৫.৯৬	৪৩৩.২৭	৬১১.৮৭	৩২২.২৮	(৪৮৩.৬০)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৪৪৫.৯১	১৬৫.৯৬	৪৩৩.২৭	৬১১.৮৭	৩২২.২৮	(৪৮৩.৬০)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৪৪৫.৯১	১৬৫.৯৬	৪৩৩.২৭	৬১১.৮৭	৩২২.২৮	(৪৫৮.৪৪)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	৪৩৭.০২	২০৬.৩৫	৫১৫.৯৬	৬৪৩.৩৭	৪৪৯.২৪	(৪৫৯.৬৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা পেড-আপ)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদ দিয়ে রিজার্ভ						
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫ টাকা প্রতি)						
	ক) মৌলিক	২.৯৭	১.১১	২.৮৯	৪.০৮	২.১৫	(৩.০৬)
	খ) মিশ্র	২.৯৭	১.১১	২.৮৯	৪.০৮	২.১৫	(৩.০৬)

মন্তব্যঃ

১ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক/অর্ধ বছরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিরীক্ষক।

২ কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা গৃহীত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সহ সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মান নিশ্চিত করা যায়নি। ক্ষয়প্রাপ্ত উ!পাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

৩ কোম্পানিটি মূলত চায়ের ক্রমবর্ধমান ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিয়োজত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য Ind AS-১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই,

৪ কোম্পানিটি চায়ের চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজত, যা প্রকৃতিতে ঋতুভিত্তিক এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং এইভাবে পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয়। ৩১শে মার্চ, ২০২৫-এ সমাপ্ত বছরের জন্য। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।

৫ বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য পূর্ববর্তী বছরকালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/পুনঃ গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

৬ ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং বিএসই লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিঙ্ঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৩৪৩৮৩৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.১১.২০২৫

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭

রেজি. অফিসঃ ১৪বি,, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

ই-মেলঃ info@lnsel.com ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com

ফোন নংঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র			সুসংহত		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.৯.২০২৫ অনিরীফিত	৩০.৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৫ নিরীফিত	৩০.৯.২০২৫ অনিরীফিত	৩০.৬.২০২৫ অনিরীফিত	৩১.৩.২০২৫ নিরীফিত
১.	অপারেশন থেকে আয় (নিট)	২৬০.৩৮	২৬৬.৩৫	১১৩৯.৫৯	২৮১.৮৯	২৮৭.০৩	১২২০.৬৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	১৪.৪৬	১১.২৯	৫৬.৫৫	১১.৫৪	৯.৭৫	৫০.৩৭
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	১৪.৪৬	১১.২৯	৫৬.৫৫	১১.৫৪	৯.৭৫	৫০.৩৭
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৬.৫০	৯.৬৩	৩৮.৫৬	৩.৪৯	৮.১৫	৩১.১৪
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	২০.১৯	২৫.১১	২২.১৪	১২.৯১	৩২.৯৮	১৮.৪৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)			-৮২.৬৬			৯৭.২০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)।						
	মৌলিক (টাকা)	০.০১	০.০২	০.০৭	০.০১	০.০১	০.০৬
	পাতলা (টাকা)	০.০১	০.০২	০.০৭	০.০১	০.০১	০.০৬

মন্তব্যঃ ১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক অর্ধবার্ষিক (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক / অর্ধবার্ষিক (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির নিরীক্ষক কর্তৃক সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছিল এবং পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানেই প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, পুনর্বিন্যাস/পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বা/-
মহেশ গুপ্তা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০১৬০৬৬৪৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.১১.২০২৫

VINCENT COMMERCIAL COMPANY LIMITED

CIN NO.L51909MH1982PLC294959

Regd Office : B-11/12, BHIWANDIWALA TERRACE, GROUND FLOOR.PRINCESS STREET, MARINE LINES, MUMBAI - 400002

Email Id : vincent.co1982@gmail.com

Part I

Statement of Standalone Unaudited Results for the Quarter and half yearly Ended 30/09/2025 (IN RS. LAKH)

Sl. No	Particulars	3 months ended (30/09/2025)	Preceding 3 months ended (30/06/2025)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30.09.2024)	Year to date figures for current period ended (30/09/2025)	Year to date figures for the previous year ended (30/09/2024)	Previous year ended (31/03/2025)
	(Refer Notes Below)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Income from Operations						
	(a) Revenue From Operation	62.88	133.31	120.81	196.19	176.31	499.14
	(b) Other Operating Income	79.25	8.98	-	88.23	-	31.90
	Total income from Operations (net)	142.12	142.29	120.81	284.41	176.31	531.04
2.	Expenses						
	(a) Cost of Materials consumed	-	-	-	-	-	-
	(b) Purchase of stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade"	-	-	-	-	-	-
	(d) Employee benefits expense	12.50	23.83	10.03	36.33	21.70	56.29
	(e)Depreciation and amortisation expense	-	-	-	-	-	-
	(f) Finance Cost	69.61	-	-	69.61	-	-
	(g)Other expenses(Any item exceeding 10% of the total expenses relating to continuing operations to be shown separately)	15.19	94.79	85.17	109.97	109.48	422.26
	Total Expenses	97.30	118.62	95.20	215.91	131.18	478.55
3.	Profit / (Loss) from operations before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	44.83	23.67	25.61	68.50	45.13	52.49
4.	Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
5.	Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (3+4)	44.83	23.67	25.61	68.50	45.13	52.49
6.	Tax expense	-	5.60	6.40	5.60	11.28	11.95
7.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (5-6)	44.83	18.07	19.21	62.90	33.85	40.54
8.	Extraordinary items (net of tax ₹ expense ____ Lakhs)	-	-	-	-	-	-
9.	Net Profit / (Loss) for the period (7+8)	44.83	18.07	19.21	62.90	33.85	40.54
10.	Share of Profit / (loss) of associates *	-	-	-	-	-	-
11.	Minority Interest*	-	-	-	-	-	-
12.	Net Profit / (Loss) after taxes, minority interest and share of profit / (loss) of associates (9+10+11) *	44.83	18.07	19.21	62.90	33.85	40.54
13.	Paid-up equity share capital (Face Value of the Share shall be indicated Rs.10/-each)	100.00	100	58.57	100	58.57	100.00
	(a) Basic	0.45	0.18	0.33	0.63	0.58	0.41
	(b) Diluted	0.45	0.18	0.33	0.63	0.58	0.41

*Applicable in the case of consolidated results.

Note:

1) Above financial result for the quarter ended 30th Sept,2025 have been reviewed and the board of director at their respective meeting held on 14th Nov 2025.
2) Statutory Auditors have carried out a limited review of this financial result and their report is unqualified.
3) The above results for the quarter & half year ended 30th September,2025 along with Limited Review Report & Declaration has been approved by the Board of Directors of the Company.
4) The above financials as on 30/09/2025 have been prepared as per the applicability of Ind AS.
5) Unquoted Investments as stated in the financials are valued at cost.
6) Short term & Long Term Loan & Advances are payable on demand and are valued at cost.
7) The financial result of the company have been prepared with india accounting standards notified under section 133 of the company act 2013 read with relevant rules iuused thereunder and in terms of regulation 33 of the sebi regulations 2015.
8) The company is engaged in the business of " Non-Financial Institution(Loan taken and Given/Investment) " and has only one reportable segment in accordance with IND as 108 "Operating Segment .
9) As per regulation 33 of SEBI (listing obligations and disclosure requirement) Regulation,2015 the company has opted to publish quarterly and yearly audited standalone result
10) Previous periods figure have been regrouped wherever necessary to confirm to the current periods classification.

FOR VINCENT COMMERCIAL COMPANY LTD
Sd/-
SHANTILAL JAIN
(DIRECTOR)
DIN : 00741589

Dated : 14th November, 2025
Place : Kolkata

NIVAKA FASHIONS LIMITED

CIN: L52100WB1983PLC035857

Registered Office: AA-47, SALT LAKE CITY SEC: 1, BL-AA KOLKATA – 700064

Email Id : btsyndicateltd1983@gmail.com

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2025. (IN RS. LAKH)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year ended
		30-Sep-25 Unaudited	30-Jun-25 Unaudited	30-Sep-24 Unaudited	30-Sep-25 Audited	30-Sep-24 Audited	31-Mar-25 Audited
1	Total Income from Operations	-	1.04	5.47	1.04	11.56	146.51
2	Other Income	4.28	4.16	14.23	8.44	28.75	37.34
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or extraordinary items	-59.63	-48.19	-28.6	-107.82	-54.02	-49.37
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax	-59.63	-48.19	-28.6	-107.82	-54.02	-49.37
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax	-59.47	-47.65	-28.6	-107.13	-53.89	-50.37
6	Equity Share Capital (face value of 1/- each)	1026.9	1026.9	1026.9	1026.9	1026.9	1026.9
7	Earnings Per Share(for continuing and discontinued operations)-						
	Basic:	-0.06	-0.05	-0.03	-0.1	-0.05	-0.05
	Diluted:	-0.06	-0.05	-0.03	-0.1	-0.05	-0.05

*Applicable in the case of consolidated results.

Note:

1) Above financial result for the quarter ended 30th Sept,2025 have been reviewed and the board of director at their respective meeting held on 14th Nov 2025
2) Statutory Auditors have carried out a limited review of this financial result and their report is unqualified.
3) The above results for the quarter & half year ended 30th Sept,2025 along with Auditor Report & Declaration has been approved by the Board of Directors of the Company.
4) The above financials as on 30/09/2025 have been prepared as per the applicability of Ind AS.
5) Unquoted Investments as stated in the financials are valued at cost.
6) Short term & Long-Term Loan & Advances are payable on demand and are valued at cost.
7) The financial result of the company have been prepared with India accounting standards notified under section 133 of the company act 2013 read with relevant rules issued
thereunder and in terms of regulation 33 of the Sebi regulations 2015.
8) The company is engaged in the business of " Textiles Products " and has only one reportable segment in accordance with IND as 108 "Operating Segment.
9) As per regulation 33 of SEBI (listing obligations and disclosure requirement) Regulation,2015 the company has opted to publish quarterly and yearly audited standalone result
10) Previous periods figure have been regrouped wherever necessary to confirm to the current periods classification.

For Nivaka Fashions Limited
Bhavin Jain
Chairman cum Managing Director
DIN- 00741604

Place: Kolkata
Date: 14.11.2025

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

Tender for- Construction of C.C road within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 42**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 04:30 PM**. "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

Tender for- Construction of C.C Road & RCC Ghat at various site within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 43**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 09.30 A.M.** "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

CHANGE OF NAME

I, Parbhina Bibi W/O–Sihan Shaikh resident of Vill-Raninagar , Po-Radharghat , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187. That my son's actual name is Sujauddin Shaikh which has been recorded in his Aadhaar no- 8107 9272 3222. That my actual name is "Parbhina Bibi" recorded in my Aadhaar no-4561 3170 0432 by husband's actual name is "Sihan Shaikh recorded in his Aadhar no-3656 1303 8006. That my son's name has been wrongly written as "Sujauddin Sk" and my name as "Parvina Bibi" and my husband's name "Sihan Sk" which has been recorded in my son's birth certificate vide Reg. No.367, Reg. Dt. 20/10/2003. that my son's name "Sujanddin Shaikh" and "Sujauddin Sk" and my name "Parbhina Bibi" and "Parvina Bibi" and my husband's name "Sihan Shaikh" and "Sihan Sk" is the same and one identical person.

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

Tender for- Construction of C.C Drain within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 46**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 09:30 A.M.** "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

নাম পরিবর্তন

আমি Krishnapada Bag পিতা Supal Bag, ঠিকানা - চক নারনা, পার্বতীপুর, ডোমজুড়, হাওড়া, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, কলকাতা এর Affidavit দ্বারা Krishna Bag নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 8130 Dated. 14.11.2025. Krishnapada Bag ও Krishna Bag একই ব্যক্তি।

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

Tender for- Construction of C.C road & RCC Ghat at various site within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 44**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 09:30 A.M.** "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

Office of the Councilors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
P.O.– Khirpai. Dist.- Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

Tender for- Construction of C.C Drain at various site within Khirpai Municipal area.", eNIT No:- **WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT 45**. Last date of Submitting Bid:-**11.12. 2025 up to 09:00 A.M.** "for details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Khirpai Municipality

BEFOUND MOVEMENT LIMITED

(Formerly known as Regency Trust Limited)

Reg. Office : Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Salt Lake City, Bidhan Nagar CK Market, Salt lake, Kolkata - 700091

CIN : L27109WB1988PLC045119 | **Website :** www.regencytrust.co.in

Email ID : rtltd2011@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-Sep-25 Unaudited	Half-Year ended 30-Sep-25 Unaudited	Quarter ended 30-Sep-24 unaudited
1	Total Income from Operations	45.00	120.00	5.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	15.25	8.92	-26.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	15.25	8.92	-26.27
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	13.77	7.44	-27.97
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	13.77	7.44	-27.97
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.14	0.07	-0.28
	2. Diluted :	0.14	0.07	-0.28

Notes: The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 are available on the websites of BSE (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.regencytrust.co.in/)

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN : 02757121

Date : November 14, 2025 | Place : Mumbai

স্কুলের দাবিতে মেদিনীপুরে রাস্তা অবরোধ, টায়ার জ্বালিয়ে চলল বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ এলাকায় নেই কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুরা। এলাকায় একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে মাত্র একজনই শিক্ষিকা আছেন। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করানো একজনের পক্ষে অসম্ভব।

স্থানীয়দের দাবি, রামনগর ১ ব্লকের অন্তর্গত তাজপুর এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠুক। এবার সেই নিয়ে সোচ্চার হলেন তাঁরা। স্কুল গড়ার দাবিতে এদিন রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ছাত্রের অভাবে রাজ্যে একের পর এক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তালা ঝুলছে। রাজ্যজুড়ে বন্ধ হয়েছে একাধিক স্কুল। এই আবহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুর এলাকার বাসিন্দারা পথে নামলেন। সঠিকভাবে প্রাথমিক স্কুল গড়ার দাবি জানানোর পাশাপাশি সেই দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর ১ ব্লকের অধীন তাজপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ওই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০০-এর কাছাকাছি। প্রথমে সেখানে ৩ জন শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা কমে ১ জন হয়েছে। নতুন করে নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। তাই সব ক্লাসে ঠিক মতো পড়াশোনা হচ্ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে পড়াশোনার মান কমে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করতে পাঠাতে হয়। এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়ে এক এলাকাবাসী বলেন, ' ছোট ছোট বাচ্চা। তাদের বহুদূর পর্যন্ত পাঠানো সম্ভব নয়। এখান থেকে স্কুলের দূরত্ব ৬-৭ কিলোমিটার। সেখানে এই সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চাদের পাঠাতে অসুবিধা হয়।' রামনগর ১ ব্লকের বিডিও এই প্রসঙ্গে জানান, পূর্বতন বিডিও মারফত প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার আবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাবিতে সাধারণ মানুষ এবার পথে নেমেছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হোক। দীর্ঘ ৪ বছর ধরে তাঁরা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যেই জেলাশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে বিভিন্নভাবে জানিয়েছেন, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

নতুন দিশায় শান্তিনিকেতন ই-হাট

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৪ নভেম্বর ঃ গ্রামীণ শিল্প, আধুনিক ভাবনা এবং ডিজিটাল প্রচারের নতুন দিশা নিয়ে গত ৯ নভেম্বর ২০২৫, রবিবার থেকে পজেটিভ বার্তার এক নতুন উদ্যোগে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতন ই- হাট। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণ এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে একযোগে এর উদ্বোধন হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য গ্রামীণ ভারত ও আধুনিক ডিজিটাল ভারতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে শিল্পীদের দক্ষতা, কারিগরদের কাজ ও স্থানীয় উদ্ভাবন বৃহত্তর মানুষের সামনে তুলে ধরা। পজেটিভ বার্তার এক নতুন উদ্যোগ শান্তিনিকেতন ই-হাট প্রথমে সপ্তাহে একদিন খোলার কথা বলা হলেও এখন সপ্তাহে ৬ দিন খোলার উদ্যোগ নিয়েছে পজিটিভ বার্তা। ঠিক এমন একটা সময় যখন, শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াইয়ের হাটকে বিশ্ববাংলা হাটে স্থানান্তর নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতেই শিল্পীদের জীবন-জীবিকার নতুন জায়গা হিসেবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে এই ই-হাটের ভাবনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতি রবিবার বিকেল ৩ টায় বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় শান্তিনিকেতন ই- হাট, যেখানে ইনফ্লুয়েন্সাররা সরাসরি উপস্থিত থেকে শিল্পীদের কাজ লাইভ, ভিডিও, রিল ও শর্টসের মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় তুলে ধরবেন। শিল্পীদের কাজ একদিনেই লাখো মানুষের সামনে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই এই আয়োজন।

নিখোঁজ যুবকের দেহ মিলল ! চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১৪ নভেম্বর ঃ ৫ ডিসেম্বর বিয়ে। কিন্তু তা আর হল না। দুই দিন নিখোঁজ থাকার পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পুকুরে পা বাঁধা দেহ উদ্ধার যুবকের। পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁকে। কী কারণে খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম কার্তিক মাঝি (৩০)। তিনি কাটোয়া পুরসভার ৭ ওয়ার্ডের ভূতনাথতলার বাসিন্দা। তিনি শহরের একটি ওষুধের দোকানে কাজ করতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলকোটের এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে তাঁর বিয়ের তারিখ ছিল। গত পরশু দিন থেকে নিখোঁজ হয়ে যান কার্তিক। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও হদিশ পাননি পরিবার। অবশেষে শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হল। পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা তাঁকে খুন করেছে সেই বিষয়ে কিছু জানায়নি পরিবার। কেন কার্তিককে খুন করা হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

নেতৃত্বহীনতা কাটাতে নন্দীগ্রামে নয়া কমিটি, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কৌশল বদল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৪ নভেম্বর ঃ উত্তর কলকাতা ও বীরভূমের পর এবার নন্দীগ্রামেও সাংগঠনিক রদবদল তৃণমূল কংগ্রেস- র। একক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার পরিবর্তে এবার পুরো সাংগঠনিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে কোর কমিটির হাতে। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন দল। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, নন্দীগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত দুটি ব্লকের পুরনো কমিটি ভেঙে সেখানে গঠন করা হয়েছে নতুন কোর কমিটি। তাই নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে সরিয়ে সাতজনের কোর কমিটি গড়া হয়েছে। সেই কমিটিতে বাপ্পাদিত্য গর্গ-সহ রয়েছেন শেখ সুফিয়ান, অজয় কুমার মণ্ডল, শেখ শামসুল ইসলাম, সুহাসিনী কর, শেখ আব্দুল আলিম আলরাজি ও শেখ সাহাবুদ্দিন। অপরদিকে, নন্দীগ্রাম ২ ব্লকে পাঁচজনের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোর কমিটির সদস্য সুনীল বরণ জানা কনভেনার। মনোজ কুমার সামন্ত, রবিন জানা, মহাদেব বাগ, শেখ কাজিহারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইভাবে সামসাবাদ ও সোনাচূড়া অঞ্চলের ক্ষেত্রেও কোর কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের ক্ষেত্রেও বিরুলিয়া ও বয়াল ২ অঞ্চলে কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে আমেদাবাদ, ভেকুটিয়া, খোদামবাড়ি, গোকুলনগর, হরিপুর, দাউদপুর সহ অন্যান্য অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে সভাপতি, সহ সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। এই বিষয়ে তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। উল্লেখযোগ্যভাবে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রায় সব ব্লকেই আগে থেকেই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে ব্যতিক্রম ছিল নন্দীগ্রাম। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এলাকায় কার্যত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছিল। এর প্রভাব পড়েছিল শাসক দলের ভোটব্যাঙ্কে- পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা ভোটেও মিলেছিল তার প্রতিফলন। তাই সব দিক বিবেচনা করেই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে নতুন করে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। স্থানীয় কর্মী-নেতাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। নির্বাচনের আগে কোর কমিটি ঘোষণাকে তাই রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে।

কাঁথা-কম্বল অতীত! শীতের বাজার কাঁপাচ্ছে রকমারি ব্ল্যাঙ্কেট, কম খরচেই ঠাণ্ডা কাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ শীতের আগমনে জমজমাট ব্ল্যাঙ্কেটের বাজার। চন্দ্রকোনা রোডের ধারে বসেছে ব্ল্যাঙ্কেটের মেলা! স্বল্প দামে মনের মতো ব্ল্যাঙ্কেট কিনে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছে মানুষজন। আগে শীত পড়লেই গ্রামবাংলায় লেপ সেলাইয়ের হিড়িক পড়ত। পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত তুলো শুকনো হচ্ছে, নতুন কাপড় কেটে পুরনো লেপে নতুন মোড়ক দেওয়া চলছে। এর মধ্যেই যেন ছিল অন্যরকম এক উষ্ণতার অনুভূতি। কাঁথা, লেপ ও কম্বল- এগুলিই ছিল শীতের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে সেই ছবি। সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় জায়গা করে নিয়েছে দামি ও আধুনিক ব্ল্যাঙ্কেট। আগে যেগুলি ছিল কেবল শহুরে বিলাসিতা, এখন তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে। অনলাইন মার্কেট থেকে শুরু করে হাট-বাজার, সব জায়গাতেই সহজলভ্য বিভিন্ন দামের ব্ল্যাঙ্কেট। ফলে শীতের প্রস্তুতিও এখন অনেকটাই বদলে গেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের

চন্দ্রকোনা রোড ধরে হাঁটলে চোখে পড়বে সেই পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। রাস্তার ধারে অস্থায়ীভাবে বসেছে একের পর এক ব্ল্যাঙ্কেট, সোয়েটার ও শীতের পোশাকের দোকান। রঙবেরঙের কাপড়ের আড়ালে সাজানো নরম, মোটা ও হালকা নানা ধরনের ব্ল্যাঙ্কেট। সকাল থেকেই সেখানে ভিড় লেগে থাকে। কারও হাতে ছোটদের জন্য রঙিন কম্বল, কেউ আবার দামদর করে নিজের পছন্দের ব্ল্যাঙ্কেট বেছে নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, পুরো এলাকা এখন যেন ছোটখাটো এক শীতের মেলার রূপ নিয়েছে। দোকানিদের মুখে হাসি, ক্রেতাদের মুখে তৃপ্তি। ঠাণ্ডা পড়ার আগেই সবার লক্ষ্য, উষ্ণতার প্রস্তুতি সেরে ফেলা। এক সময়ের লেপ - কম্বলের যুগ হয়তো ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গা নিয়ে নিচ্ছে নতুন প্রজন্মের পছন্দের ব্ল্যাঙ্কেট, যা শুধু আরাম নয়, আজকের দিনে ফ্যাশনেরও অংশ হয়ে উঠছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

পূর্ব রেলওয়ের নভেম্বর, ২০২৫-এর ই-নিলাম কর্মসূচির সংশোধনী, পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ডিপো-র ই-নিলাম কর্মসূচি বিষয়ক যে বিজ্ঞাপনটি চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস কর্তৃক এই সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে ঃ **জামালপুর ডিপো** ঃ বিদ্যমান তারিখ ঃ ২০.১১.২০২৫ ও ২৭.১১.২০২৫। **সংশোধিত তারিখ ঃ ২৪.১১.২০২৫ ও ২৯.১১.২০২৫।** অন্যান্য সকল ডিপো/ ডিভিসনের অন্য তারিখগুলি এবং নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। Stores-49/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING E-TENDER DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT

DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT inviting e-Tender for **NIT No 428/ DGC/NIT/2025 & No 429/ DGC/NIT/2025 date: 11/11/2025** and **NIT No 430/DGC/NIT/2025, NIT No 431/ DGC/NIT/2025, NIT No 433/ DGC/NIT/ 2025 date: 12/11/2025 of APAS** Fund for 12 nos Street light and 4 no rood repairing. Off line tender **NIT No 432/DGC/NIT/2025 date: 12/11/ 2025** of APASFund (Offline tender) for 7 nos Construction work. Last Date of bid Submission on or before 01.12.2025 (online Tender) and 27.11.2025 (Offline Tende)r More details visit website www.wbtenders.gov.in and GP office

SD/-PRODHAN
DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GP
BISHNUPUR-I BLOCK, S 24 PARGANAS.

Office of the Block Development Officer

e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 3873, 3883 & 3991/BDO, Singur dt. 07.11.25, 08.11.25 and 11.11.25 for Construction of 37 nos. Civil works under APAS within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 05/12/25. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2025_ZPHD_943285_1 to 6, 2025_ZPHD_943624_1 to 28 & 2025_ZPHD_945401_1 to 3).

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 758/PWD/ROAD/BMC, Dated: 13/11/2025
(ii) NIT No. 766/PWD/ROAD/BMC, Dated: 13/11/2025
e-Tender has been invited Different type of civil works at different locations within Ward no. 35, 37, 39 under BMC. (APAS SCHEME). [Tender I.D: (i) 2025_MAD_948961_1 and 2 (ii) 2025_MAD_949900_1] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - (i) 09/12/2025 up to 15.00 p.m. (ii) 10/07/2025 up to 15.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.- Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from APAS Fund **(NIT No:-NIT/DSGP/564/APAS/2025-26 TO DSGP/581/APAS/2025-2026, Dt:-11/11/2025)**, Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on **26/11/2025 up to 14.00 pm.** For details visit **the website:- http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিশু দিবস পালন করা হল। সর্ব প্রথম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক- জওহরলাল নেহরুর ফটোতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা জওহরলাল নেহেরুর ফটোতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে জানান যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে প্রতিবছর আমাদের বিদ্যালয়ে ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস পালন করা হয়।

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 12/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 18 nos Civil work. Last Date of Bid Submission - 09th December, 2025. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৩-কিউডব্লিউএস-এসজিইউ জে-২৫; তারিখ: ১০-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **কাজের নাম ঃ** শিলিগুড়ি জংশনে - টার্নিকি ভিত্তিতে দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন (মোট হাইড্রেন্ট লাইন-০৩)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ১,৭৬,১৯,৮৩৬.৫৩/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৩৮,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার সময় ১৫:৩০ টায়।** আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T. No.-32/ HPS/APAS/2025-26, 33/HPS/ APAS/2025-26, & 34/HPS/APAS/ 2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **10/ 12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 294/NGP/15th CFC/25-26. Dated: 13-11-2025

E-tender are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 3 NOS OF SCHEME). Bid submission last date (online): **08/12/2025 at 14.00 hrs.** Bid Opening Date (Technical): **11/12/2025 at 11.00 Hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender Corrigendum against (NIeT) No. **507/ MM/NIeT/2025-26 (2nd Call)** & **508/MM/ NIeT/2025-26(2nd Call), Dated: 11-11-2025.** The last date for online submission of tender is **08-12-2025 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./ ৬৫ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১২-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ ডব্লিউ ওআরকেএস/ওএমএলএফ -এর এখতিয়ারাধীন কুমেদপুর জংশন - একলাখির মধ্যে কিমি ১৯২/১-২ এ লেভেল ক্রসিং নং এনসি-৯৭ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস -এর ব্যবস্থা। (২) একলাখি-বালুরঘাট সেকশনের মধ্যে কিমি ২১/৮-৯ -এ ইবি -১৪ -এ আরইউবি -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৬২,১১,১৮৩.৫৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৫,৮১,১০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন রাঙ্গাপানি- বেংডুবি মিলিটারি প্রজেক্ট সাইডিংয়ের মধ্যে মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সাইটে (ইন সিটু/ সেস) সকল রেল সেকশনের (নতুন/এসএইচ) ফ্রি রেল/২টি রেল প্যানেল /৩টি রেল প্যানেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৩,৪৬,২৪০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৮১,৭০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার ডিভিশনে- গ্লুড জয়েন্টের ইনসিটু ফ্যাব্রিকেশন দ্বারা ভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৬,৯৩,০৩০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৪৮,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সাধনা নাথ [স্বামী- অমলেন্দু নাথ], এর এবি ৯৭, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কোলকাতা- ৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ২০১৩ সালের ১৮২৪ নং (বুক নং।, CD ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা ৪০৩৪ হইতে ৪০৫৯ যাহা ADSR - সোনারপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) অরিজিনাল বিক্রয় দলিল খানি পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে সোনারপুর থানায় ২৫।০৪।২০১৯ তারিখে ১৭৩০ নং জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেন।

● এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে যদি উপরিউক্ত দলিল বা দলিলভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনো অভিযোগ বা তথ্য থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮১, নস্করপাড়া রোড, বোয়ালিয়া, পোঃ গড়িয়া,
থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল- ৮৪

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-11/ 25-26, Dated:-14/11/2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 15(Fifteen) works. Bid Submission closing date (online): **08.12.2025 at 16.00 Hrs**. Bid opening date: **11.12.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি আমি শ্রীমতি মহুয়া নস্কর স্বামী- সুভাষ নস্কর সাং- দেবীর পাড়া, পোঃ - চামরাইল, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন দেবীর পাড়া মৌজায় অন্তগর্ত হাল- ২৯৩ নং খতিয়ানে হাল- ১৬৫৮, ১৬৫৯ নং. দাগে ৬ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমান ডোবা ও শালি জমি ভীমচন্দ্র নস্কর এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার - সুভাষ নস্কর পিতা- কমল নস্কর হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর জন্য আবেদন করিয়াছি উক্ত পাওয়ার নম্বর-IV- ৭৮৮ তারিখ- ২৪।১১।২০০৬ ADSR হাওড়া, উক্ত আমমোক্তার সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No- 11/ Sub/II of 2025-26 for **02 (Two) No work** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application-**20.11.2025** Last date of receiving tender paper- **24.11.2025**

Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম + পোষ্ট- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **NIT No.- 07/25-26 (Jau/946) Dated 14.11.25.** বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com**-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

GENERAL POWER OF ATTORNEY NOTICE

(1) Uday Sankar Dey Son Of Late Gopal Chandra Dey had appointed, 1.Mr Raja Das, 2.Biswajit Bhattacharjee, 3.Debasish Das W/o M.Mohan Rao as POWER OF ATTORNEY to sell out 3 cottahs of land over the R.S Plot No.5569 with R.S.Khatian No 5254 and also having in Mouza Bally, J.L No 14 vide Registered Deed No-200128 Volume no-0502 Book No- IV, Page No-2917 to 2936 Dated 14.02.2020 at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি আমি ১। শ্রী সুভাষ নস্কর পিতা-শ্রী কমল চন্দ্র নস্কর ২। শ্রী চিরঞ্জীত নস্কর পিতা ইন্দু ভূষণ নস্কর ঠিকানা- দেবীর পাড়া পোঃ- চামরাইল, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন দেবীর পাড়া মৌজার অন্তগর্ত হাল- ৭৫১ নং খতিয়ানে হাল- ১০১৪ নং. দাগে ০৩ তিনকাঠা পরিমান জমি- শ্রীমতী রসনাবালা চক্রবর্তী স্বামী কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার -১) মহুয়া নস্কর স্বামী সুভাষ নস্কর ২) শ্রীমতি টুম্পা নস্কর স্বামী চিরঞ্জীত নস্কর এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর জন্য আবেদন করিয়াছি উক্ত পাতায় নম্বর-IV- ১৭০ তারিখ- ১৭।২।২০১২ ADSR হাওড়া, উক্ত পাওয়ার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender Corrigendum against **(NIeQ) No. 509/ MM/NIeQ/2025-26 (4th Call), Dated: 11-11-2025.** The last date for online submission of tender is **10-12-2025 (Wednesday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

DHULAGORI GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING eTENDER

e Tender is invited from the experienced resourceful bidders for execution of work for **eNIT no DGP 418/eNIT-93/25-26 to DGP 432/eNIT 107 of 2025-26 Dated 13.10.25** TOTAL **15 NOS** NIT from APAS fund. Published date **30.10.25 3.00 pm.** Intending bidders are requested to visit the web site **www.wbtenders.gov.in** for a tender related details. Last date of Submission online tender **18-11-2025 12.00 NOON.**Technical bid opening date **21-11-25 2.00pm.**

Sd/-Prodhan
Dhulagori Gram Panchayat.

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No.	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	**eN.I.T -BDO/SNK/eNIT-35/ APAS- 25-26/ 2025-26, Sl. No.-01 to 10**	2025_ZPHD_946804_1 2025_ZPHD_946804_2 2025_ZPHD_946804_3 2025_ZPHD_946804_4 2025_ZPHD_946804_5 2025_ZPHD_946804_6 2025_ZPHD_946804_7 2025_ZPHD_946804_8 2025_ZPHD_946804_9 2025_ZPHD_946804_10	05/12/2025	08/12/2025

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ডায়মণ্ড হারবার শাখা
তারা মা ভিলা, ডায়মণ্ড হারবার রোড,
নিউ টাউন পিন-৭৪৩৩৩১

অ্যানেক্সচার এফ

পরিশিষ্ট-IV [বিধি-৮(১) দেখুন]

দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যদিও, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৪.১১.২০২৪ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা শ্রী চিত্তরঞ্জন হালদার** এবং **শ্রীমতি শুক্লা হালদারকে** নোটিশে উল্লিখিত **৫,৭৬,০৬৩.৯৭ টাকা** এবং তার উপর সুদ (কথায় **পাঁচ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তেষট্টি এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র**) নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৫ সালের ১৪ নভেম্বর তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন

ঋণগ্রহীতা বিশেষ করে এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ৫,৭৬,০৬৩.৯৭ টাকা** এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধান অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার মধ্যে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্লট নং ২২০, বর্তমানে ৭৯, খতিয়ান নং ৭৩, বর্তমানে ১২১ /১ মৌজা - মাধবপুর, আর.এস. দাগ নং ২২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৩, জে.এল নং ১৪৬, হোল্ডিং নং ৩৬-এ অবস্থিত সমস্ত জমির টুকরো এবং তার উপর চারতলা ভবন, রেকর্ড অনুসারে ৪ ডিসেম্বর বাস্তু জমি (সাইট প্ল্যান অনুসারে ৩.৯৩ ডিসেম্বর বাস্তু জমি উপলব্ধ), ডায়মন্ড হারবার রোড, কালী বাজার, মা করুণাময়ী নার্সিং হোম এবং ডায়মন্ড হারবার প্লাইস স্টেশনের বিপরীতে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ- ৭৪৩৩৩১।

সীমানাযুক্ত - উত্তরেঃ মনোরঞ্জন এবং প্রবোধ রঞ্জন অধিকারীর বাড়ি এবং পুকুর, দক্ষিণেঃ ৫' প্রশস্ত সাধারণ পথ, তারপর করুণাময়ী নার্সিং হোম এবং জ্ঞানরঞ্জন হায়দারের বাড়ি পূর্বেঃ চিরা রঞ্জন হালদারের বাড়ি পশ্চিমে ঃ বিশ্বরঞ্জন হালদারের বাড়ি।

তারিখ-১৪।১১।২০২৫
স্থান- কলকাতা

স্বাক্ষর /- প্রধান ব্যবস্থাপক ও অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৪১, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	নির্ধারিত তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৪০২৫৩১০৫	০২.১২.২০২৫	১.৮/৩ কেভি গ্রেডের জন্য উপযুক্ত কপার কেবল, ৯৫ বর্গ মিমি., সিঙ্গল কোর স্ট্র্যান্ডেড অ্যানীলড টিন কোটেড ই-বীম ইর‍্যাডিয়েটেড ক্রস লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনসুলেটেড কেবল ইত্যাদি	১৭১০০ মিটার	৪,৯৪,৭৬০
২	৩৮২৫৩৯১০	২৮.১১.২০২৫	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য মানোন্নত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফ্‌ট গীয়ার ইত্যাদি	৫১০০টি	২০,০০,০০০
৩	৩৮২৫৪০৭৮বি	০৮.১২.২০২৫	মডিফায়েড ইলাসটোমেরিক প্যাড ডিজাইন-বি ইত্যাদি	১৩৪০০টি	৭,৯৮,৮২০
৪	৩৩২৫৫০২৩	১৫.১২.২০২৫	পাওয়ার কার-এর ডিএ সেটের জন্য রেডিয়েটর অ্যাসেম্বলি	০৪টি	১,৩২,৮০০
৫	২৯২৫৪৮৪৮সি	২১.১১.২০২৫	সিলিকন ইমপ্রেগনেটিং রেজিন এসআইএলআরইএস এইচ৬২সি ১৫২৩	১৫২৩ কেজি.	১,১৭,৮২০
৬	২৯২৫৫১০৪এ	২৪.১১.২০২৫	জিরকোনিয়াম কপার পাঞ্চড ডিজাইন রেজিস্ট্যান্স রিং ব্যবহৃত কমপ্লীট রোটর ইত্যাদি	১০টি	১,৫৩,৪০০
৭	২৫২৫১২৭৩	০১.১২.২০২৫	ইন্টারমিডিয়েট ওভারহলিং (আইওএইচ) রিপ্লেসমেন্ট কিট ইত্যাদি	২০৯ সেট	২,৯৭,১৮০
৮	২৫২৫৩৭৩৬	০১.১২.২০২৫	ডব্লুএজি৭ লোকো-র কম্পেনসেটিং বীম মডিফায়েড ইত্যাদি	১৫৯টি	১,৩৮,৪৬০
৯	২৯২৫৫০২৯সি	১০.১২.২০২৫	কনভার্টার/ট্রান্সফর্মার-এর জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটর ইত্যাদি	৮৬টি	৮,২৪,৬২০
১০	২৯২৫১৩১৮এ	১০.১২.২০২৫	কনর্ভাটার-এর জন্য ওয়েল কুলার রেডিয়েটর	৭৩টি	৬,৫৪,৬৬০
১১	৫০২৫৫০১৫	১০.১২.২০২৫	৪৮ ওএফসি ইত্যাদি সরবরাহের জন্য চালু চুক্তি	৩৪০ কিমি.	৪,০৩,৬০০
১২	৩৩২৫৩৪৫৮এ	২৩.১২.২০২৫	ব্রেক ক্যালিপার ইউনিট রাইট ভার্সন ইত্যাদি	৪৮টি	১,৯৪,২০০
১৩	৩০২৫৩০৮৭এ	১৭.১২.২০২৫	সিওএ ফিট করা সিবিসি-র সহায়ক ডিভাইস	৪৪৯টি	১,৯০,৬২০
১৪	৩৩২৫৩০১২এ	১২.১২.২০২৫	বল জয়েন্ট ট্র্যাকশন লিভার	৬১৪০টি	১,২৭,০৮০
১৫	৩৩২৫৩৪৬৩এ	২৯.১২.২০২৫	ব্রেক ক্যালিপার ইউনিট লেফ্‌ট ভার্সন ইত্যাদি	৪৪টি	১,৭৮,৫৪০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-840)

দন্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেড
CIN: L51226WB1982PLCO35467
নিবন্ধিত অফিস ঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, কলকাতা - ৭০০০৬৯ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com // যোগাযোগ নম্বরঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১ / ওয়েবসাইটঃ **www.dantavyapar.com**
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার

(অন্যথায় উল্লেখ না করা হলে, সমস্ত পরিমাণ হাজার হাজার টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধবর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.৯.২০২৫	৩০.৬.২০২৫	৩০.৯.২০২৪	৩০.৯.২০২৫	৩০.৯.২০২৪	৩১.৩.২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	৩৯৯৪.০৬	১৭৩৮.২৩	৫৮০৮.৪৬	৫৭৩২.২৯	৮৭৩৫.৩৩	৩২৯৯৫.৩৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	২৩৮৬.০৩	১৭০.৭২	৩৪৪৪.১৩	২৫৫৬.৭৫	৩৭৭৯.৬০	২২৭০২.৯৯
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	২৩৮৬.০৩	১৭০.৭২	৩৪৪৪.১৩	২৫৫৬.৭৫	৩৭৭৯.৬০	২২৭০২.৯৯
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি)আইটেম) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৭৮৫.৫২	১২৭.৭৫	২৫৭৭.১৩	১৯১৩.২৭	২৮২৮.৩৫	১৬৭৬২.৩৫
৫.	মোট সমন্বিত আয় সময়কালের জন্য / (ক্ষতি) যার মধ্যে রয়েছে লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য সমন্বিতআয় (করের পরে)	১৭৮৫.৫২	১২৭.৭৫	২৫৭৭.১৩	১৯১৩.২৭	২৮২৮.৩৫	৭৫২৯৬.০৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৫১৫৬৩৯.৩২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আগে এবং পরে) আইটেম) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র (টাকা)	০.৩৮	০.০৩	০.৫৪	০.৪০	০.৬০	৩.৫৩

নোট
১) ৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বছরের উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ দিয়ে পূরণ করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট https://dantavyapar.com এ উপলব্ধ।
৩) সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://dantavyapar.com/ services/# এ পোস্ট করা হয়েছে এবং অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে,
দন্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেড
স্বা /-
একতা আগরওয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 01369717

নিলামের আগে নাইট শিবির ছেড়ে মুম্বইয়ে এই লেগ স্পিনার!

মুম্বই, ১৪ নভেম্বরঃ ফুটবলের দলবদলের মতোই ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে আইপিএল প্লেয়ার ট্রেডিং। ২০২৬ নিলামের আগে প্রতিটি দলই নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী স্কোয়াড সাজাতে ব্যস্ত। তার মধ্যেই সবচেয়ে সক্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির একটি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শুধু নিলামের টেবিলে নয়, ট্রেডিং মার্কেটেও যে তারা নজর কাড়তে চায়, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, আইপিএল প্লেয়ার ট্রেডিং শুরু করেছিল তারাই। গুজরাট টাইটান্স থেকে হার্দিক পান্ডিয়াকে অধিনায়ক হিসেবে দলে ফিরিয়ে এনে নজির গড়েছিল মুম্বই। এ বার নজরে আর এক পুরনো মুখ, মায়াঙ্ক মারকান্ডে। এক সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, কেকেআর-এর তরুণ লেগ স্পিনার মায়াঙ্ক মারকান্ডেকে দলে নিতেই আগ্রহী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ইতিমধ্যেই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে বহুদিন পর নিজের প্রথম আইপিএল দলের রঙে ফিরবেন পাঞ্জাবের এই স্পিনার। ২০১৮ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়েই আইপিএল-এ অভিষেক হয়েছিল মারকান্ডের। প্রথম মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে তিনি নজর কেড়েছিলেন। সেই পারফরম্যান্স তাঁকে জাতীয় দলের দরজায় নিয়ে যায়। তবে ২০১৯ সালে ফর্মের খামতি এবং দলের কম্বিনেশন বদলাতে হতে তাঁকে পিছিয়ে যেতে হয়। রাহুল চাহার দলে জায়গা করে নেওয়ার পর মারকান্ডে দ্বিতীয় বিকল্পে পরিণত হন। ২০২৫ মরশুমে আগে মায়াঙ্ককে ৩০ লাখ টাকায় দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু পুরো সিজন জুড়ে তাঁকে একবারও মাঠে নামায়নি দল। ফলে ২০২৬ নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই সম্ভবত নিচ্ছে কেকেআর। সম্প্রতি খবর এসেছিল, লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে শার্দূল ঠাকুরকে দলে নেওয়ার পথে রয়েছে মুম্বই। সেই সঙ্গে আছে অর্জুন তেন্ডুলকরের দল ছাড়ার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে মায়াঙ্ককে নিয়ে আলোচনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু মারকান্ডে নয়, মুম্বইয়ের নজরে রয়েছে রাহুল চাহারও। গত নিলামে ৩.২ কোটিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সারা সিজন মাত্র একটি ম্যাচই খেলেছেন। ফলে তাঁকে আবার মুম্বইয়ের নীল-সোনার জার্সিতে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এখনও পরিষ্কার নয়, মারকান্ডেকে ট্রেড করলে তা অর্থের বিনিময়ে হবে নাকি প্লেয়ারের বদল। তবে মুম্বইয়ের স্পিন বিভাগ শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। মিনি নিলামের আগে ট্রেডিং মার্কেটে যে উত্তাপ বাড়ছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই পরিকল্পনা তা আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল। এখন নজর শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দিকে।

হাউসফুল ইডেনে ৫ উইকেট নিয়ে সুপারহিট বুমরা, গড়লেন রেকর্ডও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ ছ'বছর পর শহরে টেস্ট। ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ঘিরে আগ্রহ যে ভালোরকম ছিল, তা বোঝা গিয়েছিল আগেই। গোষ্ঠ পাল সরণি থেকে, ময়দান - সর্বত্রই টিকিটের চাহিদায় লম্বা লাইন দেখা গিয়েছিল। আর শুক্রবার শীতের রোদ ঝামরে পড়তেই দেখা গেল হাজারে হাজারে মানুষ ইডেনমুখো। ঘ।রি কাঁটা যখন ন'টা ছুঁইছুঁই, 'টসভাগ্য' ফিরল না শুভমানের। তাতে কি? সঞ্চালক রবি শাস্ত্রীকে তিনি বলে দিলেন, হয়তো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে টসের ভাগ্য ফিরবে। কথাগুলো বলার সময় আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছিল গিলের গলায়। সেই আত্মবিশ্বাসই দেখা গেল গোটা ভারতীয় দলে। বুমরাহ, কুলদীপ, সিরাজদের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেল মাত্র ১৫৯ রানে। জবাবে ভারতের রান ১ উইকেটে ৩৭। ক্রিকেটের নন্দনকাননে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। প্রথম একাদশে ৪ স্পিনারকে রেখে এদিন ইডেনে নেমেছে ভারত। বলা ভালো এক স্পিনার এবং ৩ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সুযোগ পেয়েছেন। সুযোগ পেলেন না সাই সুদর্শন। টিম ম্যানেজমেন্টের এহেন সিদ্ধান্তে বিতর্কও চলছে বিস্তর। কিন্তু মাঠের হিসাবে ফিরলে সেই সব তর্কবিতর্ক সরিয়ে রাখতেই হবে। সেই কাজটিই করে গেলেন ভারতীয় বোলাররা।

অথচ প্রথম দশ ওভার দেখে বোঝা যায়নি ভারতীয় বোলারদের দাপটের সামনে কার্যত সর্ষেফুল দেখবে প্রোটিয়া ব্যাটাররা। প্রথম ১০ ওভারে ৫৭ রান তুলে ফেলেন দুই ওপেনার এডেন মার্করাম এবং রায়ান রিকলটন। কিন্তু ১১তম ওভারে মারকুটে মেজাজে থাকা রিকলটনকে ফেরান বুমরাহ। ১৩তম ওভারে এসে আবারও বুমরাহ ম্যাজিক। এবার মার্করামকে তুলে নেন তারকা পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনারের সংগ্রহ যথাক্রমে ৩১ এবং ২৩। সেই শুরু। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা টেম্বা বাভুমা (৩)-কে ফেরালেন কুলদীপ যাদব। ১০৫ রান তিন উইকেট খুইয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিরতির খানিক সময়ের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার অর্ধেক দল প্যাভিলিয়নে ফেরে। উইলেম মুল্ডারকে ২৪ রানে ফেরান কুলদীপ। এরপর টনি ডি জর্জি (২৪) বুমরাহের বলে এলবিডব্লিউ'র শিকার। সকালের দিকে নতুন বলে সফল হননি সিরাজ। ওভারপিছু ৮ রান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনো বল হাতে আসতেই জাত চেনালেন। সিরাজের বলেই ১৬ রানের মাথায় আউট হন কাইল ভেরেইনি। সেই ওভারেই মার্কো জানসেনকেও শূন্য রানে ফেরান ৩১ বছর বয়সি ভারতীয় পেসার। চা পানের বিরতির আগে অক্ষর প্যাটেল ফেরালেন করবিন বস (৩)-কে। চা পানের বিরতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৮ উইকেটে ১৫৪। যে ভঙ্গিতে রান তোলা শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, সেই গতিতে লাগাম পরিয়ে দিয়েছেন বুমরাহ, সিরাজ, কুলদীপরা। চা বিরতির পর মাত্র ৩ ওভার টেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। বুমরাহের বলে বোল্ড হার্মার। করেন মাত্র ৫ রান। এরপর কেশব মহারাজ (০) বুমরাহের ইয়র্কার সামলাতে পারলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হল ১৫৯ রানে। বুমরাহের শিকার ৫ উইকেট। কুলদীপ ও সিরাজ নিলেন ২ উইকেট। অক্ষরের পান ১ উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রান পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। মাত্র ১২ রান করে মার্কো জ্যানসেনের বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন। এরপর সেই 'মহাবিতর্ক' তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন ওয়াশিংটন সুন্দর। শুক্র-সকালে সাই সুদর্শনের জায়গায় তিনে ওয়াশির নাম দেখে অবাক বনে গিয়েছিলেন প্রাক্তনরা। নেটভুবনেও ঝড় উঠেছিল। সেই ওয়াশিংটন কিন্তু খারাপ ব্যাটিং করেননি। উইকেট কামড়ে পড়ে থেকে করলেন ৩৮ বলে অপরাজিত ৬ রান। ১৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন কেএল রাহুলও। দুই ব্যাটারই কোনওরকম ঝুঁকির পথে হাঁটেননি। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ১ উইকেটে ৩৭।

পাঞ্জাব ম্যাচের আগে ফিটনেসে জোর লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বরঃ আগামী মাসের প্রথম দিকেই সুপার কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে আটকানোর পর এবার সেমিফাইনালের লড়াই। তবে বেঙ্গালুরু এফসিকে হারানো পাঞ্জাবের বিপক্ষে সহজে যে জয় আসবে না সেটা বলাই চলে। সেজন্য, দিন দশেক ছুটি কাটানোর পরেই ধীরে ধীরে অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন বাকি ফুটবলাররা। শোনা যাচ্ছে, গত বৃহস্পতিবার নাকি অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় উইঙ্গার নন্দকুমার সেকার। বিশেষ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, চোট সমস্যা থাকায় মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনে দেখা যায়নি এই ভারতীয় উইঙ্গারকে। মূলত সাইড লাইনেই নিজেকে ফিট করে তুল ছিলেন তিনি। তাছাড়া দলের হেড কোচ অস্কার ব্রুজো এখনও পর্যন্ত না আসলেও তাঁর অনুপইস্থিতিতে বিনো জর্জ সহ অন্যান্য সহকারীদের তত্ত্বাবধানে গত কয়েকদিন ধরে অনুশীলন করছেন দলের ফুটবলাররা। নিজেদের ছন্দে ফেরানোই এখন অন্যতম লক্ষ্য

সকলের। আসলে সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের পর কেটে গিয়েছে প্রায় অনেকটা সময়। তারপর আগামী ডিসেম্বরে সেমিফাইনাল। যারফলে কিছুটা হলেও অখুশি ছিলেন ফুটবলাররা। তবে নিজেদের ছন্দ বজায় রাখার পাশাপাশি ফিটনেস ধরে রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য সকলের। অনবদ্য বোঝাপড়া নিঃসন্দেহে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে যেকোনো দলকে। তাই এদিকে ও বিশেষ নজর দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের যুব দলের কোচ বিনো জর্জ। এছাড়াও নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট করে তুলতে মরিয়া প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার মহম্মদ রশিদ থেকে শুরু করে মিগুয়েল ফিগুয়েরার মতো ফুটবলাররা। এবারের এই মরসুমে আইএফএ শিল্ড জয়ের সুযোগ থাকলেও তা পূরণ করতে পারেনি লাল-হলুদ ফুটবলাররা। সেই হতাশা কাটিয়ে .এবার সুপার কাপ জিততে তৎপর মশাল ব্রিগেড।

লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আইরিশ কোচকে যা বললেন রোনাল্ডো

গ্যালারি থেকে ভেসে আসছিল হুল্লো। আর কটাক্ষের সুর। লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়ছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। তিনি তো স্রেফ মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার লোক নন। দু হাত উঁচিয়ে তালি দিলেন। 'থামস আপ' দেখালেন বারবার। বলার অপেক্ষা রাখে না, খুশি হয়ে নয়, কটাক্ষ করেই তার অমন অভিব্যক্তি। আয়ারল্যান্ড কোচ হেইমির হালগ্রিমসনের মুখোমুখি হয়েও উত্তপ্ত হয়ে কিছু বলতে দেখা গেল তাকে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ম্যাচের আগে অবশ্য রোনাল্ডো কথা দিয়েছিলেন, যতই কটাক্ষ করা দেওয়া হোক তাকে, একদম ভালো ছেলেটি হয়ে থাকবেন তিনি। কিন্তু মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখে তিনি মাঠ ছাড়েন ৬১তম মিনিটে। আয়ারল্যান্ডের কাছে ২-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার অপেক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হয় পর্তুগালের। তুলনামূলক দুর্বল দল আর্মেনিয়ার বিপক্ষে রবিবার জিতলেই অবশ্য বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলবে তারা। এমনকি জিততে না পারলেও কাজ হয়ে যেতে পারে, যদি অন্য ম্যাচের ফল পক্ষে আসে। তবে ম্যাচটিতে খেলতে পারবেন না রোনাল্ডো। শেষ নয় এখানেই। বড় শঙ্কা আছে বিশ্বকাপের শুরুতে তার খেলা নিয়েও। তার ফাউলের শিকার হন আইরিশ ডিফেন্ডার ডারা ও'শে। শুরুতে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন। পরে আইরিশদের প্রতিবাদের মুখে মাঠের পাশে মনিটরে চোখ রাখেন রেফারি। দেখা যায়, আইরিশ ডিফেন্ডারকে কনুই মেরেছেন রোনাল্ডো। হলুদ কার্ড তখন বদলে যায় লাল কার্ডে। ক্লাব ক্যারিয়ারে ১৩ বার লাল কার্ড পেলেও জাতীয় দলের হয়ে ২২৬ ম্যাচে তার প্রথম লাল কার্ড এটি। সেটিই গুরুতর কারণে। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, গুরুতর ফাউলের

জন্য অন্তত দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতেই হয়। মাত্রা অনুযায়ী সেই সংখ্যা বাড়তে পারে আরও। রোনাল্ডো যদি দুই ম্যাচও নিষিদ্ধ হন, তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। কারণ, ফিফার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে কেবল প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে, কোনো প্রীতি ম্যাচে তা বিবেচিত হবে না। পর্তুগালের কোচ রবের্তো মার্তিনেস অবশ্য মনে করেন, এতটা গুরুতর ফাউল এটা ছিল না। ক্যামেরার অবস্থানের কারণে কনুই মারার মতো দেখাচ্ছে বলে ধারণা তার। ''এই লাল কার্ড একজন অধিনায়কের, ২২৬ ম্যাচে আগে কখনও যাকে এভাবে বের হতে হয়নি। আমার মনে হয়, এজন্য তার কৃতিত্ব প্রাপ্য। আজকে আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্তটি একটু কঠোর হয়ে গেছে, কারণ তার কাছে দলই আগে। বক্সের ভেতর ৬০ মিনিট বা ৫৮ মিনিট ধরে তাকে জাপটে রাখা হয়েছে, টেনে ধরা হয়েছে, ধাক্কা দেওয়া হয়েছে এরপর সে অবশ্যই চেষ্টা করেছে ওই ডিফেন্ডারকে ছিটকে দিতে...। আমার মনে হয়, যতটা খারাপ দেখিয়েছে, ঘটনা ততটা খারাপ নয়। আমার মনে হয় না সে কনুই মেরেছে। আমার মনে হয়, পুরো শরীরই ছিল। কিন্তু ক্যামেরা যে অ্যাঙ্গেলে ছিল, সেখান থেকে কনুই মারার মতো মনে হয়েছে। যাইহোক, আমরা মেনে নিচ্ছি।'' পর্তুগাল কোচ ইঙ্গিত দিলেন প্রতিপক্ষ কোচের দিকেও। আয়ারল্যান্ডের কোচ হালগ্রিমসন ম্যাচের আগে বলেছিলেন, রোনাল্ডো যেন রেফারির ওপর বেশি প্রভাব রাখতে না পারেন। পর্তুগাল কোচ ম্যাচের পর বললেন, হালগ্রিমসনের ওই বক্তব্য রেফারির সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। ''একটি ব্যাপারই অস্বস্তির কাঁটা হয়ে বিঁধছে, আপনাদের কোচ গতকালকে (বুধবার) সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন রেফারির ওপর প্রভাব বিস্তারের কথা এরপর বিশালদেহী সেন্টার-হাফ নাটকীয়ভাবে মাঠে পড়ে গেল ক্রিস্তিয়ানোর শরীরের ধাক্কায়...।'' রোনাল্ডো নিজেও যে হালগ্রিমসনের সেই কথা পছন্দ করেননি, সেটি তো বলাই বাহুল্য। লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেটি তিনি প্রকাশও করেছেন।

৩২ বলে ঝোড়ো সেঞ্চুরি, শিশু দিবসে ফের 'ছোটো প্যাকেট বড়া ধামাকা' বৈভব সূর্যবংশী

সংবাদ সংস্থা, দোহা, ১৪ নভেম্বরঃ ১৪ বছর তাঁর বয়স। আর আজ ১৪ নভেম্বর দোহায় তিনি ব্যাট হাতে তুললেন ঝড়। কথা হচ্ছে ভারতের রাইজিং স্টার বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে খেলছে ভারত। সেই ম্যাচে মাত্র ৩২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। সেইসঙ্গে জোড়া রেকর্ডের মালিকও হয়েছেন বৈভব। প্রিয়াংশ আর্যর সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন বৈভব। শুরু থেকেই ছিলেন মারকুটে মেজাজে। কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে টুপটাপ ৪-৬ মারতে দেখা যায় ক্রিকেটারদের। সেই সংখ্যাটা যখন দ্রুত বাড়তে থাকে, ম্যাচ হয় আরও রোমাঞ্চকর। মাত্র ৩২ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান বৈভব। সেখানে অবশ্য থেমে থাকেননি। শেষ অবধি ৪২ বলে ১৪৪ রান করে আউট হন। এই অনবদ্য ইনিংসের পথে তাঁর ব্যাটে ১৫টি ছক্কা যেমন এসেছে, তেমনই তিনি মেরেছেন ১১টি চারও। ১২.৩ ওভারে আহমেদ তারিক যদি বৈভবের উইকেট না

নিতেন, আর তিনি যদি শেষ ওভার অবধি থাকতেন, এই ১৪৪ যে ২০০ রানে পৌঁছে যেত না, কে বলতে পারে! প্রথমত, পুরুষদের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন বৈভব। আজ তাঁর বয়স ১৪ বছর ২৩২ দিন। দ্বিতীয়ত, পুরুষদের যে কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন, এমন ব্যাটারদের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক স্ট্রাইকরেট বৈভবের ঝুলিতে। ইউএই-র বিরুদ্ধে বৈভবের স্ট্রাইকরেট ৩৪২.৮৫। ম্যাচ প্রসঙ্গে বলতে গেলে টস জিতে ভারত অধিনায়ক জীতেশ শর্মা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বৈভবের ১৪৪ রান ছাড়া ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান ক্যাপ্টেন জীতেশের। ৮৩ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। এ ছাড়া নমন ধীর করেন ৩৪ রান। ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২৯৭ রান। গত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে খেলে নজর কেড়েছিলেন বিহারের ছেলে বৈভব। শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরিও করেছিলেন। এ বার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপেও ঝকঝকে সেঞ্চুরি তাঁর ব্যাটে। সেখানেই শেষ নয়। যুব ওডিআইতে সেঞ্চুরি করেছেন। যুব টেস্টেও সেঞ্চুরি আছে বৈভবের নামে। এবং ভারত-এ দলের হয়েও ১৪ বছরের বৈভব শতরান করেছেন। ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে, তিনি যে লম্বা রেসের ঘোড়া, তা সুযোগ পেলেই প্রমাণ করছেন বৈভব।

৪০০ ছুঁয়ে এমবাপের চাওয়া আরও ৪০০, দৃষ্টি আছে হাজার গোলেও

বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করতে পারাই ছিল যথেষ্ট আনন্দের উপলক্ষ। তবে দলের প্রাপ্তির সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপের যোগ হয় নিজের অর্জনও। দলের বড় জয়ে নিজের জোড়া গোল আর ক্যারিয়ারে চারশ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। এটিকে অবশ্য বড় কিছু মনে করছেন না এই তারকা। আরও চারশ গোল করলে বলার মতো কিছু হবে বলে মনে করেন তিনি। এমনকি অসম্ভব মনে হলেও চোখ রাখছেন হাজার গোলে।

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৪ নভেম্বরঃ প্যারিসে বৃহস্পতিবার ইউক্রেইনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ফ্রান্স। ৫৫তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ৮৩তম মিনিটে আরেকটি গোল করেন এমবাপে। এই দুই গোলে ফ্রান্সের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডের দিকে আরেকধাপ এগিয়ে গেছেন এমবাপে। ২৬ বছর বয়সী তারকা পূর্ণ করেছেন ক্যারিয়ারে ৪০০ গোল। ম্যাচের পর অবশ্য তিনি বললেন, এমন মাইলফলক তার কাছে বড় কিছু নয়। ৪০০ গোলে লোকে মুগ্ধ হয় না। মানুষকে চমক দেওয়ার মতো কিছু করতে হলে আরও ৪০০ গোল করতে হবে। ৮০০ গোল হলে হাজার গোল কেন নয়? ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো যেমন ঘোষণা দিয়েই ছুটছেন ক্যারিয়ারে হাজার গোলের দিকে। সেই উচ্চতাকে এখন দৃষ্টিসীমার বাইরেও মনে করেন এমবাপে। তবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেষ্টায় কমতি রাখতে চান না তিনি। ''ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর ১ হাজার গোল? সেটি (ছোঁয়া) অবাস্তব। তবে অভাবনীয়

কিছুর চেষ্টাই করা যাক! আমাদের একটাই ক্যারিয়ার, চেষ্টা করে যেতে হবে।'' বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে অবশ্য বড় স্বস্তি পাচ্ছেন এমবাপে। গত বিশ্বকাপের রানার্স আপ ও আগের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা স্রেফ আনুষ্ঠানিকতার মতো। তবে এটিও যে বড় অর্জন, সেটি মনে করিয়ে দিলেন এমবাপে। ''খুবই গর্বিত সেখানে (বিশ্বকাপে) জায়গা করে নিতে পেরে। এটাকে কখনোই হালকা করে দেখা উচিত নয়। এখন এটা হয়তো আমাদের জন্য খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তবে ফ্রান্স জাতীয় ফুটবল দলের ইতিহাসে সবসময়ই ব্যাপারটি এমন ছিল না। সবাই জানে, ফুটবল নিয়ে সবাই কথা বলতে পারে। তবে বিশ্বকাপে খেলা মানে ভিন্ন ব্যাপার যারা বিশ্বকাপে খেলেছে, কেবল তারাই জানে, এটা কতটা স্পেশাল। গোটা বিশ্বের সামনে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা দারুণ সম্মানের।'' বিশ্বকাপে ফ্রান্সের লক্ষ্য শিরোপা জয়, এমবাপে তা স্পষ্ট করেই বললেন। গত বিশ্বকাপে তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ সেই ফাইনালকেই আগামী বিশ্বকাপের প্রেরণা করে নিতে চান সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা তারকা। ''অবশ্যই আমরা বিশ্বকাপে যাব জয়ের জন্য, অন্য ৪৮ দলের মতোই। ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সিতে তৃতীয় তারকা এঁকে দেওয়াটা আমাদের স্বপ্ন। ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালকেই আগামী বিশ্বকাপের জন্য বিশ্বাসের রসদ করে নিতে হবে আমাদের। আমরা ড্রয়ের অপেক্ষায় থাকব এবং এরপর গ্রুপ ম্যাচগুলোয় মনোযোগ দেব।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com